উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 7 December 2023 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in MLD

৭৮১ নয়, শিক্ষকের শূন্যপদ অনেক বেশি

▸▸ পাঁচের পাতায়

‘পাক অধিকৃত কাশ্মীর আমাদের’

▸▸ সাতের পাতায়

নবজাতকের মৃত্যু, কাঠগড়ায় হোম

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : বেসরকারি হোম কর্তৃপক্ষের নজিরবিহীন গাফিলতি। প্রাণ দিয়ে তার প্রমাণ দিল এক মাসের নবজাতক। হোমের কর্মীদের হাত থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে তার। ময়নাতদন্তে তার প্রমাণও মিলেছে।

গত ১০ নভেম্বর সদ্যোজাত সন্তানকে ডালখোলা রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফেলে তিস্তা-তোর্সা ট্রেনে চেপে পালিয়ে যায় এক কুমারী মা। রেলপুলিশ ওই সদ্যোজাতকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলের এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি করে। পুলিশের তরফে বিষয়টি জানানো হয় রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ও রায়গঞ্জের একটি হোম কর্তৃপক্ষকে। সদ্যোজাতকে সুস্থ করে ২২ নভেম্বর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি ও জেলা প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর তাকে রাখা হয়েছিল রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় অবস্থিত এসএএ হোম কর্তৃপক্ষের কাছে। হোম কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, মঙ্গলবার ওই নবজাতকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে গতকাল তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেলের এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়। বুধবার সকাল আটটা নাগাদ মারা যায় সে। ময়নাতদন্তের পর বিকেলে তার মৃতদেহ হোম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয় মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

যদিও পুলিশ ও মেডিকেল সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল হোমের এক কর্মীর হাত থেকে মাটিতে পড়ে গুরুতর জখম হয় ওই নবজাতক। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু হয় তার। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দু'কিলো ওজনের ওই নবজাতককে বাঁচানো যায়নি। ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক পরিষ্কার জানিয়েছেন, ‘বাচ্চাটির মাথায় গুরুতর চোট রয়েছে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্যই তার মৃত্যু হয়েছে।’ ময়নাতদন্তের রিপোর্টেও তিনি একথা উল্লেখ করেছেন।

গতকাল ওই হোমের তরফে নৃপেন রায় নামে একজন বাচ্চাটিকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। মেডিকেলের ভারপ্রাপ্ত সুপার বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘অনেক চেষ্টা করেও বাচ্চাটিকে বাঁচানো যায়নি। হেড ইনজুরিতে তার মৃত্যু হয়েছে।’

ওই নবজাতককে নিয়ে এত ঘটনা ঘটলেও বিষয়টি নাকি জানাই নেই জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন দীপান্বিতা দে আগরওয়ালার। এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর, ‘আমার কাছে এর কোনও তথ্য নেই। হোমের কর্মীদের হাত থেকে পড়েই যে বাচ্চাটি মারা গিয়েছে, তারও কোনও তথ্য আমার জানা নেই।’

রায়গঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। কেস নম্বর ৪২৩/২৩।

কী ঘটেছে

- ১০ নভেম্বর সদ্যোজাতকে ডালখোলা রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফেলে পালিয়ে যায় কুমারী মা
- রেলপুলিশ মেডিকেলে ভর্তি করে। ২২ নভেম্বর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি ও জেলা প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়
- এরপর তাকে রাখা হয়েছিল কর্ণজোড়ার এসএএ হোমে
- অভিযোগ, মঙ্গলবার হোমের এক কর্মীর হাত থেকে মাটিতে পড়ে গুরুতর জখম হয় ওই নবজাতক
- মেডিকেলে ভর্তি করলেও সকালে মৃত্যু হয় তার

যেখানে প্রশ্ন

- ওই নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনা কেন জানত না জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি
- ওই হোম কিংবা অভিযুক্ত কর্মীদের কি বাঁচানোর চেষ্টা চলছে?
- এই ঘটনায় আদৌ কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

হচ্ছে না বুকিং **পর্যটনে ক্ষতির আশঙ্কা**

বড়দিনের মরশুমে একাধিক ট্রেন বাতিল

শুনসান লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্ট।

নিউজ ব্যুরো

৬ ডিসেম্বর : বড়দিনের আগে অশনিসংকেত উত্তরের পর্যটনে।

হাওড়া ডিভিশনে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য চলতি মাসে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল ও কিছু ট্রেনের পথ পরিবর্তন করেছে রেল। আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

একলাফে গৌড়বঙ্গের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বাতিল ও রুট বদল হয়েছে। পর্যটনের মরশুমে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের পরিবর্তনে মাথায় হাত পড়েছে যাত্রীদের। হতাশ ব্যবসায়ীরাও।

মালদাবাসীর বড় ভরসার নাম হাওড়া-মালদা ইন্টারসিটি ও গৌড় এক্সপ্রেস। এর মধ্যে হাওড়া-মালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে। গৌড় এক্সপ্রেসের রুট বদল করে দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক জয়ন্ত কুণ্ডু বলেন, ‘হাওড়া ডিভিশন থেকে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বেশ কিছু ট্রেনের রুট পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এটা একদিন বা দু'দিনের জন্য নয়, বেশ কয়েকদিনের জন্য। মালদা থেকে বহু লোক চিকিৎসার জন্য বাইরে যান। শীতের মরশুম শুরু হয়েছে ব্যবসায়ীরা বাইরে থেকে মাল আনতে যান। সাধারণ মানুষ এই সময় একটু ছুটির আমেজ পেতে বাইরে ঘুরতে যান, সবকিছুতেই সমস্যা হবে। যেকারণেই হোক একসঙ্গে এভাবে এতগুলো ট্রেন বাতিল করা বা রুট পরিবর্তন করা সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় না। এনিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের একটু বিবেচনা করে দেখা উচিত।’

একই দশা উত্তর দিনাজপুরেও। জেলা ডিভিশনাল রেলওয়ে ব্যবহারকারী পরামর্শদান কমিটির সদস্য প্লাবন প্রামাণিক বলেন, ‘কাঞ্চনকন্যা ও পদাতিক ট্রেন দুটি বাতিল হওয়ায় সমস্যায় পড়বেন উত্তরবঙ্গের অসংখ্য মানুষ। ট্রেন বাতিল হওয়ায় বাসের টিকিটের হাহাকার হবে। টিকিটের দাম ডবল হয়ে যাবে। বাতিল হওয়া দুটিই শিলিগুড়ির জন্য জরুরি। হাওড়া-যশবন্তপুর সহ বেঙ্গালুরুর দু-তিনটি ট্রেন বন্ধ হওয়ায় এখানকার অনেক মানুষ আটকে গিয়েছেন।’

বালুরঘাটে তেভাগা এক্সপ্রেসের শুধু রুটবদল হচ্ছে। তবে দক্ষিণ দিনাজপুরেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এবিষয়ে জেলা চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক রাজা বাগচির ক্ষোভ, ‘আগাম কোনও কিছু না জানিয়ে এভাবে হঠাৎ করে একাধিক ট্রেন বাতিল করার ফলে ব্যবসা ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এখনও পর্যন্ত ট্রেন বাতিল করার কারণও দেখানো হচ্ছে না। মালদা থেকে এই জেলার অনেক ব্যবসায়ী বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন জায়গায় যাত্রা করেন। আমি আগামীকাল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার গুরগাঁও ও কাটিহার ডিভিশনের রিজিওনাল ম্যানেজারের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলব।’

কলকাতা থেকে ডুয়ার্সে আসার একমাত্র ট্রেন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাতিল থাকায় সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছেন গরুমারা, লাটাগুড়ি, জলপাদাড়া, চিলাপাতা, বক্সার হোটেল-রিসর্ট মালিক ও গাড়িচালকরা। পদাতিক ও উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনও হয় আংশিক বাতিল হয়েছে নয়তো ঘুরপথে চলবে। ফলে তারও একটা প্রভাব পড়বে পর্যটনে।

আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট টুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বকসি বলছেন, ‘পর্যটন মরশুমের আগে কাঞ্চনকন্যার মতো ট্রেন বাতিল হলে পর্যটকদের একটা অংশের উপর প্রভাব পড়বে। এমনিতেই অন্যবারের মতো ব্যবসা নেই। ফলে বড়দিনের আগে ট্রেন বাতিল নিঃসন্দেহে পর্যটনের জন্য বড় ধাক্কা।’

শুধু পর্যটনই নয়, ট্রেনগুলি বাতিল বা আংশিক বাতিল হওয়ায় তার প্রভাব পড়বে বাণিজ্য ক্ষেত্রেও। এমনিতেই কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী ট্রেনগুলির চাহিদা প্রচুর। ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে অনেকেই ট্রেনে কলকাতা যাতায়াতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ছুটির মরশুমে ট্রেন বাতিলে নিশ্চিত বিপদের মুখে তাঁরাও। আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে'র বক্তব্য, ‘ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের সঙ্গে সঙ্গে আমজনতার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে। রেলের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন বাতিল হলে বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করা উচিত।’

রেলকর্তারা অবশ্য বিকল্প ট্রেন থাকছে বলে আশ্বাস দিচ্ছেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিসিএম অঙ্কিত গুপ্তা বলছেন, ‘রেলের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কিছু ট্রেন বাতিল হয়েছে। তবে স্পেশাল ট্রেন রয়েছে। এছাড়া বিকল্প রুটেও ট্রেন চালানো হচ্ছে।’

এরপর দশের পাতায়

বদল ক্ষোভ

১. হাওড়া-মালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস পুরোপুরি বাতিল, রুট বদল গৌড় এক্সপ্রেসের

২. কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, পদাতিক এক্সপ্রেস, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস শিলিগুড়ি যাওয়ার ট্রেন তিনটি বাতিল

৩. বালুরঘাটে তেভাগা এক্সপ্রেসের রুটবদল করা হয়েছে

> রেলের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কিছু ট্রেন বাতিল হয়েছে। তবে স্পেশাল ট্রেন রয়েছে। এছাড়া বিকল্প রুটেও ট্রেন চালানো হচ্ছে।
>
> — অঙ্কিত গুপ্তা
> ডিসিএম, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

> মালদা থেকে বহু লোক চিকিৎসার জন্য বাইরে যান। শীতের মরশুম শুরু হয়েছে ব্যবসায়ীরা বাইরে থেকে মাল আনতে যান। সাধারণ মানুষ এই সময় একটু ছুটির আমেজ পেতে বাইরে ঘুরতে যান, সবকিছুতেই সমস্যা হবে।
>
> —জয়ন্ত কুণ্ডু
> সম্পাদক, মালদা বণিক সংগঠন

তাহাদের কথা

চিমটি দিলে তবে চোখ খোলে মমতার প্রশাসনের

অনুপ দত্ত

কিছুদিন আগে রাজ্যের এক মন্ত্রী গনতকারের ভূমিকা নিয়েছিলেন। হাসপাতালে যাওয়ার পথে এক মহিলার মৃত্যু হলে ওই গনতকার থুড়ি মন্ত্রী হাসি হাসি মুখে বলেছিলেন, রাস্তা খারাপের জন্য ওই মহিলার মৃত্যু হয়নি। মৃত্যু হয়েছিল, মৃত্যু তাঁর ভাগ্যে লেখা ছিল বলে। মন্ত্রী এও বলেছিলেন যে, ‘রাস্তা খারাপ থাকলে আমাদের বললেই ঠিক করে দেব। এ নিয়ে অহেতুক জলঘোলা করা হচ্ছে কেন?’ সত্যি তো, আমরা সবাই এমনকি মৃতের পরিবার মিছিমিছি প্রশাসন, স্থানীয় পঞ্চায়েতকে দোষারোপ করছিলাম।

মন্ত্রীর কথা অনুযায়ী আমরা নিজেদের ভাগ্যের দিকে তাকাইনি! বরং চলাচলের অযোগ্য রাস্তায় বেরোনোটা যেন আপনার দায়িত্ব। পথবাতি না থাকলে ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোনও গাড়ি এসে আপনাকে পিষে দিলে পুলিশ, প্রশাসন, পঞ্চায়েত, পুরসভা, কর্পোরেশন বা সরকার কেন দায়ী হবে? দায়ী তো আপনার ভাগ্য? কারণ ভাগ্যে আপনার মৃত্যু লেখা আছে! সে কারণে আপনি কোনও অভিযোগ করতে পারবেন না!

ঘটনাটি কয়েকদিন আগের। বেহাল রাস্তাটি মালদার বামনগোলায় গোবিন্দপুর-মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালডাঙ্গা থেকে আইগনতারা পর্যন্ত। স্থানীয় ২৪ বছরের এক গৃহবধূ জ্বরে আক্রান্ত হলে তাঁকে হাসপাতালে নিতে অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যায়নি, রাস্তা খারাপের কারণ দেখিয়ে কোনও চালক যেতে চাননি বলে। শেষমেশ পরিবারের লোকজন খাটিয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রোগীর মৃত্যু হয়। বাসিন্দারা এর আগে ওই রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে চারবার পথ অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু কারও কানে সেই আওয়াজ পৌঁছায়নি।

গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনাটির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়লেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল হয়নি। বরং গনতকার মন্ত্রী ভাগ্যের দোহাই দিয়েছেন। এখনও প্রশাসনের ঘুম ভাঙেনি। আসলে চিমটি না কাটলে প্রশাসনের ঘুম ভাঙে না। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ দুর্বিষহ জীবন কাটালেও রাস্তা সারাইয়ের ব্যাপারে প্রশাসন উদ্যোগী হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী বেশ ঘটা করে পথশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। গ্রামের সব রাস্তা পাকা হবে বলেছিলেন। এজন্য বেশ কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে দাবিও করেছিলেন। তাহলে বেহাল রাস্তা সারাই করা হচ্ছে না কেন? নাকি এখানেও সেই ‘কাটমানি’, ‘সিন্ডিকেট’, ‘তোলাবাজি’ ইত্যাদি পরিচিত ঘটনাগুলি চলছে? চলতি বছরের গোড়ায়

এরপর দশের পাতায়

দেখা হল, কথা হল না... বিআর আম্বেদকরের মৃত্যু বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি।

মমতার কনভয় পৌঁছোতেই বদলে গেল থিম সং

কার্সিয়াংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। বুধবার তোলা সংবাদচিত্র।

রণজিৎ ঘোষ

কার্সিয়াং, ৬ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই সেজে উঠেছে কার্সিয়াং। মাইকে বাজছিল, অনীত থাপার পার্টি ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) থিম সং- জীবন সংঘর্ষ হো ইয়ো, তিমি সদা লরি র‍্যাহেছো, অন্ধকার থিও পাহাড়... জ্যোতিপানি জ্বালি রাহিয়েছো... মেরো...হামরো...সবাইকো...অনীত থাপা। নিজে মোটরস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে গানের তালে তাল মেলাচ্ছিলেন খোদ অনীত থাপা। চারিদিকে শ'য়ে-শ'য়ে দলীয় নেতা-কর্মী হাতে ঝান্ডা নিয়ে ভিড় করেছেন। বিকেল ৪টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কার্সিয়াংয়ের মাটি ছুঁতেই বদলে গেল থিম সং। মাইকে বাংলায় একইসুরে গান ভেসে এল- তোমার... আমাদের সবার... দিদি... মমতা দিদি। জীবন একটি সংগ্রাম, তুমি যুদ্ধ করেই যাচ্ছ। অন্ধকার ছিল রাজ্যে... আশার রোশনি হয়ে এসেছ দিদি...।

মমতাকে পাহাড়ে স্বাগত জানাতে এই থিম সং তৈরি করেছে বিজিপিএম। তাঁরই পছন্দে এই গান বাঁধা হয়েছে তা জানিয়ে দিলেন অনীত নিজেই। এমনকি এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় মোটরস্ট্যান্ডে ঢোকার আগে অনীতই মমতাকে নিয়ে বাংলায় তৈরি গানটি বাজানোর ইশারা করলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে এদিন কার্সিয়াংয়ের জিরো পয়েন্টে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচুর নেতা-কর্মীকে নিয়ে হাজির ছিলেন দলের পার্বত্য শাখার সভানেত্রী শান্তা ছেত্রীও।

সাতদিনের সফরে বুধবার উত্তরবঙ্গে পৌঁছেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সফর শুরু হচ্ছে কার্সিয়াং থেকে। ভাইপো আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়েতে অংশ নিতেই মুখ্যমন্ত্রী কার্সিয়াংয়ে এসেছেন। তবে, শুক্রবার তিনি এখানে একটি প্রশাসনিক সভাও করবেন। এদিন বিমানে বাগডোগরায় নেমে সড়কপথে কার্সিয়াং রওনা হয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কনভয় যাওয়ার জন্য সকাল ১১টা থেকেই রোহিণী এবং পাঙ্খাবাড়ি রোড পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যাত্রী ও পণ্যবাহী সমস্ত যানবাহনই ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচল করানো হয়। যার জেরে পর্যটক সহ সাধারণ মানুষ দিনভর ভোগান্তির শিকার হয়েছেন।

এদিন সুকনা, শিমুলবাড়ি, রোহিণী গেট সর্বত্রই বিজিপিএম এবং তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। রোহিণী গেটে তৃণমূল নেতা বিন্নি শর্মা মুখ্যমন্ত্রীকে খাদা পরিয়ে দেন। এখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কার্সিয়াং জিরো পয়েন্টে পৌঁছায়। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে কার্সিয়াং মোটরস্ট্যান্ডের দখল নিয়েছিল বিজিপিএম। আবার জিরো পয়েন্টের দখল ছিল তৃণমূলের হাতে। পুরো এলাকাই দলীয় ঝান্ডায় সাজানো হয়েছিল। দলের পার্বত্য শাখার সভানেত্রী শান্তা ছেত্রী, চেয়ারম্যান এলবি রাইয়ের

এরপর দশের পাতায়

ব্যবসায়ীদের বনধে ভোগান্তি বালুরঘাটে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : তহ বাজার থেকে সরে যাওয়া কৃষক বাজার ফিরিয়ে আনার দাবি পূরণ হয়নি। কথার খেলাপ করেছে প্রশাসনও। সেই অভিযোগেই বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বনধে নামলেন বালুরঘাটের তহ বাজারের ব্যবসায়ীরা। এদিন বালুরঘাট শহর ও আশপাশের এলাকার ১৫টি বাজারের সবজি, মাছ সহ কাঁচামাল ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসা বন্ধ রাখলেন। বন্ধ ছিল স্টেশনারি সহ সমস্ত ধরনের দোকানও। এতে প্রবল বিপাকে পড়েছেন শহরের বাসিন্দারা। সকাল থেকে প্রচুর মানুষ বাজারমুখি হয়েও খালি হাতে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। কতদিনে এই সমস্যার সমাধান হবে, এই ধর্মঘটই বা কতদিন চলবে তা এখনই বলতে পারছেন না কেউ। দ্রুত ধর্মঘট তুলে বাজার স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন ক্রেতারা।

দ্বন্দ্ব মেটাতে প্রশ্নে প্রশাসনের ভূমিকা

খুচরো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কৃষকদের দ্বন্দ্বে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্যই এই বনধ বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেসব কৃষকরা উৎপাদিত পণ্য বাজারে এনে পাইকারি দরে বিক্রি করেন, তাঁদের সঙ্গেই খুচরো ব্যবসায়ীদের বিবাদ। কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মেলবন্ধন করে কীভাবে বালুরঘাটকে স্বাভাবিক রাখা যাবে, তার সমাধান সূত্র বের করতে নাজেহাল প্রশাসনিক কর্তারা। এর মধ্যে ব্যবসায়ীরা বনধের পথে যাওয়ায় সমস্যা আরও বাড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে।

তহ বাজার ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা নিতাইরঞ্জন ঘোষ বলেন, ‘আগে পাইকারি ও খুচরো বাজার তহ বাজারের

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

সরকারি সুবিধা পেতে কাটমানি

গোরুর দুধ বিক্রি করে আয়। কিন্তু চোখের সমস্যার জন্য কাজ করতে পারে না। র‍্যাশনের ১০ কেজি চালে সারামাস চালাতে হয়। সরকারি প্রকল্পের জন্য আবেদন করেও টাকা মেলেনি। উলটে কাটমানি চাওয়া হচ্ছে। মাটির ভগ্নপ্রায় ঘরে অর্ধাহারে দিন কাটছে আনিসুর রহমান ও তাঁর স্ত্রীর। চাঁচলে এমন ছবি ধরা পড়েছে।

▸▸ বিস্তারিত চারের পাতায়

উচ্চগ্রামে ডিজে, ফাটল শব্দবাজি

মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন অনুষ্ঠান বাড়িতে উচ্চগ্রামে বাজল ডিজে, ফাটল শব্দবাজি। রাতভর সাউন্ড বক্স ও বাজির আওয়াজে চোখের পাতা এক করতে পারলেন না রোগীরা। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়েছে হৃদরোগীদের।

▸▸ বিস্তারিত নয়ের পাতায়

শহরে এখনও যাতায়াত মাটির রাস্তায়

কুলদীপ মিশ্র কলোনি

কুলদীপ মিশ্র ছিলেন সিটু নেতা। সেই সময় রেলের হকারদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে নিয়মিত তোলা আদায় করত একদল দুষ্কৃতী। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৭৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর খুন হয়ে যান কুলদীপ মিশ্র। তারপর থেকেই ওই বস্তির নাম হয় কুলদীপ মিশ্র কলোনি।

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৬ ডিসেম্বর : রেললাইনের ঠিক পাশে একটা ঝুপড়ি। একটা দোকান। স্বামী-স্ত্রী ষষ্ঠী মাহাতো আর কাঞ্চন মাহাতো সকাল থেকে সেই দোকানে পরোটা আর তরকারি তৈরি করেন। সঙ্গে চা। রেললাইনের অপর পাড়ে ডিজেল সেড। কু ঝিকঝিক শব্দ করে একটা মাল গাড়ি এসে দাঁড়াল। দৌড় মারলেন কুলিরা। এখন মাল আনলোড হবে। কুলি বিশু সিং বলে ওঠেন, ‘ষষ্ঠীদা আমারটা খাতায় লিখে রাখুন। আনলোড হয়ে গেলে বাড়ি ফেরার পথে টাকা মিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।’

ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের একেবারে শেষপ্রান্তে কুলদীপ মিশ্র কলোনি। আর ওয়ার্ডের শেষ প্রান্তে ষষ্ঠী মাহাতোর দোকান। সকাল থেকে ভিড় জমায় মুটে মজুরের দল। এই কলোনির অধিকাংশ মানুষের পেশা শ্রমিকের কাজ। তাই বহুদিন আগে রেললাইনের পাশে এই পেশাকে হাতিয়ার করে গড়ে উঠেছিল কুলদীপ মিশ্র কলোনি। কুলদীপ মিশ্র ছিলেন সিটু নেতা। তার মূলত কাজ ছিল রেলের হকারদের নিয়ে। সেই সময় রেলের হকারদের কাছ থেকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে নিয়মিত তোলা আদায় করতেন একদল দুষ্কৃতী। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৭৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর খুন হয়ে যান কুলদীপ মিশ্র। তারপর থেকেই ওই বস্তির নাম করা হয় কুলদীপ মিশ্র কলোনি।

এই ওয়ার্ডটি ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়লেও পুর পরিষেবার নামগন্ধ নেই এখনও। এখনও এলাকায় রয়েছে মাটির রাস্তা। ষষ্ঠী মাহাতোর দোকানের পাশ দিয়ে মাটির রাস্তা চলে গিয়েছে নরসিংকুপ্পার দিকে। দুই পাড়ার যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা। এলাকার মানুষের অভিযোগ, কাউন্সিলারের উদ্যোগে ওয়ার্ডের মূল রাস্তা পাকা হলেও অন্য রাস্তাগুলি এখনও কাঁচা মাটির। বর্ষায় পুরো রাস্তায় জল জমে যায়। হাঁটু জল নয়, গলা জল। বাধ্য হয়েই ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে হয় এলাকার মানুষকে।

শুধু কাঁচা রাস্তাই নয়, এলাকায় নেই কোনও ড্রেন। দেখা মেলে না পুরসভার সাফাইকর্মীদের। কোনও অভিযোগ আছে কি না, প্রশ্ন করতেই কাঞ্চনদেবী বলে ওঠেন, ‘শুধুই বঞ্চনা। সব সয়ে গিয়েছে এখন। তাই আর কিছু বলি না।’ শুধু কাঞ্চনদেবীই নন, এলাকার সব মানুষের একই কথা, ‘পুর পরিষেবা কাকে বলে আমরা জানি না।’

ইংরেজবাজার পুরসভায় ক্ষমতায় আছে তৃণমূল। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারও তৃণমূলের। তাহলে এলাকার উন্নয়নে কেন বঞ্চনা?

প্রশ্নের উত্তরে এলাকার জনপ্রতিনিধি সুজিত সাহা অভিযোগ স্বীকার করে বলেন, ‘শুধু আজ নয়, ১৯৯০ সালে এই এলাকা পুরসভার মধ্যে আসার পর থেকেই বঞ্চিত। এখনও পাড়ায় পাড়ায় মাটির রাস্তা থেকে গিয়েছে। আমি কাউন্সিলার হওয়ার পর চাঁদা তুলে এলাকার মূল রাস্তা পাকা করেছি। এলাকার মানুষ দিদিকে বলো'তে অভিযোগ করা পর রাস্তায় লাইট লাগানোর কাজ শুরু করেছে। এলাকার মানুষের একমাত্র ভরসা মুখ্যমন্ত্রী।’

সমস্যার কথা

- ষষ্ঠী মাহাতোর দোকানের পাশ দিয়ে নরসিংকুপ্পার দিকে পর্যন্ত মাটির রাস্তা
- বর্ষায় রাস্তায় গলাজল জমে। ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে হয়
- শুধু কাঁচা রাস্তাই নয়, এলাকায় নেই কোনও ড্রেন
- দেখা মেলে না পুরসভার সাফাইকর্মীদেরও

বিদেশিনীর লেন্সে তাজ। বুধবার আগ্রায়। -পিটিআই

শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে উজ্জ্বল কার্তিক

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৬ ডিসেম্বর : প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করে শীতলকুচির সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন গোঁসাইরহাটের তবলা শিক্ষক কার্তিক চক্রবর্তী। নিজের বাড়িতে সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করেছেন। সরকারি সহযোগিতা ছাড়াই ৩১ বছর ধরে এই সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বিগত বাম সরকার ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে আবেদন জানিয়েও কোনও সহায়তা পাননি কার্তিক।

গোঁসাইরহাট উচ্চবিদ্যালয়ের পিছনে কার্তিক চক্রবর্তীর পৈতৃক বাড়ি। বাড়িতে মা-বাবা, স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রসন্তান রয়েছে। কার্তিকের জন্ম থেকেই দুটি পা অকেজো। খুব অল্প বয়সে তবলায় হাতেখড়ি হয় শীতলকুচির তবলা শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুপ্তর হাতে। কার্তিক সারা ভারত সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদের একজন তবলা বিশারদ। ছেলে সংগীত চক্রবর্তীও তবলা শেখে। তাঁকে উৎসাহ দেন কার্তিকের স্ত্রীও। তাঁর সংগীত বিদ্যালয়ের নাম ডঃ আম্বেদকর মিউজিক কলেজ। এই ৩১ বছরে বহু প্রথিতযশা ছাত্রছাত্রী এই মিউজিক কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রি লাভ করেছেন। উল্লেখযোগ্য ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আন্তঃকলেজ মেরিট টেস্টে পাঁচজন স্বর্ণপদক ও তিনজন রৌপ্যপদক লাভ করে। এদের মধ্যে উল্লেখের দাবি রাখেন পিনাকী রায়, তপেন্দুনারায়ণ রায় (তবলা), অমিত সাহা (তবলা), পিংকি বর্মন (সংগীত)। কার্তিক জানান, তাঁর গানের স্কুলে শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, লোকসংগীত, আবৃত্তি, ক্ল্যাসিকাল নৃত্য ও অঙ্কন শেখানো হয়। পাঁচজন শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, প্রতিবন্ধী কল্যাণ দপ্তরে বারবার যোগাযোগ করেও কোনও সহায়তা মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর তাঁর আবেদন প্রাপ্তির খবর ডাকযোগে জানিয়েছে। এতে আপ্লুত কার্তিক। নিজের রোজগারের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'স্কুলের শিক্ষকদের সাম্মানিক দিয়ে যা আয় হয় তা যৎসামান্য। ছোট একটি ব্যবসা করি গোঁসাইরহাট বাজারে। এছাড়া পূজার্চনা করে কোনওক্রমে সংসার চলে যায়।' কার্তিক চক্রবর্তীর খেদ, গোটা শীতলকুচি ব্লকে একসময় শুধুমাত্র তাঁর প্রতিষ্ঠানটি সাংস্কৃতিক দিকটি ধরে রেখেছিল। তবুও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তাঁকে কোনও সহায়তা করেনি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Calcutta National Medical College
32, Gorachand Road, Kolkata - 14
CORRIGENDUM NOTICE
Principal, CNMC uploaded corrigendum notice against e-tenders vide tender No. CNMC/Store/2232/P dated 23.11.2023 for the Medical Journals. For details visit, https://wbtenders.gov.in or https://www.wbhealth.gov.in
Sd/- Principal, CNMC ICA-T24710(2)/2023

গানের সুরে ঘুম ভাঙানিয়া চিত্ত

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : ভোরের আকাশে তখনও জ্বলজ্বলে শুকতারা। পাখির কলতান সেভাবে তখনও কানে আসে না। চোখে ঘুমের রেশ। পা দুটো টোটোর হাতলে। চোখ কুচকুচে কালো পিচরাস্তায়। কখনও মুখে বাঁশি, কখনও হাতে দোতারা। যখন বাঁশি বেজে ওঠে, লোকগানের মূর্ছনায় পাতলা ঘুম চোখ থেকে সরে যায়। দোতারার ভাটিয়ালি সুরের রেশ বয়ে চলে বাতাসে। এক বা দু'দিন নয়, বছর তিনেক ধরে এভাবেই গ্রামগঞ্জের ঘুম ভাঙানিয়া হয়ে উঠেছেন রায়গঞ্জ ব্লকের ইটালের বাসিন্দা চিত্ত সিং।

সুরের পিছনে কি লুকিয়ে রয়েছে কোনও মোচড় দেওয়া কাহিনী! প্রশ্ন করতেই চিত্তবাবু বলে ওঠেন, 'মনে খুব দুঃখ। বাড়িতে সেই মন বসে না। মন ভালো রাখতে কখনও বাঁশি, কখনও বা দোতারা কিংবা সানাই বাজাই। কিন্তু পেট চালাতে তো জমির ফসল বেচতে হবে! তাই বাজারে সবজি বেচতে যাই। সারাবছর জমির শাকসবজি বা যা হয়, বাজারে নিয়ে আসি। তার জন্যই টোটো চালাতে হয়।'

কিন্তু বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে টোটো চালানোর সময় দুর্ঘটনা তো হতেই পারে। বুক ফুলিয়ে চিত্তবাবু বলে ওঠেন, 'আগে নিজে থেকে বাজনা শোনাতাম। কিন্তু এখন যাঁরা আমার টোটোয় যাত্রী হিসাবে বসেন, তাঁরাই বাঁশি শোনার আবদার করেন। তবে এখনও পর্যন্ত কখনও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।'

চিত্তবাবুর সুর ইটাল গ্রামে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। গ্রামবাসীরা জানালেন সেকথা। গ্রামের বাসিন্দা সুবীর সরকার জানান, 'ভোরে ঘুম থেকে উঠতে আগে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিতে হত। এখন সেসবের আর বালাই নেই। রোজ ভোরে নিয়ম করে চিত্তকাকু বাঁশি বাজাতে বাজাতে যখন চলে যান, বুঝতে পারি বিছানা ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছে।'

বুধবার চিত্তবাবুর টোটোয় চেপে দেবীনগর থেকে শ্যামপুর যাওয়া গেল। কথায় কথায় বোঝা গেল, তিনি এক মজার মানুষ। কিন্তু পরিবারিক যন্ত্রণায় বাঁশি কিংবা অন্য বাদ্যযন্ত্র আজ তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাঁর বক্তব্য, 'মন খারাপ লাগে বলেই বাঁশি বাজাই। এতে মনের কষ্ট ভুলে থাকা যায়। বাঁশির সুর যে গ্রামের মানুষের এত কাজে লাগতে পারে, তা জানা ছিল না। তাই এখন সবজি বেচাকেনা না থাকলেও টোটো 'পায়ে' সুর শোনাতে বেরিয়ে পড়ি।'

রায়গঞ্জের রাস্তায় খুদেদের কাছে ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে গেয়ে চলেছেন চিত্ত।

আহাম্মদের বীজবপন যন্ত্র তৈরি নিয়ে হইচই

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : পাট বপনের সহজ যন্ত্র তৈরি করে তাক লাগালেন কোচবিহারের কৃষক আহাম্মদ হোসেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি প্রযুক্তি বিভাগের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে কোচবিহার-১ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট এলাজান গ্রামে এসে খতিয়ে দেখেছেন এই সহজ পাট বপন যন্ত্র। ন্যাশনাল ইনোভেশন ফাউন্ডেশনের (নিফ) বিজ্ঞানীরা যন্ত্রটি সব দিক খতিয়ে দেখে স্বীকৃতি দিলেই আগামী দিনে পেটেন্ট পেয়ে এই কৃষি সহায়ক যন্ত্র বাজারে আসবে। ইতিমধ্যে দিল্লির নিফের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি ও প্রযুক্তি বিভাগের বিজ্ঞানীরা এই নয়া যন্ত্রের মাধ্যমে পাট বীজ বপনের সুবিধা খতিয়ে দেখেছেন।

কোচবিহার জেলার অন্যতম একটি অর্থকরী ফসল পাট। কিন্তু এই পাট বীজ বপন, পরিচর্যা কিংবা পাট পচিয়ে আঁশ ছাড়ানোয় অনেক কৃষিশ্রমিকের প্রয়োজন। ফলে কৃষিশ্রমিকের অভাবে নানা সমস্যায় পড়তে হয় পাটচাষিদের। ছোট থেকে এই সমস্যা দেখেই পাট বীজ বপনের নয়া যন্ত্র তৈরির ভাবনা মাথায় আসে ছাট এলাজান গ্রামের কৃষক আহাম্মদ হোসেনের। আহাম্মদ বলেন, 'চাষিরা জমি তৈরির পর পাট বীজ জমিতে ছিটিয়ে দেন। এর ফলে সর্বত্র সমান পাট বীজ পড়ে না। ছোট চারা ও আগাছা পরিষ্কার করতে বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে হয়। আমার তৈরি যন্ত্রে দুই সারি বীজ নির্দিষ্ট ব্যবধানে কম সময়ে বপন করা যায়। ফলে আগাছা পরিষ্কার করতে ঘাস কাটার যন্ত্র পরবর্তী সময়ে সেই জমির ভিতর চালিয়ে অল্প খরচে পাট চাষ করা সম্ভব।' তিন মাস আগে দিল্লি থেকে এক কৃষিবিজ্ঞানী এসে এই যন্ত্র দেখে যান। মঙ্গলবার ফের নিফ, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জমিতে নামিয়ে এই যন্ত্রের কার্যক্ষমতা দেখে যান।

পাটের বীজ বপনের যে যন্ত্রটি এর আগে বাজারে এসেছে তার দাম বেশি। কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ বিকাশ রায় বলেন, 'একটি কৃষি সহায়ক যন্ত্রকে সরকারি স্বীকৃতি দিতে গেলে বেশ কিছু বিষয়ের ওপর মূল্যায়নের প্রয়োজন। এই কৃষি উপকরণ যন্ত্রটি কতটা বিজ্ঞানসম্মত। ব্যবহারে কৃষকদের কতটা সুবিধা হবে বা স্বাস্থ্য সহায়ক হবে সবদিক খতিয়ে দেখার পরই এই যন্ত্রটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। তার জন্যই নিফ, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা সেই যন্ত্রটিকে জমিতে চালিয়ে পরখ করলেন।'

এই পাট বপন যন্ত্রটির ওজন ১৫ কেজি। যা বাজারজাত হলে তিন হাজার টাকাতে কৃষকরা কিনতে পারবেন। এই যন্ত্রে প্রতি বিঘায় লাগে ১ কেজি পাট বীজ। নিফের সিনিয়ার প্রোজেক্ট অ্যাসোসিয়েট ডঃ কার্তিক প্যাটেল বলেন, 'আহাম্মদ হোসেন একজন কৃষক হিসাবে নিজস্ব প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকেই পাটের বীজ বপনের যন্ত্রটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে বানিয়েছেন। সমস্ত স্তরের কৃষকদের উপযোগী করতে সামান্য কিছু পরিবর্তনের কথাও বলা হয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে যন্ত্রটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হবে।'

জানা গিয়েছে, আহাম্মদ হোসেন কৃষিকাজের পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রপাতি সারাইয়ের কাজ করেন। আর সেই যন্ত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়েই নয়া যন্ত্রের ধারণা তাঁর মাথায় আসে। আর সেই কৃষি সহায়ক যন্ত্র দেখতে এখন অনেক কৃষকই ভিড় করছেন আহাম্মদের বাড়িতে।

নিজের তৈরি যন্ত্রের সঙ্গে আহাম্মদ হোসেন। বুধবার নিশিগঞ্জে।

দু'হাতে লিখে বিশ্ব রেকর্ড

ম্যাঙ্গালোর, ৬ ডিসেম্বর : একসঙ্গে দু'হাত দিয়ে লিখতে পারে ১৭ বছরের এক কিশোরী । আর এই বিস্ময়কর দক্ষতার দৌলতেই বিশ্বরেকর্ড গড়েছে সে। সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্রে সম্প্রতি সামনে এসেছে এমনই এক ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে এক কিশোরী। তার দু'হাতে চক। আর দু'হাত একইসঙ্গে বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলছে ঝড়ের গতিতে। বোর্ডে ফুটে উঠছে একের পর এক শব্দ। একটিই বাক্য লিখছে ওই কিশোরী, তবে দু'হাতের সাহায্যে দ্রুত সেই বাক্য শেষ করে ফেলছে সে।

ওই কিশোরীর নাম আদি স্বরূপা। কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা এই বিস্ময় কিশোরী। ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে এই আশ্চর্য দক্ষতা দেখা গিয়েছিল। ইংরেজি এবং কন্নড় দুই ভাষাতেই এক মিনিটে ৪৫টি শব্দ লিখতে পারে সে। পাশাপাশি তার দু'হাতই চলে একই দিকে। অর্থাৎ, এই দুটি ভাষাতেই যেভাবে বাঁদিক থেকে ডানদিকে লেখা এগোয়, দু'হাতেই সেই নিয়মে লেখে ওই কিশোরী। তবে উলটোটা, অর্থাৎ ডানদিক থেকে বাঁদিকেও সে লিখতে পারে সমানভাবে। কেবলমাত্র এই দু'ভাবেই নয়, মোট ১১ রকমভাবে লিখতে পারে ওই কিশোরী। যার মধ্যে রয়েছে চোখ বেঁধে লেখাও।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬২৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৪৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৫০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

NOTIFICATION
Executive Officer, Ratua-II PS, Malda invites tender vide NIT No. 04(e) of 2023-24 / Ratua-II PS dt 05.12.2023
For details visit - www.malda.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Pukhuria, Malda.
Memo No : 1113(3)/DICO/MLD. dt 06/12/2023

ANNOUNCEMENT FOR HAJ 145(H)-2024 (C.E.)
The process of filling of applications for Haj-2024 through Haj Committee of India shall commence online **from 04.12.2023 and will closed on 20.12.2023**
Haj Application forms can be filled and submitted online at website of Haj Committee of India http://hajcommittee.gov.in or through the android mobile App **"Haj Suvidha"**
Applicants are advised to read the Guidelines / Undertaking care fully before filling Haj Application Forms. Machine readable valid Indian International Passport issued before the closing date of application and valid upto **31.01.2025** is must.
Sd/-
District Officer Minority Affairs, Malda
Memo No-1114(2)/DICO/MLD, dt- 06.12.2023

পূর্ব রেলওয়ে
প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে)-এর জন্য ই-অকশন
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ), মালদা টাউন (এমএলডিটি) রেল স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) স্থাপনের কাজে চুক্তির জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র অনলাইনে টেন্ডারদাতাদের বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডার নম্বরের প্রেক্ষিতে হার্ড কপিতে টেন্ডার নথিপত্র বিক্রি করা হবে না। সিকোয়েন্স নং : এএ/১। লট নং/ক্যাটিগরি : পিএমবিজেকে-এমএলডিটি- এমএলডিটি-পিএমবিজেকে-৩-২৩-১ (পিএমবিজেকে-প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র)। বিবরণ : মেইন এন্ট্রি এবং এন্ট্রান্স গেটের কাছে (পুরনো বুকিং অফিস)। বায়নামূল্য (%) : ৫০,০০০ টাকা। ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ২১.১২.২০২৩, বেলা ১২.৪৫ মিনিট। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in. সিনিয়র ডিসিএম/মালদা/পূর্ব রেলওয়ে।
(MLD-98/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIT No - HFWD/CMOH-MLD/NIT-01/23-24(4th Call) dated - 01.12.2023 e-Tender are invited for free spectacles distribution under SES (School Children) & Presbyopia(Adult) under NPCB & VI programme in Malda District. Last date of Submission 21.12.2023. For details log on www.wbhealth.gov.in/ www.malda.gov.in & CMOH office.
Sd/- CMOH & Secretary, DH & FWS, Malda ICA-T24704(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD 1st CORRIGENDUM NOTICE
SE, NBHC P.W. (Roads) Dte.
It is for general information to the intending tenderer of e-NIT No. 54 of 2023-24 that the closing date for dropping of tender has been extended upto 12.12.2023 & Technical bid opening will be on 14.12.2023. Tender Id:- 2023_SH_599849_1. Details of same may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S.E., NBHC, PWRD, GOVT. OF W.B. ICA-T24763(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
NOTICE INVITING e-TENDER
E.E., NBDD, invites online e-Tender for Repair and renovation of Office building and Guest House and other allied work and Renovation of Toilet Complex of Branch Secretariat of TET and SD Department at Siliguri in the financial year 2023-24. Vide e-NIT No.- 82 of 2023-24 of E.E., NBDD. Details will be seen from the Office Notice Board, NBDD, Uttarkanya, Fulbari, Jalpaiguri, Pin-734015 on any working days and in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in
Sd/- Executive Engineer, North Bengal Development Department ICA-T24738(4)/2023

OFFICE OF THE
TUFANGANJ-II PANCHAYAT SAMITY
BOXIRHAT :: COOCHBEHAR
NOTICE INVITING TENDER
Sealed Tender are invited vide office NIT No. 15/EO/TFG-II/2023-24/ COB/WB memo no. 3588/Dev-VII/2023-2024 Dated. 04/12/2023. Last Date of Bid Submission is 05/12/23 to 19/12/23 accordingly intending tenderers may contact this office for details.
Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-II Panchayat Samity

VACANCY
A well organised English Medium School Required Eligible Persons for the following posts:
(i) PRINCIPAL: 1 POST Qualification : MA B.ED (Preferably in English with at least 2 years' teaching experience), (ii) ASST. TEACHER : 2 POSTS, Qualification: MA/BA (Preferably B Ed/ D L Ed), (iii) CARE TAKER: 2 POSTS, (iv) SECURITY GUARD: 2 POSTS
HIGH GATE PUBLIC SCHOOL
Pachagarh, Ward No.10
Mathabhanga, Coochbehar
(M)9433859579 / 6295017281
E.Mail: highgatepublic school2024@gmail.com

WALK-IN-INTERVIEW
A Walk-in interview for selection of Young Professional-I (one) for administrative work purely on contractual basis, will be held on 20th December, 2023 at 09.00 A.M. at ICAR-CPCRI, Research Centre Mohitnagar, Jalpaiguri, West Bengal.
For further details with regard to eligibility and other conditions please Visit our Website http://www.cpcri.gov.ins.
Sd/-
Scientist-in-charge

কাটিহার ডিভিশনে ওএইচই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল_টিআরডি_৫৯_২০২৩-২৪/কে, তারিখ: ০১-১২-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং.: ইএল_টিআরডি_৫৯_২০২৩-২৪, কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে: দুই (২) বছর সময়ের জন্য ডিইই/টিআরডি/কাটিহার (ওএইচই ডিপো কাটিহার, সামসি, আরারিয়া, রাইগঞ্জ ও বুনিয়াদপুর) অধিক্ষেত্রের অধীনে ওএইচই (নন-কোর অ্যাক্টিভিটি) রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্য: ২,৮৫,৩৯,৪২৮.৪০ টাকা; বায়নার অর্থ: ২,৯২,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৭.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড ডিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে ওএইচই রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল_টিআরডি_৬০_২০২৩-২৪/কে/; তারিখ : ০১-১২-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. : ইএল_টিআরডি_৬০_২০২৩-২৪/কে/; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে- দুই (০২) বছরের জন্য এডিইই/টিআর/নিউ জলপাইগুড়ি -এর এক্তিয়ারে (ওএইচই ডিপো নিউ জলপাইগুড়ি, আলুবাড়ি রোড এবং বাগডোগরা) ওএইচই (নন-কোর অ্যাক্টিভিটি) রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১,৭৯,৫৫,৬৬২.৪৪ টাকা; বায়না মূল্য : ২,৩৯,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৭:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৬-১২-২০২৩ তারিখে ১৭:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৬-১২-২০২৩ তারিখে ১৭:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

E-NIT Notice
The Chairman, Mal Municipality invited e-tender as per given NIT within Mal Municipal area.
i) MM/C/PWD/07/2023-24 (2nd Call) Tender ID: 2023_MAD_615428_1
i) Last date of bidding (On line) dated: 20/12/2023 at 11.00 A.M.
ii) Date of opening (On line) dated: 22/12/2023 at 11.00 A.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Swapan Saha
Chairman
Mal Municipality

হাওড়া ডিভিশনে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ
সংশোধনী এবং সংযোজনী
ছাতরা ও মুরারই-এর মধ্যে ৩য় লাইন চালু করার জন্য সাহেবগঞ্জ-রামপুরহাট শাখায় ছাতরা-মুরারই স্টেশনে ১০.১২.২০২৩ (রবিবার) থেকে ২১.১২.২০২৩ (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত ১২ দিনের প্রি নন ইন্টারলকিং এবং নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরের শিরোনামযুক্ত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছে- ১২.১২.২০২৩, ১৪.১২.২০২৩, ১৬.১২.২০২৩, ১৯.১২.২০২৩ এবং ২১.১২.২০২৩ তারিখের পরিবর্তে ২২৫০৪ ডিব্রুগড় - কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস (মালদা টাউনে ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮ এবং ২০.১২.২০২৩ তারিখে পৌঃ সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে) জঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, ব্যান্ডেল, হাওড়া, আন্দুলে স্টপেজসহ জঙ্গীপুর রোড - আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - ব্যান্ডেল - হাওড়া - আন্দুল হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। অন্যান্য ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তালিকাভুক্তির জন্যে আগ্রহের অভিব্যক্তি (ইওআই) আমন্ত্রণ
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক রঙ্গিয়া মণ্ডল উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে সম্পন্ন সম্পন্ন ল্যাবরেটরি/ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহ থেকে সিজিএইচএস দরের অবর্তমানে সিজিএইচএস (এনএবিএল) গুয়াহাটি দর/এআইআইএমএস দরের ইন হাউসে উপলব্ধ না থাকা ল্যাবরেটরি পরীক্ষণের তালিকাভুক্তির হেতু আগ্রহের অভিব্যক্তি আমন্ত্রণ করছে। সেবা যোগানদাতাগণ সিজিএইচএস/এআইআইএমএস দরের অবর্তমানে তনাদের চিকিৎসালয়/ল্যাবের দর উল্লেখ করতে পারবেন।
প্রস্তাবটি উপলব্ধ তথ্যের জন্যে সহায়ক প্র-পত্র সহিত পরিশিষ্ট-এ অনুসারে এই প্র-পত্রে সংযোজিত বিন্যাস এবং অনুসূচীতে অনুগ্রহ করে দাখিল করতে হবে। বিন্যাস এবং অনুসূচী সহিত ইওআই প্র পত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট nfr.indianrailways.gov.in তে উপলব্ধ থাকবে।
জমা করার অন্তিম তারিখ: ইচ্ছুক সেবা যোগানদাতাগণ থেকে ইওআই প্র পত্র সীলবদ্ধ লেফাফায় সিএমএস/রঙ্গিয়া মণ্ডল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, রঙ্গিয়া-৭৮১৩৫৪ এর কার্যালয়ে ২২-১২-২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রাপ্ত করা হবে। সেই একই দিন ১৭.০০ ঘণ্টায় প্রস্তাবসমূহ খোলা হবে।
মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, রঙ্গিয়া মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সন্ধান চাই
নাম : মমতা রায়, বয়স-৩৭, বাড়ি মেছোয়াপাড়া, ধাপগঞ্জ, কোতোয়ালি, জলপাইগুড়ি। নিখোঁজ : ২৮/১১/২০২৩, যোগাযোগ : প্রশান্ত রায়। 7076926697. (C/108398)

ভাড়া
জলপাইগুড়ি Vishal Mega Mart নিকটে Corporate/Office-কে Lease Rent. M-70014-36815. (C/107963)

কিডনি চাই
কমল কুণ্ডুর A+ কিডনি আবশ্যক। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি ইচ্ছুক হলে উপযুক্ত প্রমাণ সহ যোগাযোগ করুন- (M) 9641513522, বলরামপুর, কোচবিহার। (C/107370)
•
AB+ (পজিটিভ) গ্রুপের পুরুষ/মহিলা কিডনিদাতা চাই। বয়স 24-48 এর মধ্যে, ছবি ও অভিভাবক সহ অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। মো-7501512829. (D.S.)

টিউশন
বাড়ি গিয়ে টিউশন। ক্লাস (3-10). CBSE, ICSE, শিলিগুড়ি। M. No.-7586960111. (C/108392)

চলচ্চিত্র
নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/ কোচবিহারে। 7595865299. (C/108291)

চিকিৎসা
প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট প্রফেসর পাহাড়ী ঘোষ আগামী ৯ ও ১০ই ডিসেম্বর'২০২৩ শিলিগুড়িতে রোগী দেখবেন-'শিলিগুড়ি মেডিকেল হল'। 0353-2538844/96092-25864. (C/108282)

জ্যোতিষ
বাবা খান ১১ ঘণ্টায় ঘরে বসে A to Z সমস্যার 100% সমাধান। গৃহক্লেশ, বিয়েতে বাধা, ব্যবসা, প্রেমবিবাহ, মোহিনী বশীকরণ, মুঠকারণি, সতীন শত্রু থেকে মুক্তি। - 8941840024. (C/108298)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
8 DECEMBER শিলিগুড়ি হোটেল মেয়র, সেবক রোড
9 10 11 DEC. জলপাইগুড়ি হোটেল জেলা প্রিতম
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

হারানো/প্রাপ্তি
আমার Hearing Aid গতকাল হারিয়ে গিয়েছে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যদি পেয়ে থাকেন সত্বর যোগাযোগ করুন। 94341-76755. (C/108297)

অ্যাফিডেভিট
আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নামে ভুল থাকায় 5-12-23 তারিখে APD E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Shambhunath Dutta S/o-H.K. Dutta এবং Sambhunath Datta S/o-L.K. Datta একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

কর্মখালি
রুটি, নান বানানোর জন্য দক্ষ কারিগর চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। M-7679735762.
•
সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/108296)
•
কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও কোম্পানির জন্য ডাইরেক্ট লোক লাগবে হেল্পার / গার্ড / সুপারভাইজার। বেতন 11,500/- + PF, ESI, 8653710666. (C/108299)
•
আগামী 16.12.2023, শনিবার, বেলা ১টা ৩০ মিনিট থেকে রায়গঞ্জ, সুদর্শনপুর সারদা শিশুতীর্থে গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজী বিষয়ে আচার্য-আচার্যা (শিক্ষক-শিক্ষিকা) পদের জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। যোগ্যতা বি.এস.সি / এম.এস.সি এবং বি.এ / এম.এ (ইংরেজী)। প্রার্থীর ডি.এল.এড / বি.এড আবশ্যিক। যোগাযোগ - 7001794661 / 8906332795 / 7908414522. (M-TR)

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লোকসভার জিরো আওয়ারে সরব উত্তর মালদার সাংসদ

ভাঙন রোধে পর্যবেক্ষণ দাবি

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৬ ডিসেম্বর : মালদা জেলার সবচাইতে বড় সমস্যা নদী ভাঙন ও বন্যা। প্রতি বছর গঙ্গা, ফুলহরের তাণ্ডবে হাজার হাজার বিঘা জমি চলে যায় নদীগর্ভে। হাজারো পরিবার হয় ঘরছাড়া, ভিটেমাটি ছাড়া। মাসের পর মাস অস্থায়ী আস্তানায় চলে যেতে হয় এলাকার মানুষকে।

কিন্তু ভাঙন রোধে কিংবা বন্যা প্রতিরোধে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদক্ষেপ নেয় না। শুধুই চলে একে অপরকে দোষারোপ করার পালা। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই পরিস্থিতি। এবার উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু সংসদে বন্যা ও ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ দাবি করলেন।

তাঁর দাবি, মালদায় বন্যা ও ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ দপ্তরের একটি কার্যালয় খোলা হোক জেলায়। একই সঙ্গে তিনি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মালদায় কেন্দ্রীয় দল পাঠানোর আবেদন জানান।

বুধবার সংসদের জিরো আওয়ারে খগেন মুর্মু দাবি করেন, উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বেশিরভাগ এলাকা গঙ্গা ও ফুলহর নদী সংলগ্ন। এই দুই নদীতে ভাঙনের জন্য হাজারো একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও মহানন্দটোলা, বিলাইমারি, কাহালা, উত্তর ও দক্ষিণ ভাকুরিয়া, দেবীপুর, রশিদপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম আজ অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। এই গ্রামগুলি যে কোনও মুহূর্তে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও জঞ্জালিটোলা, খাসবর্ণা, রামায়ণপুর, রুহিমারির মতো কিছু গ্রামের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে সংসদের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে খগেন মুর্মু অভিযোগ করে আরও বলেন, কিন্তু বন্য ও ভাঙন রোধে বিশেষ কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। তাই তিনি দাবি করেন বন্যা ও ভাঙন রোধে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হোক। নদীর পার বাঁধানোর পাশাপাশি সাংসদ দাবি করেন, আক্রান্তদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক।

> ২০১৯ থেকে এখনও পর্যন্ত ১২ বার আমি সংসদে বিষয়টি উত্থাপন করেছি। বলেছি, উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বেশিরভাগ এলাকা গঙ্গা ও ফুলহর নদী সংলগ্ন। এই দুই নদীতে ভাঙনের জন্য হাজার একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও মহানন্দটোলা, বিলাইমারি, কাহালা, উত্তর ও দক্ষিণ ভাকুরিয়া, দেবীপুর, রশিদপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম আজ অস্তিত্ব সংকটে।
>
> **খগেন মুর্মু** সাংসদ

এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকদের একটি দল পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে পাঠানো হোক। দাবি তোলা হয়, কেন্দ্রীয় জল মন্ত্রকের একটি দপ্তর মালদায় খোলা হোক। যাতে ওই দপ্তর সক্রিয় হয়ে এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর শুধু উত্তর মালদাই নয়, দক্ষিণ মালদাতেও গঙ্গার তাণ্ডবে ভিটেমাটি ছাড়া হন বহু মানুষ। ভোট আসলেই বন্যা ও ভাঙন রোধ নিয়ে শুরু হয় রাজনীতি। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

মুঠোফোনে সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'ভাঙন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি পুরোপুরি রাজ্য সরকারের অধীনে। এই নিয়ে বার বার সংসদে নালিশ জানানোর পরেও রাজ্য কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। রাজনীতি করা হচ্ছে। কিন্তু মানুষগুলোকে বাঁচাতে তো হবে। তাই আজ লোকসভার জিরো আওয়ারে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ দাবি করে পাঁচটি দাবি জানিয়েছি।' দাবি মেনে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যবেক্ষকদল পাঠায় কি না এখন সেটাই দেখার।

নতুন ট্রান্সফর্মারে পুড়ল বাড়ির এসি-টিভি

আজাদ কালাম

মানিকচক, ৬ ডিসেম্বর : মানিকচকের নাবাদীয়াটোলায় উলটপুরাণ।

ঘন ঘন লোডশেডিং, লো ভোল্টেজের সমস্যা থেকে এলাকার মানুষকে 'সুখে' রাখতে বসানো হল নতুন ট্রান্সফর্মার। সুখ তো মিললই না, উলটে পুড়ল এসি, ফ্রিজ, টিভি-সহ একাধিক গৃহস্থালীর বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। এলাকাবাসী বিদ্যুৎ দপ্তরকে কাঠগড়ায় তুলেছে। দাবি করেছে ক্ষতিপূরণের। বিদ্যুৎ দপ্তর জানিয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটির ফলেই এই দুর্ঘটনা।

ঘন ঘন লোডশেডিং, লো ভোল্টেজে জর্জরিত মানিকচকের নাবাদীয়াটোলার মানুষ। সকাল হোক বা সন্ধ্যা লোডশেডিং হবেই হবে। রাতেও তারা স্বস্তিতে ঘুমোতে পারতেন না। গরমকালে দুর্ভোগ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। দীর্ঘদিন ধরে নাবাদীয়াটোলাবাসী দাবি জানিয়ে এসেছে নতুন ট্রান্সফর্মারের। বুধবার সকালে নতুন ৬৩ কিলো ভোল্টের ট্রান্সফর্মার বসানো হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকার প্রায় ১০০টি বাড়ির এসি, টিভি, ফ্রিজ পুড়ে যায়। মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির কারণেই এই বিপত্তি।

বিদ্যুৎ দপ্তরের মানিকচকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সংগ্রাম খাড়া জানান, 'যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই বিপত্তি। প্রাথমিক অনুমান, সাপ্লাই লাইনে লিকেজ থাকতে পারে। তবে ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

খসে পড়েছে ছাদের চাঙড়, নেই পানীয় জলও

ভগ্নদশা দমকলকেন্দ্রের, রায়গঞ্জে উদাসীন প্রশাসন

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : খসে পড়েছে ছাদের চাঙড়। ভবনের দেওয়াল ভেদ করে গজিয়ে উঠেছে বটগাছ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন কর্মীরা। শুধু ভবন নয়, দপ্তরে গাড়ি ও পানীয় জলের সমস্যাও রয়েছে। দপ্তর চত্বরে পড়ে রয়েছে মদের বোতল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। রায়গঞ্জ দমকলকেন্দ্রের এমনই বেহাল দশা।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উলটো দিকে রয়েছে অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রটি। দমদম সহ পার্শ্বস্থ এলাকায় কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটলে ওই কেন্দ্রের কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে স্থানীয়দের দাবি, দমকলকর্মীরা নিজেরাই সুরক্ষিত নন। ওই দমকলকেন্দ্রের অবস্থা এমনই বেহাল যে, সেখানে বিপদ ঘটতে পারে যে-কোনও সময়ে। এই কেন্দ্রে দুটি বড় ইঞ্জিনের পাশাপাশি রয়েছে একটি ছোট ইঞ্জিনের গাড়িও। ছোট-বড় মিলিয়ে তিনটি গাড়ি বিকল অবস্থায় রয়েছে। এছাড়াও দপ্তরে অফিসার ও চালকের পদ শূন্য। এদিকে, দপ্তরের প্রতিটি ঘরের অবস্থা বেহাল। অফিস, কন্ট্রোল রুম, ফায়ার অপারেটর, অফিসার রুম, লিডার রুম এবং দোতলায় ডিভিশনাল অফিস দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় বেহাল অবস্থা। যদিও মুখ খুলতে নারাজ কর্মীরা।

যদিও দমকলকেন্দ্রের ওসি সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়ের দাবি, 'বিল্ডিংয়ের অবস্থা যদি সত্যি খুবই খারাপ হত, তাহলে আমরা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতাম না। গাড়ি এবং কর্মী নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তবে বিল্ডিংয়ের সংস্কারের জন্য আমরা চিঠি করেছি।'

জরাজীর্ণ দশা দমকল কেন্দ্রের। রায়গঞ্জে বুধবার তোলা সংবাদচিত্র।

> বিল্ডিংয়ের অবস্থা যদি সত্যি খুবই খারাপ হত, তাহলে আমরা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতাম না। গাড়ি এবং কর্মী নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তবে বিল্ডিংয়ের সংস্কারের জন্য আমরা চিঠি করেছি।
>
> **সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়** ওসি

এদিকে দপ্তরে নেই পানীয় জল। ফলে বাইরে থেকে জল নিয়ে এসে পান করতে হয় কর্মীদের। আরও অভিযোগ, পাশের বাজার থেকে খালি মদের বোতল দপ্তরে ছুড়ে ফেলেন একাংশ মদ্যপায়ীরা। ফলে একটা অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে কর্মীদের।

এদিকে, দমকলের গাড়ি খারাপ, পানীয় জলের সমস্যার কথা শুনে অবাক হলেন দপ্তরের ডিভিশনাল অফিসার স্বপন দাস। তাঁর কথায়, 'আমি জানি আমাদের দপ্তরের একটি গাড়িও খারাপ নেই। একটি নতুন গাড়ির সামান্য সমস্যা আছে, সেটা কোম্পানির ঠিক করার কথা। এছাড়া কর্মীর অভাব সর্বত্র, শুধুমাত্র রায়গঞ্জে নয়। তবে বেশ কিছু ফায়ার অপারেটর জয়েন করেছেন।'

ভবনের ভগ্নদশার কথা অবশ্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এব্যাপারে ওসি চিঠি করবে পিডব্লিউডিকে। সেই পিডব্লিউডি কোটেশন করবে, টেন্ডার করবে। আমার কাছে শুধু ওসি জানাবেন। তবে আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর বিল্ডিংয়ের ব্যাপারে কোনও চিঠি জমা পড়েনি। আর পানীয় জলের জন্য আমাদের ভরসা জারের জল। ট্যাংকের মধ্যে নোংরা থাকে বলে আমরা কেনা জল খাই।'

তবে মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি এ ব্যাপারে দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।

অন্য সংস্করণের খবর

প্রশ্নপত্র ফাঁস

কোচবিহার : বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল শালবাড়িতে তল্লিগুড়ি হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। অভিযোগ, পাশের স্কুলের এক পার্শ্বশিক্ষক প্রশ্ন ফাঁস করেছেন। এবারই প্রথম ওই ব্লকের একাধিক স্কুল মিলে মাধ্যমিকের কায়দায় কমন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নিচ্ছে। প্রশ্ন যে একই তা মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

কোচবিহার

দুয়ারে সিম

আলিপুরদুয়ার : কখনও নাম জড়াচ্ছে জামতাড়ার, কখনও হরিয়ানার, কখনও আবার ঝাড়খন্ডের। তিন সপ্তাহে তিনবার সাইবার প্রতারণায় জটেশ্বরে এল পুলিশ। বারবার এধরনের ঘটনার পিছনে দায়ী কি 'দুয়ারে সিম' প্রকল্প? (দুয়ারে সিম বলতে বোঝানো হয়েছে যে, এলাকার কয়েকজন ব্যবসায়ী লোকজনের কাছ থেকে নথি নিয়ে যাচ্ছে, পরে সিম রেজিস্টার করে বাড়িতে দিয়ে যাচ্ছে। সেই নথি নেওয়ার পরেই এসব গন্ডগোল হচ্ছে বলে অনুমান)।

আলিপুরদুয়ার

কর্মস্থলেই মৃত্যু

জলপাইগুড়ি : উত্তরকাশীতে সুড়ঙ্গে আটক থাকা কোচবিহারের মানিক তালুকদার সুস্থ ভাবেই বাড়ি ফিরতে পেরেছেন। কিন্তু ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না ধূপগুড়িত গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের রমেশ রায়ের। মহারাষ্ট্রের পুণেতে রেল প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে মঙ্গলবার ট্রেনে কাটা পরে মারা গিয়েছেন সে। গত দেড় বছরে ভিনরাজ্যে কাজ গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত বাসিন্দার।

জলপাইগুড়ি

চিতাবাঘ

শিলিগুড়ি : মতিধর এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক, একাধিক গবাদিপশু নিখোঁজ।

শিলিগুড়ি

রায়গঞ্জের বাসিন্দা ন্যায় পেলেন

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের সহযোগিতায় ন্যায় পেলেন রায়গঞ্জ শহরের এক বাসিন্দা। শহরের উকিলপাড়া এলাকার এক ব্যক্তি গত ১১ অক্টোবর পানীয় জল কোম্পানি দ্বারা প্রতারণার অভিযোগ জানান উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরে। ব্যক্তির অভিযোগ ছিল, শহরের এক পানীয় জল বণ্টনকারীর থেকে কুড়ি লিটারের জলের জার নিয়েছিলেন তিনি। সেজন্য জারের সিকিউরিটি মানি বাবদ দেড়শো টাকা ও জল বাবদ পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমদিন জল দেওয়ার পর থেকেই জল বিক্রেতা আর ফোন তোলেননি ও জল দেবেন কি না, সেবিষয়ে কিছু জানায়নি পর্যন্ত। ফলে জল না পেয়ে ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েন তিনি ও তার পরিবার। তাই তিনি উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরে অভিযোগ জানান ও জল বিক্রেতাকে তাঁর ড্রাম ফেরত নিয়ে যেতেও বলেন।

অভিযোগ পাওয়ার পরেই তৎপর হয় উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর। দপ্তরের উপ সহ অধিকর্তা (ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর) পাভেল দত্ত জানান, 'অভিযোগ পেয়ে দুইপক্ষের সঙ্গে আমরা কথা বলি। জল বিক্রেতা সিকিউরিটি মানির টাকা ফেরত দিতে গড়িমসি করছিলেন বলে জানতে পারি। তবে শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার তিনি তা ফেরত দিয়েছেন। যে কোনও ব্যক্তি যদি কখনও মনে করেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন, তাহলে উপযুক্ত বিল সহ আমাদের দপ্তরে এলে আমরা তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

পথ অবরোধের হুঁশিয়ারি

অগ্রহায়ণে ধুলোর ঝড় বুনিয়াদপুরে

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ৬ ডিসেম্বর : অবশেষে বুনিয়াদপুর থেকে বংশীহারীর কাশীপুকুর পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার বেহাল রাস্তা সংস্কারে নামল পূর্ত দপ্তর। তবে রাস্তা সংস্কারে আর্থ মুভার মেশিন ব্যবহার করায় ধুলোর ঝড়ে নাকাল হতে হচ্ছে মানুষকে। এনিয়ে তাঁরা পূর্ত দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তা কাটা হলে ধুলো ওড়া বন্ধ করতে জল ছেটানো দস্তুর। এই কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থাকে তাঁরা সেই আর্জিও জানিয়েছিলেন। কিন্তু সংস্থার লোকজন তাঁদের কথায় কর্ণপাত করছেন না। দু'একদিনের মধ্যে ভাঙা রাস্তায় দু'বেলা জল ছেটানো না হলে তাঁরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হবেন।

বুনিয়াদপুর থেকে কালিয়াগঞ্জগামী রাজ্য সড়কটি খানাখন্দে ভরা। বেহাল এই রাস্তায় পথচারী সহ সবাই অসুবিধায় পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বেহাল এই রাস্তা ঠিক করতে উদ্যোগী হয় পূর্ত দপ্তর। প্রায় এক মাস আগে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়। আর্থমুভার দিয়ে রাস্তা খোঁড়া শুরু হয়। কিন্তু রাস্তা খোঁড়ার পর মোল্লাপাড়া, জোড়দিঘি, মহুগ্রাম, নারায়ণপুর প্রভৃতি এলাকায় যেন ধুলোর ঝড় উঠছে। প্রচণ্ড ধুলোয় বাড়িঘর ঠিক থাকছে না। রান্না করা খাবার, পানীয় জল মুহূর্তের মধ্যে ধুলোয় ভরে যাচ্ছে। নাকেমুখে ধুলো ঢুকে সর্দিকাশি হচ্ছে। অনেক শিশু এবং বয়স্ক মানুষের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। অনেকেই ধুলোর হাত থেকে বাঁচতে মাস্ক ব্যবহার করছেন। ধুলোর দাপটে ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো স্কুল পর্যন্ত যেতে পারছে না।

মোল্লাপাড়ার বাসিন্দা, নারায়ণপুর হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী রোকেয়া আক্তার বানু ও তানিয়া ইয়াসমিন জানাচ্ছে, 'রাস্তা দিয়ে গাড়ি চললেই প্রচণ্ড ধুলো ওড়ে। এতে আমাদের প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। ঘরে ঘরে সর্দিকাশি। ধুলো থেকে বাঁচতে বাড়ির সামনে, এমনকি রাস্তার ধারের দোকানের সামনও পলিথিন টাঙিয়ে রাখতে হচ্ছে।'

স্থানীয় রিয়াজুদ্দিন আহমেদ, পিপাস সরকার, হবিবুর রহমানরা বলছেন, 'ধুলোতে এলাকায় টেকা যাচ্ছে না। ঠিকাদারের লোকজন রাস্তায় জলও ছিটোচ্ছে না। প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত। আমরা দু'একদিন দেখব। যদি রাস্তায় জল না ছিটোনো হয় তবে এলাকার সবাই মিলে রাজ্য সড়ক অবরোধ করব।'

কড়া নিরাপত্তায় মনোনয়ন দাখিল

মুরতুজ আলম

সামসী, ৬ ডিসেম্বর : শেষ হল চাঁচল-২ ব্লকের চাঁন্দুয়া দামাইপুর হাই মাদ্রাসায় পরিচালন সমিতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল প্রক্রিয়া। বুধবার ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। দাখিল প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য মোতায়েন করা ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। শেষদিনে তৃণমূল আটজন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। মঙ্গলবার কংগ্রেস ও সিপিএম যৌথভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করে। তারা মোট ছয়জনকে প্রার্থী করেছে। ভোট ১৭ ডিসেম্বর।

প্রধান শিক্ষিকা ফরিদা বেগম জানান, 'মাদ্রাসা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দাখিল পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মনোনয়ন দাখিলকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অশান্তি না হয়, তার জন্য বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল। ভোট আগামী ১৭ ডিসেম্বর। ওই দিনও পুলিশ মোতায়েনের চিন্তাভাবনা রয়েছে।'

কৃষি প্রযুক্তি সহায়কশূন্য করণদিঘি, সমস্যায় চাষিরা

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ৬ ডিসেম্বর : কৃষি প্রযুক্তি সহায়কশূন্য করণদিঘি ব্লক। ব্লক অফিসও চলছে কোনওরকমে। অফিসে মোট ছয়জন কর্মী। এর মধ্যে চারজন আতমা প্রকল্পের। বাকি দুইয়ের মধ্যে একজন সহকারী কৃষি প্রযুক্তি আধিকারিক। আর একজন করণিক। ব্লকের অন্নদাতাদের অভিযোগ, চাষাবাদ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের কেউ নেই। ভরসা বলতে স্থায়ী কৃষি আধিকারিক। তিনি তাঁর মতো করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু একজনের পক্ষে ৩৫ হাজার কৃষকের সমস্যা সমাধান প্রায় অসম্ভব বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার কৃষকসভার সম্পাদক সুরজিৎ কর্মকারের দাবি, অবিলম্বে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। না হলে অন্নদাতারা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন।

কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক না থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন কৃষি আধিকারিক ধীরেন ছেত্রি। তিনি বলেন, '১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কমপক্ষে ১৩ জন কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক প্রয়োজন। এই ব্লকে আগে পাঁচজন কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক ছিলেন। তাঁর মধ্যে দুই জন বছর তিনেক আগে বদলি হয়ে গেছেন। সম্প্রতি বদলি করা হয় আরও তিনজনকে। তাই কিছু করার উপায় নেই।'

কেন সম্ভব নয়, তাঁর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধীরেন ছেত্রি বলেন, 'চারজন 'আতমা' প্রকল্পের কর্মী, একজন সহকারী কৃষি প্রযুক্তি আধিকারিক। আর একজন করণিক। এই নিয়ে অফিসের কাজ সামাল দিতে হয়। এই লোকবল নিয়েই আমরা চাষিদের সমস্যা আপ্রাণ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছি। সমস্যার কথা উপর মহলে বলা হয়েছে। কৃষক বন্ধু প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন প্রায় ৩৫ হাজারের মতো চাষি।'

ডালখোলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কিশোর মণ্ডলের একই অভিযোগ। তিনি বলেন, 'কয়েক বছর ধরেই কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের গ্রামে আসতে দেখি না। আমারা নিজেদের মতো করে চাষবাস করছি। রাসায়নিক সার প্রয়োজন হলে সার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে পরামর্শ নিই।

উত্তর দিনাজপুর জেলার কৃষকসভার সম্পাদক সুরজিৎ কর্মকার বলেন, ' সমস্যা দীর্ঘদিনের। কৃষক স্বার্থের কথা মাথায় রেখে দাবি করছি, অবিলম্বে শূন্যপদ পূরণের।'

পড়ুয়াদের বইমুখী করতে কর্মশালা

বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : নিয়ম করে বইমেলা হচ্ছে। কিন্তু নতুন প্রজন্মের পাঠকের সন্ধান তেমন পাওয়া যাচ্ছে না, এমনই আক্ষেপ বইপ্রেমীদের। এবার পাঠক তৈরিতে একাধিক প্রস্তাব তুলে ধরেছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শক সানি মিশ্র। নতুন প্রজন্মকে মোবাইল থেকে সরিয়ে বইমুখী করতে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে লেখার কর্মশালা করার প্রস্তাব দেন তাঁর। বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তনুময় সরকার।

ইতিমধ্যেই সানিবাবু সাধারণ সভায় এই প্রস্তাব রেখেছেন। তিনি বর্তমানে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তথা বইমেলা কমিটির তরফে প্রাথমিক, হাইস্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানোর কথা তুলে ধরছেন। যেখানে স্কুল-কলেজের কাছ থেকে আগ্রহী পড়ুয়াদের পাঠানোর কথা বলা যেতে পারে। যদি জেলাভিত্তিক লেখার কর্মশালা ও প্রতিযোগিতা করা হয়, তাহলে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবেন। সানিবাবুর কথায়, 'আমি প্রাথমিক স্কুলে পড়াকালীনই লেখা শুরু করি। এখনও নিয়মিত লিখছি, সেই বই অনেকের পছন্দ হচ্ছে। এতে স্পষ্ট পাঠক রয়েছে। তাহলে নতুন প্রজন্ম বিষয়ভিত্তিক লেখা পড়তে চাইছে, সেগুলো তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না, সেবিষয়ে ভাবতে হবে। কালজয়ী কবিতা, গল্প, উপন্যাস এখনও প্রাসঙ্গিক। তার পাঠক আছে। তাই আমি নতুন পাঠক তৈরি করতে লেখার কর্মশালা ও প্রতিযোগিতার কথা জানিয়েছি।'

এবিষয়ে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তনুময় সরকারের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমাদের ভাবনাচিন্তার মধ্যে রয়েছে। তার প্রস্তাব প্রাথমিক পর্যায়ে বিবেচনা করা হয়েছে। আরও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।'

মেশিনের দাপট, সংকটে স্বর্ণশিল্পীরা

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৬ ডিসেম্বর : মুখে বাকনল নিয়ে একজন মোমের প্রদীপে ফুঁ দিচ্ছেন। প্রদীপের নীলশিখা গিয়ে পড়ছে সোনা বা রুপোর উপর। আগুনে লাল হয়ে গেলে সেই নরম হয়ে আসা ধাতব টুকরোকে চৌকিনেহাইয়ের ওপর রেখে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গহনা তৈরি করছেন।

আধুনিকতার দাপটে স্বর্ণশিল্পীদের এমন ছবি হয়তো আগামীদিনে আর দেখা যাবে না। এমন আশঙ্কা করছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, সোনার দোকান থাকবে কিন্তু কারিগর থাকবে না।

বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী ব্যবসায়ী সমিতির গঙ্গারামপুর মহকুমার সম্পাদক প্রণয় দেবনাথ এমনই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। কুশমণ্ডির স্বর্ণ ব্যবসায়ী সজল কর্মকারের আফসোস, 'কারিগরের অভাব সবসময় অনুভব করছি। আবার খদ্দেরের চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেক সময় বাইরে থেকেও কাজ করতে হচ্ছে। অথচ এই পরিস্থিতিটা গত কয়েক বছর আগে ছিল না। এখন রেডিমেড গয়নার দিকেই ঝোঁক বাড়ছে। তাই এই পেশায় আগ্রহ হারাচ্ছে তরুণ প্রজন্ম।'

কেন স্বর্ণ শিল্পের কারিগর হতে আগ্রহী হারিয়েছেন তরুণ প্রজন্ম? সজলবাবুর সাফ জবাব, 'কোনও একটি নির্দিষ্ট কারণ নয়, একাধিক কারণ জড়িয়ে আছে। সোনা বা রুপোর কাজ শেখার জন্য সময় দিতে হবে। সেই সময় দিয়ে কারিগর হওয়ার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে এই প্রজন্মের ছেলেরা। এছাড়াও স্বর্ণ শিল্পের কারিগর হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনও উদ্যোগ সরকার নেয়না। এটা এই সময়ে খুব জরুরি।'

স্বর্ণশিল্পীদের কথায়, অল্প সময়ে সহজে অর্থ উপার্জনটাই এখন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তরুণ প্রজন্মের কাছে। এছাড়াও সরকার সোনার দর এখন বেঁধে দিয়েছে অথচ কারিগরের মজুরি নির্ধারিত করা হয়নি। প্রণয় দেবনাথের মতে, 'মেশিনে তৈরি গহনার দিকেই ঝুঁকছেন অধিকাংশ মানুষ। কিছু কিছু বেশ নামকরা কোম্পানি থেকে সোনার গহনা তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেও দেখা মিলছেনা তরুণদের।'

রেডিমেড গয়নার দিকে ঝোঁক

> কোনও একটি নির্দিষ্ট কারণ নয়, একাধিক কারণ জড়িয়ে আছে। সোনা বা রুপোর কাজ শেখার জন্য সময় দিতে হবে। সেই সময় দিয়ে কারিগর হওয়ার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে এই প্রজন্মের ছেলেরা।
>
> **সজল কর্মকার** স্বর্ণব্যবসায়ী

কারিগর সুজিত দাস জানিয়েছেন, 'এই বয়সে কাজ ছেড়ে পালাবার উপায় নেই, তাই কাজ করে যাচ্ছি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রায় ৪ হাজার কারিগর আছেন। আগামী দশবছর পর কারিগরের সংখ্যা তলানিতে গিয়ে দাঁড়াবে।'

আগামীতে সত্যি সত্যি কি সোনার দোকানে শুধু বসে থাকবেন মালিকরাই? দেখা মিলবে না কারিগরদের? বর্তমান পরিস্থিতি সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে অভিমত ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের।

কম্বল বিতরণ

বুনিয়াদপুর, ৬ ডিসেম্বর : বোল্লা কালীপুজো উপলক্ষ্যে বুধবার বংশীহারীর বাগদুয়ার বোল্লাকালী পুজো কমিটি, এলাকার ২০০ জন দুঃস্থ ব্যক্তির হাতে কম্বল তুলে দিল। পুজো কমিটির সম্পাদক চন্দন মোহন্ত বলেন, 'এলাকার হতদরিদ্র ২০০ জন লোকের হাতে কম্বল তুলে দিতে পেরে মনে হচ্ছে, আমাদের পুজোর আসল সার্থকতা বুঝি এখানেই। খুব ভালো লাগছে।'

e-TENDER NOTICE

The undersigned invites sealed bids from eligible bidders for 18, 03, 05 and 7 nos. work for NIT No. 11(e)/LGP, 12(e)/LGP, 13(e)/LGP and 14(e)/LGP/23-24 respectively. Period of downloading bidding documents from the e-procurement portal from 30/11/2023 (from 12 : lass) to 14/12/23 (upto 14:00 Hours). For details contact 7029639040.

Sd/-
Pradhan
Laxmipur gram Panchayat
Vill + P.O - Laxmipur, Malda

অশিক্ষক কর্মী ও অধ্যাপকের বচসায় বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : অশিক্ষক কর্মচারী ও অধ্যাপকের বচসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। বুধবার বিকেল সাড়ে চারটা এই ঘটনা ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মী তপন নাগ ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক দেবাশিস বিশ্বাসকে দেখা যায়, হঠাৎ তাঁদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রকাশ্যে এমন বচসা দেখে ছাত্রছাত্রী থেকে অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীরা অবাক হয়ে যান।

তপনবাবু তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির জেলা সভাপতি এবং তাঁর আরও দাবি, 'আমাকে একতরফা গালিগালাজ হয়েছে। আমাকে বিজেপি করতে দেবেন না, এমন নানা কথা বলেছেন। আমার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। উনি এর আগেও উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন, টাকা নিয়ে নাকি উনি কাজ করেন। টাকা খেয়েছেন। তা সত্ত্বেও উপাচার্য কিছু করেননি।'

এদিকে, শিক্ষাকর্মী তপনবাবুর বক্তব্য, 'দেবাশিসবাবু কলেজে থাকাকালীন ওই শিক্ষককে গুলি করবেন, ওই শিক্ষককে মারবেন বলে হুমকি দিতেন। আজ আমাদের এক অশিক্ষক কর্মী গাড়ির চালক মানিকের দাড়ি ধরে ছিঁড়ে দেব বলে মজা করছিল, সেই সময়

অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মীর বচসা। রায়গঞ্জে তোলা সংবাদচিত্র।

দেবাশিসবাবু টিচার্স কাউন্সিলের সভাপতি। এদিনের ঘটনাপ্রসঙ্গে দেবাশিসবাবু জানালেন, 'জেলা প্রশাসনের তরফে ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হবে। সেজন্য আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আজকে জেলা শিক্ষা আধিকারিকের দপ্তরে সেবিষয়ে মিটিং ডেকেছিলাম। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবকরা অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। হঠাৎ তপনবাবু আমাকে গালিগালাজ করতে থাকেন। উনি আমার গাড়ির চালক মানিকের দাড়ি টেনে ধরে উপড়ে ফেলার হুমকি দেন। আমি প্রতিবাদ করলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন।'

দেবাশিসবাবু আমাকে মারতে আসেন। উনি বেআইনিভাবে ১৮ থেকে ২০ জন শিক্ষকদের নিয়ে বিজেপির টিচার্স কাউন্সিলের ইউনিট খুলেছেন। যদিও সরকারের কোনও অ্যাপ্রুভাল নেই। বিজেপির ইউনিট খুলে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন। আমরা তা হতে দেব না।'

এদিন দু'জনের বিরোধ থামাতে এগিয়ে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বাণিজ্য ও আইন বিভাগের ডিন প্রশান্তকুমার মহলা।

উপাচার্য দীপককুমার রায় জানান, কেউ আমাকে কোনও লিখিত অভিযোগ জানাননি। সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে আমি পরবর্তী পদক্ষেপ করব।'

বিয়ের ন'মাস পরেও মেলেনি 'রূপশ্রী'র বরাদ্দ

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ৬ ডিসেম্বর : বিয়ের পর প্রায় ন'মাস কেটে গিয়েছে। এখনও মেলেনি 'রূপশ্রী' প্রকল্পের টাকা। বেশ কয়েকবার বিডিও অফিস ও পঞ্চায়েত দপ্তরে ঘুরেও ফিরতে হয়েছে খালি হাতে। এমনই দাবি করলেন করণদিঘির বাসিন্দা সাজেদা খাতুন। রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েছেন তাঁরা।

করণদিঘির দোমোহনা পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মহম্মদ সাবির আলম। ১৬ মার্চ তাঁর মেয়ে সাজেদা খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের দিনেই রূপশ্রী প্রকল্পের তদন্তের জন্য বিয়েবাড়ি গিয়েছিলেন পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা। তবে ওই পর্যন্তই! এরপর নয় মাস পেরিয়ে গেলেও রূপশ্রী প্রকল্পের সুবিধা মেলেনি।

সাজেদার মা সোহার বানুর আক্ষেপ, 'মেয়ের বিয়ে দিয়েছি নয় মাস পেরিয়ে গেল। এখনও রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা পেলাম না। কতবার বিডিও অফিস গিয়েছি। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসেও গিয়েছি। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমরা গরিব মানুষ। ধারদেনা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা পেলে সুবিধা হত।

সাজেদার বক্তব্য, 'বিয়ের দিন রূপশ্রী প্রকল্পর ব্যাপারে তদন্ত করতে দু'জন অফিসার এসেছিল। তারপরেও টাকা ঢোকেনি।' করণদিঘির বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরীর আশ্বাস, 'বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হবে। ওই উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে।'

ফুল চাষের প্রশিক্ষণ

রতুয়া, ৬ ডিসেম্বর : গ্রামীণ যুবকদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ফুল, ফলের চাষ সম্পর্কে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ শিবির হল রতুয়ার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে সাতদিন ব্যাপী এই নার্সারি ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ শিবির হল। চলবে আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৫ জন অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকরা প্রশিক্ষণ করাবেন। ছিলেন রতুয়া-১ ব্লক সহকারী কৃষি অধিকর্তা সৈয়দ সারওয়ার হুসেন, মৎস্য বৈজ্ঞানিক অদ্বৈত মণ্ডল, কৃষি সম্প্রসারণ বিজ্ঞানী ভিক্টর সরকার প্রমুখ।

মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ডঃ রাকেশ রায় জানান, 'স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে গ্রামীণ যুবকদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। এতে নার্সারি পরিকাঠামো, ভালো নার্সারির ব্যবস্থাপনা, প্রচার পদ্ধতি এবং হাতেকলমে বিভিন্ন বিষয় শেখানো হবে।'

জল জীবন মিশন প্রকল্পে মালদার গ্রামীণ এলাকায় হতাশাজনক পরিসংখ্যান

মাত্র ৩০ শতাংশ বাড়িতে পরিস্রুত জল

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ৬ ডিসেম্বর : মালদা জেলায় বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার পরিসংখ্যান অত্যন্ত হতাশাজনক। সরকার তথ্য অনুযায়ী জেলার এলাকায় ৯ লক্ষ হাউস হোল্ড রয়েছে। যায় মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশ বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে।

অভিযোগ, সামনেই লোকসভা নির্বাচন, তাই বাকি পরিবারগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পে পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে জেলার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২২০০ কোটি টাকা।

কিন্তু হাতে আর সময় নেই। ২০২৪ সালের মধ্যে গ্রামের সমস্ত বাড়ি বাড়ি নলবাহিত বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কথা। কিন্তু প্রশাসনের দাবি, এতদিন বিভিন্ন কারণে এই প্রকল্পের কাজ গতি পায়নি। ২০২৫ এর মধ্যে বাকি ৭০ শতাংশ কাজ শেষ করার লক্ষ্যে জোরকদমে কাজ শুরু করেছে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল প্রকল্পের দপ্তর ও জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর। ইংরেজবাজার-মানিকচক রাজ্য সড়কে প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) পিবি সালুঙ্কে জানিয়েছেন, 'পাইপলাইন বসানোর কাজ আগামী বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। মানিকচক রাজ্য সড়ক দখল মুক্ত করে তৎপরতার সঙ্গে পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে।'

উল্লেখ্য, মানিকচক, ইংরেজবাজার, কালিয়াচকের তিনটি ব্লক সহ মোট পাঁচ ব্লকের সঙ্গে রতুয়ায় আগে থেকেই আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আবার কেন নতুন করে পানীয় জলের লাইন তৈরি হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরে আর্সেনিকমুক্ত জল প্রকল্পের নির্বাহী আধিকারিক নিত্যানন্দ আচার্য জানিয়েছেন, '২০০২

> **আমাদের প্রকল্পের মাধ্যমে এই পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষের কিছু বেশি পরিবারকে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বাকি ২ লক্ষ ৪০ হাজার গ্রামীণ পরিবারে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।**
>
> –নিত্যানন্দ আচার্য
> নির্বাহী আধিকারিক, আর্সেনিকমুক্ত জল প্রকল্প

সাল থেকে মালদার পাঁচ ব্লকের জন্য মথুরাপুরের ফুলহর নদী থেকে জল তুলে পরিশোধিত করে আর্সেনিকমুক্ত জল সরবরাহ করা হয়। ওই প্রকল্পের

মানিকচক রাজ্য সড়কে পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। –সংবাদচিত্র

যে ধারণ ক্ষমতা ধারণ এবং বহন ক্ষমতা ছিল তা ২০১৫ সালে সম্পূর্ণ হয়েছে। অথচ পরিকাঠামোর অভাবে সমস্ত পরিবারে এখনও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ সম্পূর্ণ করা যায়নি। জল জীবন মিশন প্রকল্পে আগামী এক বছরের মধ্যে এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হবে।'

নির্বাহী আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, 'আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল প্রকল্পের মাধ্যমে ওই পাঁচ ব্লকে গ্রামীণ পরিবার রয়েছে তিন লক্ষ ৪০ হাজার। আমাদের প্রকল্পের মাধ্যমে এই পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষের কিছু বেশি পরিবারকে পানীয় জলের বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। জল জীবন মিশনের মাধ্যমে বাকি ২ লক্ষ ৪০ হাজার গ্রামীণ পরিবারে বিশুদ্ধ পানীয় জল এর সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।'

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন মথুরাপুরে ফুলহর নদী থেকে জল তুলে কামালপুরে পরিশোধনের জন্য পাঠানো হয়। জল জীবন মিশন প্রকল্পে একইভাবে সেখান থেকে জল তুলে কামালপুরে নিয়ে আসা হবে। পুরোনোর পাশেই আরেকটি ট্রিটমেন্ট প্লান্ট হবে। নতুন জায়গা না পাওয়ার জন্য পুরোনো জায়গাতেই আরেকটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরির কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। পৃথক একটি পাইপলাইনের মাধ্যমে মানিকচক থেকে ইংরেজবাজারের লক্ষ্মীপুরের কাছে পরিশোধিত জল আনা হবে।

বালুরঘাটে পঞ্চায়েত আইন নিয়ে কর্মশালা

বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : পঞ্চায়েত আইন ও বিভিন্ন উন্নয়ন নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের অবগত করতে জেলা ও ব্লক প্রশাসনের তরফে বিশেষ কর্মশালা হল। বুধবার বালুরঘাট ব্লকের ১১টি পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এই শিবির হল বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবনে। কর্মশালায় ছিলেন বালুরঘাটের বিডিও সম্বল ঝা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার সহ জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

এদিনের এই কর্মশালায় ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১৬জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে প্রায় ২০০জন উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকরা হাতেকলমে প্রত্যেক জনপ্রতিনিধিদের পঞ্চায়েত আইন সহ পঞ্চায়েতের অন্য কাজ সম্পর্কে অবগত করা হয়। আগামীদিনে জেলার অন্য ব্লকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এবিষয়ে ডাঙা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কৌশিক চৌধুরী জানালেন, 'বালুরঘাট ব্লকের সব কটি পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ কর্মশালা হয়। এই প্রশিক্ষণ খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।'

বিডিওর কথায়, 'রাজ্যজুড়ে এই প্রশিক্ষণ চলছে। পঞ্চায়েত আইন না জানলে কাজ করা মুশকিল। আর পঞ্চায়েতের উন্নয়ন কীভাবে করা যায়, সেসব বিষয় অবগত করতে পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে বিশেষ কর্মশালা হল। জনপ্রতিনিধিরা পঞ্চায়েত আইন ও উন্নয়ন বিষয়ে ওয়াকিবহাল হলে পরে কাজ করতে সুবিধা হবে।'

নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিক

বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হলেন এক পরিযায়ী শ্রমিক। বুধবার তাঁর পরিবারের তরফে বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওই শ্রমিকের নাম শিবরাম সোরেন। তাঁর বাড়ি শহরের দক্ষিণ খাদিমপুরে।

পরিবারের দাবি, ২৭ নভেম্বর বাড়ি থেকে মুম্বইয়ে শ্রমিকের কাজে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন শিবরাম। তাঁর সঙ্গীরা মুম্বাইয়ে পৌঁছালেও তিনি আগেই ট্রেন থেকে নেমে যান। তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ। এমনই দাবি শিবরামের স্ত্রী বাণী মুর্মুর। অভিযোগ পেয়ে ওই শ্রমিকের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

দলীয় কর্মসূচিতে উপেক্ষিত তৃণমূলের শহর সহ সভাপতি

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শহর তৃণমূল কমিটির সহ সভাপতি হলেও দলের ঘোষিত কর্মসূচি নিয়ে কোনও মিটিংয়ে ডাক পান না তিনি। এমনকি আমার নিজের ওয়ার্ডের দলীয় কর্মসূচিতেও ডাক পান না তিনি। কি কি কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে? তাও আগে থেকে জানানো হয় না। আজ সাংবাদিকদের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন রায়গঞ্জ শহর তৃণমূলের শহর সভাপতি তপন নাগ।

তিনি বলেন, 'রাজ্য কমিটির তরফে একজন সভাপতি ও আমি সহ দুইজন সহ সভাপতির নাম তালিকা করে পাঠানো হয়। যে-কোনও ধরনের কর্মসূচি নিতে গেলে তিনজনকে পরিকল্পনা করে নিতে হবে। কিন্তু শহর সভাপতি মিটিংয়ে আলোচনা না করেই কর্মসূচি নিচ্ছেন। এর ফলে কর্মসূচিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোক দেখানো এবং ফোটো তোলা ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না।'

১০০ দিনের টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না, কিন্তু বলা হচ্ছে ঘরের টাকা দিচ্ছে না রাজ্য, এমন ভুল বুঝিয়ে অনেককে মিটিংয়ে নিয়ে যাওয়ায় দলের প্রতি অবিশ্বাস বাড়ছে। যদিও এই সব অভিযোগ মানতে নারাজ শহর সভাপতি প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর দাবি,

> **যে-কোনও ধরনের কর্মসূচি নিতে গেলে তিনজনকে পরিকল্পনা করে নিতে হবে। কিন্তু শহর সভাপতি মিটিংয়ে আলোচনা না করেই কর্মসূচি নিচ্ছেন। এর ফলে কর্মসূচিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোক দেখানো এবং ফোটো তোলা ছাড়া কিছুই হচ্ছে না।**
>
> –তপন নাগ *সহ সভাপতি, শহর তৃণমূল কমিটি*

'প্রতিটি কর্মসূচির আগে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হয়। আবার কখনও চিঠি পাঠানো হয়। উনি যদি গ্রুপ না দেখেন তার দায়িত্ব আমার নয়।' তপনবাবুর অভিযোগ, 'কর্মসূচি তো আমরা কমিটির সদস্যরা মিটিং করে ঠিক করব,কারণ আমি কমিটির অন্যতম সদস্য। সেখানে কর্মসূচি ঠিক করার পর আমাকে জানানো হয়। যে ওয়ার্ডে আমি তৃণমূলের সূচনা করলাম অর্থাৎ বাসিন্দা সেখানকার কর্মসূচিতে আমি ডাক পাই না। বাম আমল থেকে হাসপাতাল পরিষেবা দিচ্ছি নিজ খরচে, অথচ বর্তমান নেতৃত্ব আমাদের বাদ দিয়ে তৃণমূল করতে চাইছে।'

তাঁর দাবি, 'রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক কর্মসূচিতে যুক্ত হওয়াতেই শহর কমিটির সহ সভাপতি হয়েও ডাক পাই না।'

যদিও তপনবাবুর যুক্তি মানতে নারাজ প্রিয়তোষবাবু। তার দাবি, 'রাজ্যের নির্দেশমতো আমরা প্রতিটি কর্মসূচি গ্রহণ করছি। দুটি গ্রুপের মাধ্যমে কর্মসূচি জানানো হয়।' এদিকে, লোকসভা নির্বাচনের আগে শহরে তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল আকার নেওয়ায় বিগত দুটি নির্বাচনের মতো এবারও বিরোধীদের অধিকাংশ ওয়ার্ডে এগিয়ে থাকার সম্ভাবনা দেখছে রাজনৈতিক মহল।

পিএইচইর পানীয় জলে পোকা

শেখ পান্না

রতুয়া, ৬ ডিসেম্বর : কথায় আছে, জলই জীবন। কিন্তু গত একমাস ধরে পিএইচইর পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না রতুয়া-১ ব্লকের রতুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ।

অভিযোগ, একাধিক জায়গায় জলের লাইন ফেটে যাওয়ায় জল পৌঁছোচ্ছে না এলাকায়। পাইপ ফেটে জল বইছে রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে। কিছু জায়গায় আবার ঘোলা জল বেরোচ্ছে। জলের সঙ্গে আসছে পোকামাকড়। সমস্যার কথা একাধিকবার জানানো হয়েছে পিএইচই দপ্তরে। প্রায় এক মাস হয়ে গেলেও সমস্যা সমাধানের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। বাধ্য হয়ে নোংরা জলই পান করতে হচ্ছে তাঁদের। এতে অনেকে নাকি অসুস্থও হয়ে পড়েছেন।

পশ্চিম রুকুন্দিপুর গ্রামের রতন চৌধুরী বলছেন, 'গত একমাস ধরে নোংরা জল পান করতে হচ্ছে। মেইন লাইনের পাইপে একাধিক জায়গায় ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে জলের সঙ্গে আবর্জনা মিশছে। কিন্তু সবার পক্ষে বোতলবন্দি জল কেনা সম্ভব নয়। তাই সেই নোংরা জলই পান করতে হচ্ছে। আবার অনেক জায়গায় জলই পৌঁছোচ্ছে না। পিএইচইর ঠিকাদার পাইপ সংরক্ষণের কাজ ঠিকমতো করেন না। বিষয়টি অনেকবার দপ্তরে জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করছে না।'

রতুয়ার বাসিন্দা দুলাল চৌধুরী

রতুয়ায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী

বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছি না। মাঝেমধ্যে সামান্য জল পেলেও পোকামাকড় মিশে থাকছে। আমি গরিব মানুষ। কিনে জল খেতে পারছি না। তাই পিএইচইর জল একমাত্র ভরসা। একাধিক জায়গায় মেইন লাইনের পাইপ ফাটা। তাই কল থেকে নোংরা জল বেরোচ্ছে। আমাদের একটাই দাবি, অবিলম্বে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।'

গ্রামবাসীদের অভিযোগ স্বীকার করে রতুয়া পিএইচই দপ্তরের পাম্প অপারেটর অক্ষয়কুমার সাহা বলেন, 'আমি পাম্প অপারেটর। পাম্প চালানো আমার কাজ। এখানে এসে মানুষ সমস্যার কথা জানিয়েছেন। তবে এটা সিভিলের বিষয়। এর উত্তর সিভিল দপ্তরের আধিকারিকরা দিতে পারবেন।'

পিএইচইর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রশান্ত মণ্ডল বলেন, 'বাড়ি বাড়ি কানেকশন দেওয়ার জন্য নতুন পাইপ বসানো হচ্ছে। তাই পুরোনো পাইপ রিপেয়ার হচ্ছে না। বাড়ি বাড়ি কানেকশনের জন্য ব্রাঞ্চ লাইন বসানো হয়েছে। মেইন লাইন বসে গেলে দ্রুত মেরামত করে দেওয়া হবে। তাছাড়া পিডব্লিউডির রাস্তায় পাইপ বসানো হচ্ছে। এতেও কাজে দেরি হচ্ছে। পিডব্লিউডি পারমিশন দিচ্ছে না বলে কাজে ব্যহত হচ্ছে। পিডব্লিউডির পারমিশন পেলেই ফাটা অংশ মেরামত করে দেওয়া হবে। এরপর পুরোনো লাইন বাদ দিয়ে নতুন লাইনে বাড়ি বাড়ি কানেকশন দেওয়া হবে।'

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজেছে রাস্তা। বুধবার রায়গঞ্জে। –চন্দ্রনারায়ণ সাহা

বৃষ্টিতে শীতের আবহ, নাজেহাল জনজীবন

নিউজ ব্যুরো

৬ ডিসেম্বর : বৃষ্টি হবে এই আশঙ্কা ছিল সকলের মনে। মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও বৃষ্টি হলেও বুধবার দুপুর থেকে বৃষ্টি হল কুশমণ্ডির বহু জায়গায়। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বদলে গেল সম্পূর্ণ আবহাওয়া। তৈরি হয়েছে শীতের পরিবেশ। আমন ধান যে সমস্ত কৃষক এখনও বাড়িতে আনতে পারেননি তাঁরা বিপদের মধ্যে পড়েছেন। তবে বৃষ্টিতে খুশি গম ও সর্ষে চাষিরা। তবে এই বৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে অভিমত অধিকাংশের।

এমনকি বংশীহারী সহ বুনিয়াদপুরে বুধবার দুপুর থেকে হঠাৎ বৃষ্টিতে নাজেহাল হল জনজীবন। দুপুর থেকে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়লেও বেলা যত বেড়েছে বৃষ্টির প্রখরতাও তত বেড়েছে। হঠাৎ বৃষ্টিতে শহরে পথচলতি মানুষ, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। বৃষ্টিতে ভিজে অধিকাংশরা এদিন ঘরে ফিরেছেন।

পাঞ্জেরিপাড়ার সুকু মোহাম্মদ বলেন, 'সবে আমন ধান কেটে সর্ষে চাষ করব বলে মাটি প্রস্তুত করেছি। আজকের বৃষ্টিতে সর্ষে চাষে দেরি হবে। যার জন্য বোরো চাষে অনেকটাই বিলম্ব হবে।'

মঙ্গলবারের পর বুধবারও সকাল থেকে রায়গঞ্জ শহরের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সারাদিন সূর্যের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়নি। এর পাশাপাশি, দুপুর গড়াতেই এদিন শহরে শুরু হয় ছিটেফোঁটা বৃষ্টি। আর এই ছিটেফোঁটা বৃষ্টি রায়গঞ্জ শহরের বাতাসের তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। কমে যায় শহরের দৃশ্যমানতা। দুপুর থেকেই মোটর সাইকেল, ছোট গাড়ি গুলোকে হেডলাইট জ্বালিয়ে পথে নামতে দেখা যায়। নিম্নচাপের এই বৃষ্টিতেই একধাক্কায় শহরের তাপমাত্রা কমিয়ে আনে অনেকটা। এদিন রায়গঞ্জ শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬/১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের আশেপাশে। তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় শীতবস্ত্র চাপিয়ে বের হতে দেখা যায় সাধারণ মানুষকে।

ফরাক্কা স্টেশনে নতুন লিফট, খুশির হাওয়া

ফরাক্কা, ৬ ডিসেম্বর : অবশেষে লিফট বসল নিউ ফরাক্কা স্টেশনে। এই স্টেশনে লিফট বা এসকালেটর না থাকায় দীর্ঘদিন থেকে যাত্রীরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। বিষয়টি বহুবার পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারদের জানানো হয়। মঙ্গলবার বিকেলে ডিইই/এমএলডিটি সুরজ কুমারের উপস্থিতিতে একজন যাত্রী ফিতে কেটে লিফটের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন নিউ ফরাক্কা স্টেশন সুপার নির্মলকুমার ঠাকুর এবং রেলের অন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। আপাতত বয়স্ক মানুষ এবং রোগীরা এতে উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এমনিতেই নিউ ফরাক্কা স্টেশন অনেকটা উঁচু হওয়ায় প্রথম থেকেই যাত্রীরা অসুবিধায় ছিলেন। তৃতীয় লাইন সম্প্রসারণের সময় সাবওয়ে দিয়ে অনেকগুলো সিঁড়ি অতিক্রম করে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছোনো বয়স্ক এবং অসুস্থ যাত্রীদের পক্ষে রীতিমতো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

যাত্রী মনোজ দাসের কথায়, 'লিফট বসাতে কিছুটা সুবিধা হল ঠিকই, তবে যতক্ষণ না প্ল্যাটফর্মে চলমান সিঁড়ি বসছে ততক্ষণ তেমন সুরাহা হবে না। ছোট লিফটে কয়জনই বা চাপতে পারবে। একসঙ্গে অনেক প্যাসেঞ্জার এলে হুড়োহুড়ি বেঁধে যাবে।'

সরকারি সুবিধা দিতে বৃদ্ধ দম্পতির কাছে কাটমানির দাবি

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ৬ ডিসেম্বর : ঘর থেকেও নেই। 'তাসের ঘর' বলা যেতেই পারে। ভগ্নপ্রায় মাটির ঘরের চাল পলিথিন দিয়ে ঢাকা। বাড়ির পাশে জলাভূমি এবং ফাঁকা মাঠ। দেওয়ালে অজস্র ফাঁকফোকর। সন্ধ্যা নামতেই সেখান দিয়ে সনসন করে হাওয়া ঢোকে। গ্রীষ্মে তেমন অসুবিধে না হলেও ঝড়-জল আর শীতে বৃদ্ধ দম্পতি ঠকঠক করে কাঁপেন। কাঁথা-কম্বল-লেপ কিছুই নেই। ঘর ভেঙে পড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বৃদ্ধ দম্পতির ছেলে থাকে অন্যত্র। গোরুর দুধ বিক্রি করে দম্পতির আয়। তাও যৎসামান্য। খিদে মেটে র‍্যাশনের ১০ কেজি চালে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধে পেতে পরিবার একাধিকবার আবেদন করে। নয়াপয়সা জোটেনি। উলটে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি চেয়েছিলেন কাটমানি। উনি কাটমানি পাননি। দম্পতির কপালও খোলেনি। যে এলাকায় দম্পতি থাকেন, সেই এলাকা কর্মব্যস্ত। তাই, ওই ভগ্নপ্রায় বাড়ির নজর কারও এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। তবুও কারও চোখে পড়ে না জরাজীর্ণ ওই বাড়ি।

এমন সকরুণ অবস্থায় দিন কাটছে ষাটোর্ধ্ব দম্পতি আনিসুর রহমান এবং বুলো দাসের। বয়স যখন কম ছিল, সেই সময় জমিতে দিনমজুরি করে আয় করতেন আনিসুর। বয়স বেড়েছে। তাই, আগের মতো আর গতর খাটে না আনিসুরের। স্ত্রী বুলোর দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়েছে। পয়সা জোগাড় করে একবার চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্ত্রীর অপারেশন করান। চোখের সমস্যা যায়নি। উলটে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে। দম্পতিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল মালদা গিয়ে ভালো চোখের ডাক্তার দেখানোর।

দু'বেলা যাঁদের ভাত জোটে না, ঘর থেকেও নেই, যাঁদের আয় গোরুর দুধ বিক্রি করে সেই পরিবার কী করে মালদা যাবে? কেমন করে ডাক্তার দেখাবে?

ভাঙা ঘর আগলে আনিসুর ও বুলো। বুধবার চাঁচলে তোলা সংবাদচিত্র।

সবই তো নোটের ব্যাপার।

সকরুণ অবস্থার কথা বলতে গিয়ে চোখের কোণা চিকচিক করে উঠল আনিসুরের। গলা জড়ানো অবস্থায় ৬৫ বছরের প্রবীণ নাগরিক বলেন, 'দাদা, যে ছেলেকে কোলেপিঠে মানুষ করেছিল, সেই ছেলেই বাবা-মাকে দেখে না। ও থাকে অন্য জায়গায়। ঘরের এক কোণায় ছোট গোয়ালঘরে দুটি গোরু রয়েছে। গোরুর দুধ বিক্রি করে যা আয় হয় তা দিয়েই চলে আমাদের সংসার। র‍্যাশন থেকে পাই ১০ কিলো চাল। স্ত্রী চোখে ভালো দেখতে পায় না। কোনওরকমে রান্না করে। প্রতিবেশীরা সাহায্য করে। তাদের সাহায্যে, স্ত্রীর রান্না করা খাবার খেয়ে কোনওরকমে দিন কাটাই। কতদিন পারব, তা জানি না। সরকারি সাহায্যের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করি। সে আমাদের কাছে তিন হাজার টাকা চেয়েছিল। আমার পক্ষে ওই টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই, সরকারি সাহায্য পাইনি। বার্ধক্য ভাতা পেলে অনেকটাই স্বস্তিতে থাকতাম।'

জীবন যন্ত্রণা কাহিনী বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন বুলো দাস। জানান, 'বেশ কয়েক মাস ধরে আমার চোখের সমস্যা। হাসপাতালে গিয়ে চোখের ছানি কাটালাম। তারপর থেকে একদমই ঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছি না। ফলে না পারছি রান্না করতে না পারছি গোরুর পরিচর্যা করতে। ভোটের সময় নেতারা এসে কত সুন্দর-সুন্দর কথা বলে। কত প্রতিশ্রুতি দেয়। ভোট মিটলে আর তাঁদের দেখা পাই না। আবার অপেক্ষা পরের ভোটের। এত কষ্ট করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। আর আমরা মরলে হয়তো সরকারের ঘুম ভাঙবে।

আনিসুর রহমানের প্রশ্ন, 'সরকারের সুবিধা পাওয়ার জন্য আর কত গরিব হতে হবে আমাদের বলতে পারেন? ভাতার জন্য কতবার ঘোরাঘুরি করেছি। ব্লকেও গেছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। ঘরটাও পেলাম না। যাঁদের পাকা বাড়ি তাঁদের অনেকেই ঘর পেয়ে গেছে। আসল আমাদের তো কাটমানি দেওয়ার সামর্থ্য নেই।'

প্রতিবেশী বাবাই দে জানান, সত্যি ওই পরিবার খুব কষ্টে রয়েছে। আমরা যতটা পারি ওনাদের সাহায্য করি। দরকার একটা স্থায়ী সমাধানের। সরকার দয়া করে একবার এদের দেখুক।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা মাম্পি রায় বলেন, 'কাটমানির ব্যাপারে কিছু বলতে পারব ন। ওই পরিবার যাতে সরকারি সুযোগসুবিধে পায়, তার জন্য চেষ্টা করব।' চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্চালক প্রণব দাস জানান, 'কিছুদিনের মধ্যে ফের শুরু হবে দুয়ারে সরকার। পঞ্চায়েতের তরফ থেকে দেখব যাতে ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ভাতা চালু হয়। চিকিৎসার ব্যাপারে প্রশাসনের সঙ্গেও কথা বলছি।'

বর্ষার দুর্ভোগ মেটাতে বাঁধ তৈরির উদ্যোগ

কুশমণ্ডি, ৬ ডিসেম্বর : বর্ষা এলেই শুরু হয় দুর্ভোগ। টাঙনের বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা। এবছরও বর্ষায় ছোট ও বড় দামোদরপুরের একাধিক গ্রামে জল ঢুকে পড়ে। পাট সহ ধানের ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েন কৃষকরা।

আর যাতে সেই সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর রেখে এবার বুধবার দুপুরে টাঙন নদীর পাড়ে বাঁধ বাঁধানোর জায়গা পরিদর্শন করলেন গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক পি প্রমোথ, জেলার সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার ও ইরিগেশন দপ্তরের আধিকারিকরা।

পি প্রমোথ জানান, 'বাঁধ সংস্কারের পরিকল্পনা করা হবে। আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্যার সমাধান করার।' অম্বরিশ সরকারের বক্তব্য, 'এবার বর্ষায় ছোট দামোদরপুর ও বড় দামোদরপুরের বিচ্ছিন্ন এলাকায় বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে পড়েছিল। সেই ভয়ংকর পরিস্থিতি দেখেছি। আগামী বছর বর্ষার আগেই যাতে বাঁধ সংস্কার করা যায়, তার জন্য আজ জায়গাটা পরিদর্শন করা হল।'

পাড়ের বাসিন্দা আতিউর রহমানের আবেদন, 'ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হলে তো কাজ করা যাবে না। তাই আমাদের দাবি, লোকসভা ভোটের আগে বাঁধ সংস্কার শুরু করুক প্রশাসন।' একই মত স্থানীয় বাসিন্দা মামুদ আলমের।

একত্রিত হলে বিজেপিকে হারানো সম্ভব বলে বার্তা

রাহুলের ফোন, মমতার পরামর্শ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে 'ইন্ডিয়া' জোটকে আবারও ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোটের সব শরিক একসঙ্গে লড়াই করলে বিজেপিকে যে হারানো সম্ভব, তা মনে করিয়ে দিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'আমাদের একসঙ্গে লড়তে হবে। ভোট কাটাকাটির জন্যই তিন রাজ্যে কংগ্রেসের ফল খারাপ হয়েছে। একত্রিত থাকলেই বিজেপিকে হারানো সম্ভব। বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করে। এই বিভেদের রাজনীতি দেশ থেকে সরাতে হবে।'

বুধবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার আগে কলকাতার ধর্মতলায় সংখ্যালঘু সেলের সংহতি সভায় রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ফোনে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবারই পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক নিয়ে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। তাঁর পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় তিনি ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সোমবার আমাকে রাহুল গান্ধি ফোন করেছিলেন। তবে বৈঠক সম্পর্কে আমাকে আগে থেকে জানানো হয়নি। আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম, আমার পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি আছে। মুখ্যমন্ত্রীদের কর্মসূচি আগে থেকেই তৈরি থাকে। অন্তত ৭ থেকে ১০ দিন আগে জানতে না পারলে খুব সমস্যা হয়।' তৃণমূল সূত্রে খবর, বৈঠক সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানতে না পারায় তিনি যে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন, তা কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে পৌঁছোনোর পরই মমতাকে ফোন করেন রাহুল।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল বুধবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক হবে। কিন্তু মমতা, নীতীশ, অখিলেশরা আসতে পারবেন না বলে জানানোয় সেই বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়। আরজেডি সুপ্রিম লালুপ্রসাদ যাদব জানিয়েছেন, ওই বৈঠক ১৭ তারিখ হবে। ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে জোরালো সওয়াল করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তিন রাজ্যে শুধুমাত্র ভোট ভাগাভাগির কারণেই বিজেপি জিতে গিয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত শরিক একত্রিত থাকলে বিজেপি জিততে পারত না। আগামী লোকসভা ভোটেও শরিকরা আসন সমঝোতা করে লড়াই করলে বিজেপিকে হারানো সম্ভব।'

> আমরা ভেদাভেদ মানি না। 'ইন্ডিয়া'কে আরও জোরদার করতে হবে। তৃণমূলই বিজেপিকে হারাতে পারে। বিজেপির অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।
> –মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্ডিয়া জোটকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোনও ভেদাভেদ আমরা মানি না। ইন্ডিয়াকে আরও জোরদার করতে হবে। ভোট কেটে যারা বিজেপিকে জেতাতে চাইছে, তাদের চিহ্নিত করুন। ধর্মের নামে সমাজকে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃণমূলই বিজেপিকে হারাতে পারে। বিজেপির অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।'

তবে মমতা ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করার বার্তা দিলেও তাঁর দলের গতিবিধি ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। বুধবার সন্ধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের একটি নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু সেই নৈশভোজে যোগ দিল না তৃণমূল। এব্যাপারে তৃণমূলের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা খাড়গেজির কক্ষে সকাল ১০টায় বৈঠক করতে অভ্যস্ত। কিন্তু আচমকা সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ জানালে যাওয়া সম্ভব নয়।' সুদীপের খোঁচা, 'সবটাই হোয়াটসঅ্যাপে হয় না। এসএমএসে নৈশভোজ ডাকা যায় কিনা তা আমার জানা নেই।'

তবে তৃণমূল যোগ না দিলেও অন্য ইন্ডিয়া শরিকরা খাড়গের বাসভবনের বৈঠকে হাজির ছিলেন। ইন্ডিয়া জোটের ফাটল মেরামতে উদ্যোগী হয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও। শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, আহ্বায়ক হিসেবে উদ্ধব ঠাকরে সবথেকে গ্রহণযোগ্য মুখ।

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'বিভাজনের রাজনীতি করার চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। মাথায় রাখবেন, আপনাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে বিজেপি। এই দিনটি সম্প্রীতি দিবস, ঐক্যের দিবস হিসেবে আমরা পালন করি। বাংলার মাটি সংস্কৃতির মাটি, সব ধর্মের মাটি বাংলা। আগামীদিনে বাংলাই পথ দেখাবে।'

বকেয়া আদায়ে দলকে ফের পথে নামার নির্দেশ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : একশো দিনের কাজের প্রকল্পে উত্তরপ্রদেশে মোট ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪৬৪টি ভুয়ো জব কার্ড ২০২২-২০২৩ সালে বাতিল হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৫ হাজার ২৬৩টি ভুয়ো জব কার্ড বাতিল করা হয়েছে। অথচ ওই আর্থিক বছরেই উত্তরপ্রদেশ সরকারকে এই প্রকল্পে ১২,৭৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে এরাজ্যকে কোনও টাকাই দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার।

এই নিয়ে ইতিমধ্যেই তৃণমূল বুথস্তরে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট বলছে, একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বিজেপি শাসিত উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে। অথচ ওই দুই রাজ্যে এই প্রকল্পের টাকা আটকে রাখেনি কেন্দ্রীয় সরকার। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের।

ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেবের করা প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জানিয়েছেন, ২০২১ সালে সারা দেশে মোট ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৪০১টি ভুয়ো জব কার্ড বাতিল হয়েছে। তার মধ্যে ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ সালে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০১টি কার্ড উত্তরপ্রদেশে ও ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৮টি কার্ড মধ্যপ্রদেশে বাতিল হয়েছে। এই দুই রাজ্যেই বিজেপি শাসিত সরকার রয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বাতিল কার্ডের সংখ্যা মাত্র ৫৬৫১। তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেলে বুধবার দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গকে রাজনৈতিকভাবে হেনস্তা করতেই এই টাকা আটকে রাখা হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে পাহাড়ে রয়েছেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই তথ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যের সর্বত্র বুথস্তরে এই নিয়ে প্রচারাভিযান চালাতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশে ৩ লক্ষ ভুয়ো জব কার্ডে বরাদ্দ সর্বাধিক

একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বঞ্চিতরা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে আন্দোলনও করেছেন। এই ইস্যুতে দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারই মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট তৃণমূলের হাতে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফের একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকার দাবিতে দিল্লিতে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন উত্তরবঙ্গ যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় চেয়েছি। এই রাজ্যকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা থেকে কেন বঞ্চিত করা হবে, তা আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইব। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় পেলেই আমি সমস্ত সাংসদকে নিয়ে দেখা করব।'

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ সরকার নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ভুয়ো জবকার্ড বাতিল করেছে। কিন্তু এই রাজ্যের সরকার ওই ভুয়ো জব কার্ডকে ব্যবহার করে নেতাদের পয়সা কামানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কাছে যে প্রশ্ন রেখেছিল, তার উত্তর রাজ্য সরকার দিতে পারেনি। তার ফলে বোঝাই যাচ্ছে, এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্যের যে শ্রমিকরা এই প্রকল্পে কাজ করেছেন, তাঁদের টাকা মিটিয়ে দেওয়া উচিত।'

এনক্লোজারেও দুরন্ত চিতাবাঘ। বুধবার বর্ধমানের রমনাবাগানে। –পিটিআই

ঝালদা পুরসভার আস্থা ভোটের রায়ে স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর: ঝালদা পুরসভায় আস্থাভোটের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে আস্থাভোটের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুধবার সেই নির্দেশেই স্থগিতাদেশ দেয় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। পুরসভার চেয়ারম্যানের অপসারণের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

ঝালদা পুরসভার পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়কে অপসারণের দাবিতে গত ২৩ নভেম্বর হাইকোর্টে জোড়া মামলা দায়ের করেছিলেন পাঁচ তৃণমূল কংগ্রেস ও দুই কংগ্রেস কাউন্সিলার। ৩০ নভেম্বর বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই মামলায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে আস্থাভোট করাতে হবে। ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে এই নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য সরকার। এদিন এই মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, পুরপ্রধান অপসারণের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। আদালত এই বিষয়ে আস্থাভোট করানোর নির্দেশ দিতে পারে না। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পুরসভা গ্রহণ করবে। এরপরেই বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

৭৮১ নয়, শিক্ষকের শূন্যপদ অনেক বেশি

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : রাজ্যে শিক্ষকের মোট শূন্যপদ ৭৮১ বলে মঙ্গলবার বিধানসভায় জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই তথ্য প্রকাশের পরই শুরু হয় জোর আলোড়ন। বুধবার আগের সেই ঘোষণা থেকে সরে গিয়ে ব্রাত্য জানান, ৭৮১ নয়, শূন্যপদের সংখ্যা অনেক বেশি। একদিনের মধ্যেই শিক্ষামন্ত্রীর ভোলবদল নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিরোধীরা।

শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবিতে কয়েক বছর ধরে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছেন হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী। তারই মধ্যে নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই ও ইডি তদন্ত শুরু করে। এর জেরে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ শিক্ষাকর্তারা গ্রেপ্তার হন। বর্তমানে তাঁরা বিচারাধীন বন্দি। শিক্ষক পদে নিয়োগ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই কলকাতায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন চাকরিপ্রার্থীরা। বিরোধীরাও দুর্নীতি ও শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবি জানিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে শাসকদলের বিরুদ্ধে শিক্ষক পদে নিয়োগ ও দুর্নীতি বিজেপির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভোল বদল ব্রাত্যর

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, উচ্চমাধ্যমিকে ১৩টি, মাধ্যমিকে ২৮টি, প্রাথমিকে ২৬৭টি ও উচ্চপ্রাথমিকে ৪৭৩টি শূন্যপদ আছে। সবমিলিয়ে সংখ্যাটি ৭৮১। বুধবার ব্রাত্য তাঁর আগের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ সরে আসেন। এদিন বিধানসভায় তিনি জানান, বর্তমানে প্রাথমিকে শূন্যপদ ১১,৭৬৫ এবং উচ্চপ্রাথমিকে শূন্যপদের সংখ্যা ১৪,৩৩৯। এই দুই ক্ষেত্রেই আদালতের নির্দেশে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মাধ্যমিকে খালি পদের সংখ্যা ১৩,৫০০-র বেশি। উচ্চমাধ্যমিকে এই সংখ্যা সাড়ে ৫ হাজারের বেশি। আদালতের নির্দেশ পেলে এই সমস্ত পদেও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। এছাড়াও কিছু পদ খালি পড়ে আছে। তাঁর বক্তব্য, 'মঙ্গলবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি বলেছিলাম শিক্ষকের শূন্যপদ কত তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিনিয়তই কেউ না কেউ অবসর নিচ্ছেন। কিন্তু আমার কথা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আমি এই বিতর্কের অবসান চাই।এজন্যই আজকের এই পরিসংখ্যান দেওয়া হল।' বিরোধীরা ব্রাত্যর বক্তব্য নিয়ে কটাক্ষ করা শুরু করেছেন। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আসলে তথ্য গোপন করছেন শিক্ষামন্ত্রী। এই সরকারের কাজই হল তথ্য গোপন করা। হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী আজ রাস্তায় আন্দোলন করছেন। সেই লজ্জা ঢাকতেই মিথ্যা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী।'

চাকরি বাতিলের যুক্তি জানতে চাইল ডিভিশন বেঞ্চ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর: প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি কোন যুক্তিতে বাতিল হয়েছিল, জানতে চাইল ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে মামলার বাদী-বিবাদী সব পক্ষকে তা লিখিত আকারে জমা দিতে হবে।

২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার চাকরিপ্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ২০১৬ সালে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে পর্ষদ। ৪২ হাজার ৯৪৯ জন প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি রয়েছে বলে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন ১৪০ জন চাকরিপ্রার্থী। চাকরি পাওয়া ৩২ হাজার প্রার্থী অপ্রশিক্ষিত বলেও অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় গত ১২ মে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরের চারমাস ওই ৩২ হাজার শিক্ষক প্যারাটিচারের মতো বেতন পাবেন। তিন মাসের মধ্যে পর্ষদকে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। গত ১৯ মে বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়। ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আপাতত ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হবে না। তবে নতুন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশ নিতে হবে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে পালটা সুপ্রিম কোর্টে যায় পর্ষদ ও শিক্ষকদের একাংশ। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, যাদের চাকরি বাতিল হয়েছিল তাদের কিছু অংশকে মামলায় যুক্ত করে বক্তব্য শোনা উচিত ছিল হাইকোর্টের একক ও ডিভিশন বেঞ্চের। তা তাঁরা করেননি। নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ হবে। তাই নতুন করে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা নেই।

এরপর ডিভিশন বেঞ্চের অন্তর্বর্তী নির্দেশ খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। ডিভিশন বেঞ্চকে ক্ষতিগ্রস্তদের বক্তব্য শোনার পরামর্শ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তবে একক বেঞ্চের নির্দেশ নিয়ে কোনও রায় দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট।

অবশেষে প্রধানমন্ত্রী ও উপাচার্যর নাম সংবলিত বিশ্ব হেরিটেজের স্বীকৃতি প্রাপ্তির ফলক গুঁড়িয়ে দেওয়া হল শান্তিনিকেতনে। বুধবার সন্ধ্যায় অভিযানে নেমে শান্তিনিকেতনের তিনটি ঐতিহ্যবাহী স্থানে বসানো তিনটি ফলক ভেঙে দিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন অধ্যাপক,পড়ুয়া, আশ্রমিক এবং প্রাক্তনীরা। *তথ্য ও ছবি : আশিস মণ্ডল*

নিযুক্তদের নোটিশ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : ২০১৬ সালে এসএসসিতে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে নোটিশ পাঠাতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। শিক্ষক-অশিক্ষক মিলিয়ে ২৩,৫৪৯ জন চাকরি পেয়েছিলেন। তাঁদেরই নোটিশ পাঠাতে বলল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। এই নোটিশ পেয়ে স্বাক্ষর না করলে তাঁরা চলতি মাসে বেতন পাবেন না বলে জানিয়ে দিল আদালত।

২০১৬ সালে এসএসসির মাধ্যমে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। খালি খাতা ও ফাঁকা ওএমআর শিট জমা দিয়ে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের অযোগ্য বলে চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন চাকরিপ্রাপকরা। তাঁদের দাবি, তাঁদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই চাকরি বাতিল করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, নোটিশ পাওয়ার পর তাঁদের দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে। তা না করলে ডিসেম্বর মাসের বেতন পাবেন না। আদালতের নির্দেশ ঠিকমতো পালন হয়েছে কিনা দেখার জন্য একজন নোডাল অফিসার নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে আদালতে।

শুভেন্দুর স্বস্তি

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর: শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মানহানি মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই মামলায় নিম্ন আদালতে আপাতত বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে বলে নির্দেশ দেয় বিচারপতি শম্পা সরকারের বেঞ্চ।

কেন্দ্রের 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পে একাধিক বিষয়ে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়ের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেছিলেন, খোলা বাজারে ফেরুলের দাম ২১৩ টাকা। অথচ তা কেনা হয়েছে ৫৭০ টাকায়। ১,০৮৬ কোটি টাকার প্রকল্পে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে। এরপরই মানহানির মামলার বিষয়ে শুভেন্দুকে নোটিশ পাঠান মন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, শুভেন্দু তাঁর পাঠানো নোটিশের কোনও জবাব দেননি। গত ৩ জানুয়ারি বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে উলুবেড়িয়ার মহকুমা আদালতের দেওয়ানি বিভাগে মানহানির মামলা দায়ের করেন মন্ত্রী। মামলাটি নিম্ন আদালতেই বিচারাধীন ছিল। মন্ত্রীর দায়ের করা মামলাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। বুধবার শুভেন্দুর মামলার শুনানিতে বিচারপতি নির্দেশ দেন, হাইকোর্টে মামলার বিষয়টি মন্ত্রী পুলক রায়কে জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে নোটিশ দিতে হবে। এরপরই হাইকোর্টে আবার মামলাটি উঠবে। নিম্ন আদালতে আপাতত এই মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে। ১১ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

সমাবর্তন বাতিল

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : বাতিল হয়ে গেল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিজে আব্দুল কালাম অডিটোরিয়ামে ওই সমাবর্তন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার কলেজের এক শিক্ষক ও কয়েকজন শিক্ষাকর্মী সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল করার দাবিতে উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের রাত পৌনে ১০টা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখেন। এদিন কলেজের রেজিস্ট্রার দেবাংশু রায় অনুষ্ঠান বাতিলের নোটিশ জারি করেছেন। সেখানে অবশ্য বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনার প্রেক্ষিতেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল করা হল। এইভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষকমহলে।

৪২ আসনে প্রার্থী হিন্দু মহাসভার

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তার মধ্যেই বাংলা থেকে ৪২টি আসনেই ভোটে লড়াইয়ে কথা ঘোষণা করল মহাসভা।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যের ৪২টি কেন্দ্রে তাঁরা লড়াই করতে চলেছেন। তাঁর দাবি, শুধু লড়াই নয়, তাঁরা হতে চলেছেন আগামী লোকসভার নির্ধারক শক্তি। ইতিমধ্যেই মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশ তাঁদের সমর্থন করবে বলে জানিয়েছে। এজন্য ঠাকুরনগরে মতুয়াদের নিয়ে দলের আঞ্চলিক কমিটিও গঠন করা হয়েছে। অতীতে বিজেপির মঞ্চে দেখা গেলেও বর্তমানে রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন, বাংলার রাজ্য সংগীত নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা সর্বদল বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এদের পিছনে রয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। জেতার জন্য তিনি জাতীয় সংগীত, চণ্ডীপাঠের পর হিন্দু মহাসভাকে ধরেছেন। তবে মানুষ স্থির করে নিয়েছে এবার গঙ্গার আরতির ঘাটে তৃণমূলকে ডুবিয়ে দেবে।

আধ ডজনের বেশি মন্ত্রী-বিধায়ক ভোটদানে বঞ্চিত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : টানা দু'দিন আলোচনা শেষে বিধানসভায় ভোটাভুটিতে পাশ হল ক্রিমিনাল জাস্টিস ডেলিভারি সিস্টেম। আর এই নিয়ে বুধবার বিধানসভায় ঘটল প্রায় নজিরবিহীন ঘটনা। ভোটাভুটি চেয়েছিল বিজেপি পরিষদীয় দল। আর মূলত তাঁদের আপত্তিতেই ভোটাভুটিতে এদিন অংশ নিতে পারলেন না রাজ্যের আধডজন মন্ত্রী ও শাসক দলের দুই বিধায়ক। ঘটনাটি নজিরবিহীন। কারণ, বিজেপি পরিষদীয় দলের আপত্তিতে এঁদের ভোট দিতে না দেওয়ার ব্যাপারে এদিন খোদ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মতি জানান। তাঁর নির্দেশেই এঁরা ভোট দিতে পারলেন না।

বুধবার অধিবেশনে ভোটাভুটির সময় অধ্যক্ষ বিধানসভাকক্ষের দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। শুরু হয় সভায় শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়কদের মধ্যে ভোটাভুটির জন্য স্লিপ বিতরণ। সেই সময় দরজা ঠেলে সভায় প্রবেশ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তাঁদের সঙ্গে সভায় ঢোকেন তৃণমূলের বিধায়ক নির্মল মাজি। আর তাঁদের সভায় ঢুকতে দেখেই বিজেপি বিধায়করা প্রতিবাদ করে ওঠেন। তাঁদের দাবি, এঁদেরকে সভায় ভোট দিতে দেওয়া চলবে না। অধ্যক্ষ তাঁদের ভোট দিতে দিলে প্রতিবাদে তাঁরা সভা থেকে ওয়াকআউট করবেন। এই সময় আরও দুই মন্ত্রী সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন সভায় ঢোকেন। তৃণমূল বিধায়ক বিবেক গুপ্তও এইসময় সভায় আসেন। এঁদের সবাইকে দেরিতে সভায় আসতে দেখে অধ্যক্ষ বিজেপি বিধায়কদের প্রতিবাদকে পরোক্ষে সমর্থন করে নির্দেশ দেন, যেসব মন্ত্রী ও বিধায়ক স্লিপ দেওয়ার সময় সভার ভিতরে ঢুকেছেন, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না।

বিজেপি'র আপত্তি মানলেন অধ্যক্ষ

বিজেপি বিধায়করা দাবি তোলেন, এঁরা কক্ষে থাকলেও তাঁরা সভা থেকে ওয়াকআউট করবেন। এরপর অধ্যক্ষ বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গাকে বলেন, 'আপনারা ওয়াকআউট করবেন না। ওঁরা কেউ ভোটে অংশ নেবেন না।'

এরপর শুরু হয় ভোটপর্ব। ভোটে প্রস্তাবটি পাশ হয় ১০১-৪২ ভোটে। ন্যায় সংহিতা বিলের বিরোধিতা করে শাসক দলের আনা প্রস্তাব এদিন পাস হয় এই বিতর্কের মধ্যেই। তৃণমূলের বিধায়কদের বক্তব্য, 'এই বিলে একাধিক অমানবিক ধারা যুক্ত হয়েছে। যা মোটেই জনস্বার্থ রক্ষা করে না। যদিও বিরোধী দল বিজেপি বিধায়কদের দাবি, দেশের স্বার্থেই কেন্দ্র এই বিল এনেছে। দেশের স্বার্থরক্ষায় এই বিল স্বাভাবিকভাবেই সমর্থনযোগ্য।'

চলচ্চিত্র উৎসবে আজ বাঁকুড়ার সিনেমা প্রদর্শন

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ৬ ডিসেম্বর : কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এবার সবার নজরে বাঁকুড়া। ক্লাইমেট ক্রাইসিস-নিয়ে ৫ ছবি প্রদর্শিত হবে। তার মধ্যে একমাত্র বাংলা ছবি 'কলমকাঠি' বানিয়েছেন লালমাটির দেশের ছেলে বিপ্লব দাস। দেশীয় প্রজাতির কলমকাঠি ধান কীভাবে পরিবেশ রক্ষার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, রুপোলি পর্দায় সেটাই তুলে ধরেছেন তিনি। বাঁকুড়ার অনেকেই বলছেন, কলকাতার বাইরেও যে এত ভালো সিনেমা তৈরি হয় সেটা বাঁকুড়া দেখিয়ে দিল।

৭ ডিসেম্বর বিকাল ৩.৩০ মিনিটে ভবানীপুর বিজলি সিনেমাহলে প্রদর্শিত হবে এই সিনেমা। ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একাধিক বিভাগে পুরস্কার জিতেছে রাঢ়বঙ্গের হারিয়ে যাওয়া কলমকাঠি ধান নিয়ে তৈরি সিনেমা। বাঁকুড়ার পটভূমিতে চিত্রনাট্য ও সংলাপ লেখা থেকে শুরু করে পরিচালনা করেছেন ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের এই কাহিনীচিত্র কলমকাঠি।

পরিচালক বিপ্লব দাস তাঁর কলমকাঠি-তে তুলে ধরেছেন, চাষবাসে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কীভাবে পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র ও মাটির সর্বনাশ ডেকে আনছে। কলমকাঠি একটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ধানের প্রজাতি। আগেও রাঢ়বঙ্গ ও মানভূমের মাটিতে কলমকাঠি ধান চাষ করে গোলা ভরে থাকত ঘরে ঘরে। সেই সুমিষ্ট ধান গবেষণাগারে ঠাঁই নিয়েছে। বিপ্লব দাস ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বাঁকুড়া জেলা সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা। জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি গ্রামবাংলার মানুষের মনে গেঁথে থাকা কুসংস্কার দূর করতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

কথায় কথায় জানালেন, বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের আড্ডায় বসে কলমকাঠি ধান নিয়ে সিনেমা তৈরির বিষয়টি মাথায় আসে। কলমকাঠি ধানকে বাঁচাতে এবং দেশীয় ধানের চাষ ফিরিয়ে আনতে বাঁকুড়ার মানুষকে কাজে লাগিয়েছি এই সিনেমায়। ছাতনার শুশুনিয়া পাহাড় কোলের চাঁদড়া কল্যাণ সংঘের একটি আলোচনা সভার পরই চিত্রনাট্যও লিখে ফেলি। ছাতনার শুশুনিয়া পাহাড় কোলের অমরকানন শময়িতা মঠের আদর্শ গ্রাম শিউলিবোনা, সোনামুখীর পাঁচাল, বাঁকুড়া শহর, রাজগ্রাম, খাতড়ার সোনামণি পাহাড়ে ২০ দিন ধরে শুটিং করেছি।

বিপ্লবের কথায়, কলমকাঠি সহ অনেক দেশীয় ধান খরা অঞ্চলে অত্যন্ত উপযোগী। ছবিটি নির্মাণ করেই দেশ-বিদেশের বহু চলচ্চিত্র উৎসবে সিডি পাঠিয়েছিলাম। ইউক্রেন, সুইডেন, আমেরিকা, তুর্কি, মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার জিতেছি। এর আগে ইন্দো-ফ্রান্স ফিল্ম ফেস্টিভাল থেকেও একাধিক বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে কলমকাঠি। সিনেমার সংগীত পরিচালনা করেছেন পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত বিভাগেও আগে এই সিনেমা পুরস্কার জিতেছে।

পরিচালক বলেন, আমরা ফিল্মমেকার নই। কলমকাঠিও সেই অর্থে ফিল্ম নয়। অভিনয়, মেকআপ, ক্যামেরা, লাইট, সাউন্ড- কোনওটাই এখানে ফিল্মের মতো করে করা হয়নি। আমাদের চেষ্টা ছিল, দুই দশক আগের এই সুমিষ্ট ধানের চালকে ফিরিয়ে আনা। পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেওয়া।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিপন্ন কোনও পশুকে বাঁচাতে পেরে আনন্দ। নতুন চাকরিতে যোগ দিতে পারেন। বৃষ : অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। মিথুন : ব্যবসার কাজে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্কট : হঠাৎ নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। অন্যায়কারীকে আজ চিনতে পারবেন।

সিংহ : ভ্রমণে আনন্দ লাভ। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কন্যা : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। সংসারে আত্মীয়রা আসায় আনন্দ। তুলা : নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পেয়ে খুশি। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। বৃশ্চিক : ভাইয়ের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। ধনু : শরীর নিয়ে এক ধরনের দুশ্চিন্তা থাকবে। ব্যবসার জন্যে ধার করতে হতে পারে। মকর : খুব কাছের লোকের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। নতুন অফিসে যোগ দিতে পারেন। কুম্ভ : রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ। মীন : বিদেশে যাওয়ার পথ খুলে যাবে। চোখের সমস্যা। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ভাঃ ১৬ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর ২০২৩, ২০ অঘোন, সংবৎ ১০ মার্গশীর্ষ বদি, ২২ জমাঃ অউঃ। সূঃ উঃ ৬।৯ অঃ ৪।৪৯। বৃহস্পতিবার, দশমী রাত্রি ২।৫৩। হস্তানক্ষত্র অহোরাত্র। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ১১।৪০। বণিজকরণ দিবা ১।৫৯ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।৫৩ গতে ববকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ২।৫৩ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।৯ গতে ৪।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৯ গতে ১।৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ২।৫৩ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ২।৫৩ গতে শেষরাত্রি ৪।৩৪ মধ্যে গর্ভাধান। বিবাহ- রাত্রি ২।৫৩ গতে শেষরাত্রি ৪।৩১ মধ্যে তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ২।৫৩ মধ্যে মাসদগ্ধা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ২। ৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৯।২৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।১০ মধ্যে।

১৯৩৩ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়।

বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৭৯ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বৃহস্পতিবার, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৮ সংখ্যা

শরিকি বিবাদে জট

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের ভরাডুবিতে 'ইন্ডিয়া' জোটের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদবরা সরাসরি এজন্য কংগ্রেসকেই দোষারোপ করেছেন। আলতো সমালোচনা করেছে আপ এবং জেডিইউ। 'ইন্ডিয়া'র এই রথী-মহারথীদের স্পষ্ট বার্তা, কংগ্রেস হেরেছে নিজের দোষে। তাতে বাকি শরিকদের দায় নেই। হারের জন্য জোটের ঘাড়ে দায় চাপানোর বক্তব্য অবশ্য কংগ্রেসের তরফে এখনও শোনা যায়নি।

লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, বিরোধীদের ছন্নছাড়া দশা তত প্রকট হচ্ছে। জোট হলেও যেন জোটধর্ম পালনে মতি নেই বিরোধীদের। কংগ্রেসের নেই, অন্য শরিকদেরও নেই। ডিএমকে, আরজেডির মতো ইউপিএ'র পুরোনো সঙ্গীরা ছাড়া বাকিরা প্রায় সকলেই ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসের বড়দাদাসুলভ মানসিকতার বিরোধী। তিন রাজ্যে হারের পর সেই বিরোধিতার সুর আরও চড়ছে। কংগ্রেস মাথা নীচু করে কাদায় পড়া হাতির মতো এসব সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে বিধানসভা ভোটের আগে জোট শরিকরা বিজেপির বিরুদ্ধে একসঙ্গে ভোটে লড়াই করার কথা বললেও ওই রাজ্যগুলির কংগ্রেস নেতৃত্ব সরাসরি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমনকি ভোপালের বৈঠক শেষমুহূর্তে বাতিল করতে হয় প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের একগুঁয়েমির কারণে। কংগ্রেস ধরে নিয়েছিল, পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে পাঁচটিতেই তারা জয়ী হবে এবং জোটের বড় শরিক হিসেবে ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ তাদের হাতে চলে আসবে।

কিন্তু বিজেপি নামক দোর্দণ্ডপ্রতাপ দলটিকে হারানোর ক্ষমতা এবং রণকৌশল যে ওই তিন রাজ্যে কংগ্রেসের কাছে নেই, তা সম্ভবত মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধিরা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তিন রাজ্যে সেই ভুলেরই মাশুল দিতে হল। এই অবস্থায় 'ইন্ডিয়া' জোট শেষপর্যন্ত টিকে থাকবে কি না, তা নিয়ে এখন ভোটারদের মধ্যেও প্রশ্ন উঠছে।

২০২৪ সালে কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে বিরোধী দলগুলি কয়েকমাস আগে 'ইন্ডিয়া' জোট গঠন করার পর কয়েকদফা বৈঠকই শুধু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত জোটের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি হয়নি। জোটবদ্ধ আন্দোলন বা কর্মসূচি কোনওটিই গ্রহণ করা হয়নি। বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরানোর কাজটি কোন পথে হবে, কী তার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে কার্যত দিশাহীন বিরোধীরা।

তিন রাজ্যের ফলাফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, মানুষ হারেননি, হেরেছে কংগ্রেস। তিনি যা বলেননি সেটা হল, 'মানুষকে জেতাতে' বিরোধীরা এমন কোনও বিকল্প তুলে ধরতে পারেনি যাতে মানুষ আস্থা রাখতে পারে। দেশে সমস্যার কমতি নেই। মানুষ অজস্র সমস্যায় জর্জরিত। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। কিন্তু আগামী ৫ বছর দেশের ৮১ কোটিরও বেশি মানুষকে কেন্দ্র বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়ার মতো একাধিক পদক্ষেপ করেছে। এই কৃতিত্বের সুফল ভোগ করছে সরকার।

অন্যদিকে, বিরোধী জোটের অভ্যন্তরে মুষলযুদ্ধ শুরুর ইঙ্গিত মিলছে। তাতে মানুষের কল্যাণে কারও নজর থাকা নিয়ে সংশয় তৈরি হচ্ছে। এই আস্থা তৈরি করতে না পারাটা 'ইন্ডিয়া' জোটের সবথেকে বড় ব্যর্থতা। কংগ্রেসকে একা ক্ষীর খেতে দিতে চায় না তৃণমূল, সপা, আপের মতো দলগুলি। সেটা না হয় হল। কিন্তু ঢাকঢোল পিটিয়ে জোটের নাম ঠিক করলেও বিরোধীদের একজোট হতে না পারা 'ইন্ডিয়া'র আরেক ব্যর্থতা।

সদ্য সমাপ্ত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার এই ভোটের ফলাফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি আপাতত অদম্য, অপ্রতিরোধ্য, অজেয় বলে মনে হচ্ছে। জোটধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে জোট শরিকরা একে অন্যের পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎকে আরও সমস্যাসংকুল করে তুলছে ক্রমশ।

অমৃতধারা

যারা সদগুরু সেবার অধিকার পেয়েছে, জানবে আধ্যাত্মিক জগতে তাদের প্রত্যেকের উন্নতি ধরাই রয়েছে। তাদের জন্য সমস্তই সাজানো রয়েছে, শুধু সময়ের সাপেক্ষ। চিত্তশুদ্ধি হলেই তাদের দৃষ্টি খুলে যাবে। ভগবানকে দেখতে চাওয়াও একটা কামনা। দেখতে চাইলেই তিনি দেখা দেবেন না, কারণ কামনা থাকতে কখনও ভগবানকে পাওয়া যায় না। একমাত্র তাঁর উপর নির্ভর ছাড়া– তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ ভগবানের দর্শন পায় না। নিষ্কাম হলে, চিত্তশুদ্ধি হলে তিনি আপনা হতেই দর্শন দেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া চোখের পলক পড়ে না – গাছের পাতা নড়ে না– অন্য কাজ তো দূরের কথা। এ কথা খুবই সত্য, কিন্তু এটা উপলব্ধির বিষয়। সাধারণ জীবকে এ কথা শোনালে চলবে না। অহংনাশ না হলে এ সত্য কেউ বুঝতে পারবে না।

–স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৯

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। আগ্নেয়াস্ত্র ৩। অল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব ৪। ঢাকা দেওয়ার বস্ত্র ৫। লাজুক প্রকৃতির ৭। জননী, মা ১০। হালকা ১২। কুলীন নন ১৪। খুব নরম ও মোলায়েম ১৫। ছিপছিপে পাতলা ১৬। রাক্ষস।

উপর-নীচ : ১। বিক্রির দলিল ২। অনাবশ্যক বিবাদ ৩। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ৬। চিবুকের হাড় বা হনু ৮। হুঁকোর সঙ্গে সম্পর্কিত ৯। একেবারে নতুন ১১। ঘুম কাটেনি ১৩। খিল বা গোঁজ।

সমাধান ■ ৩৬৯৮

পাশাপাশি : ২। বালাসন ৫। কুলুঙ্গি ৬। বকবকম ৮। শালি ৯। মার ১১। মানিকজোড় ১৩। মাদল ১৪। ফিনফিন।

উপর-নীচ : ১। অকুস্থল ২। বাঙ্গি ৩। সড়ক ৪। মলম ৬। বলি ৭। বহর ৮। শালিক ৯। মাড় ১০। কিশলয় ১১। মার্জনা ১২। জোগান ১৩। মান।

নতুন প্রজন্মের মনের মধ্যে আবেগের জায়গা ক্রমেই যেন হারিয়ে যাচ্ছে

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরে পঁয়ত্রিশরকম ভাজা বা ভজার গল্প। ছায়া ছায়া গাছ আর সজনে পাতার ঝিরঝির হাওয়ায় মাটির বারান্দার লেখাপড়ার আভাস এখন আর চর্মচক্ষে দেখবেন না কেউ। শুধু পুরোনো ফিল্মের চমৎকার ইলাস্ট্রেশন কিংবা অদ্ভুত অতীত ভাবনায় 'মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে... স্মৃতি যেন আমার এ হৃদয়ে বেদনার রঙে রঙে ছবি আঁকে...' এই জাতীয় কিংবা 'ভেবে দেখেছ কি... তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে'র গান মাথায় নিয়ে সেই মুদির দোকানের ভিটেয় ব্যবসা আর পাঠশালা সামলানো গুরু ঠাকুরের ছবি, গল্প, উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে লক্ষ করেছি। পথের পাঁচালীর অপুর বগলে আসন স্লেট-চকখড়ি নিয়ে চাদর গায়ে পাঠশালার এক পরিষ্কার চিত্র মনের মধ্যে যখন-তখন নাড়া দেয়। বৃদ্ধ ঠাকুমা গান্ধি চশমার ঝাপসা কাচের ভিতর থেকে ঠিক দেখে নেন পড়াশোনার পরিবেশ ঠিকঠাক আছে কি না।

বাড়ির ভেতর বাহির কোনওটাই বুঝি তখন এত দেখার বোঝার সুযোগ হয়ে উঠত না। নিজেদের খেলাধুলো, পড়াশোনার ফাঁকে। আর বড়দের কথার মধ্যে উটকো মন্তব্য করতে গেলে বড় বেমানান অভদ্র ডেঁপো এসব ভেবে নেওয়া হত। ফলত 'শ্রুতি' কে, 'হৃদয়'কে অর্থাৎ মনকে প্রশস্ত রাখতে হত অনেকখানি।

একটু বোকাটে মনে হতে পারে অনেকেরই আজকের নিরিখে। কিন্তু মস্তিষ্কের চলন, কাজকর্ম কখনও নিষ্ক্রিয় হত না। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় এক বন্ধুত্বের জায়গা ছিল। আর বিকেল না হতেই একদল স্কুলফেরত ছাত্রছাত্রী পাগলের মতো খেলার মাঠ, জঙ্গল আদাড় বাদাড়ে ছুটে বেড়াত। ফলত মাথা শুধু নয়, মনের ভিতর আবেগেরও বিস্তর জায়গা ছিল। এখন কী হয় সেটা পরের আলোচনা।

একটা কথা না বললেই নয়। এখন ছোট থেকেই হিসেবি কায়দায় মন দেওয়া-নেওয়া পর্ব চলে। কোএড ইস্কুলের কল্যাণে অনেক সময় অনেক ঘটনাই মিডিয়া মারফত জানা যায়, তাই নিয়ে বিরাট শোরগোল ওঠে। এসব জানাজানি পর্ব অতীতেও হত স্বাভাবিক মনের চলনে। তা ছিল অত্যন্ত গোপন, নিঃশব্দ চরণপাতে। নিজের মতো প্রেম এসেছে, দু'দিনের মন দেওয়া-নেওয়া। ভয় ভয়। ছাত্রছাত্রী, কিশোর-কিশোরীর বই ভাঁজে মিষ্টি আঁকাবাঁকা হাতের লেখার কয়েক লাইন। তারপরই মা বাবা অভিভাবকদের কড়কে দেওয়া আবার পাহাড় নদী জল গাছের মতো পাশাপাশি বন্ধু হয়ে থাকা বা জীবনেও কথা না বলা... এই তো ছিল। কখনও চরম পর্বে গড়ানোর প্রশ্ন ছিল না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে।

এখন পাঠরত ছাত্রছাত্রীর সামনে বিপুল জগৎ। তারা এগিয়ে আছে মনে হচ্ছে কয়েক ধাপ। মেধার বিচ্ছুরণ সুযোগও ঘটছে অনেকসময়। মেধা সবক্ষেত্রে সমমানের না হলেও বর্তমানের প্রচারসর্বস্ব দুনিয়ায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থী শিল্পী বা কবি, সাহিত্যিক তকমা পাবার সুযোগ পাচ্ছে সহজেই। কতটা মেধা, কতটা দক্ষতা তা ভাবার সুযোগ নেই তাদের কাছে। ফলে ইচ্ছে বা শিক্ষায় পরিশ্রমে কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি এসেছে। অন্যদিকে, অনেকেই নিজেকে যন্ত্রসর্বস্ব প্রতিযোগিতায় মেলে রাখতে না পেরে গুটিয়ে নিচ্ছে। হয়তো সে প্রতিভার সন্ধান হওয়া উচিত ছিল স্কুল থেকেই।

মোটকথা পড়াশোনা-বিদ্যাচর্চা ছাড়াও ছাত্রছাত্রীর সামনে এখন খোলা দুনিয়া। আমরা যাকে জেনেছি নিষিদ্ধ, পরের প্রজন্মের কাছে তা প্রয়োজন।

করোনাকালের বিরাট ঝড় পেরিয়ে এসেছে ওরা। ছোটদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে সবচেয়ে বেশি। নানা সাবধানতার মাঝখানেই অনলাইন ক্লাস চলেছে, কোনও কোনও উৎসাহী মা-বাবা বাড়িতেই স্নানটান করিয়ে স্কুলড্রেস পরিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন ক্যামেরার সামনে বা হ্যান্ডসেট বা নিজস্ব ল্যাপটপে যতটুকু দেখা যায় সন্তানকে, স্কুলের একটু গন্ধ যেন শিক্ষক-শিক্ষিকা মারফত ওদের এসে ছুঁয়ে দিচ্ছে। শিখেছে অনেক পরিচ্ছন্নতা। কিন্তু ক'জন? এ প্রশ্ন উঠবেই।

অর্ঘ্য বিশ্বাস

যাদের স্কুলমুখী হওয়ার কারণই ছিল বিদ্যালয়ে ভাত, ডাল, ভাজা অথবা ডিম-ভাতের জন্য, তারা উৎসাহ হারিয়েছে লকডাউন পরবর্তী সময়ে। এক বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়েছে নানা অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শুরু করে শহরের মাঝখানেও। নামী স্কুলের ছাত্রী ও ট্যাবের টাকা কিংবা স্কলারশিপের টাকায় বিয়েতে বসেছে। বাবা-মায়ের কথা শোনেনি। বহুক্ষেত্রে বাবাও দায় মেটাতে বিয়ে দিয়েছেন। সমস্যা আর পচন ধরেছে তলে তলে। কমছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা।

প্রতিদিন খবর দেখছি, শুনছি, পরীক্ষার ঘরে হাতেগোনা ছাত্রছাত্রী বসে আছে। তারা কি লেখাপড়া, ডিগ্রি, অ্যাকাডেমিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অন্ধকারে? আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে বইয়ের পৃষ্ঠা খোলার? এর চেয়ে অর্থসংগ্রহের অন্য পথ তারা দেখে নিয়েছে কোভিডকালেই। বাবার সঙ্গে কেউ সবজি বিক্রি করেছে, কেউ খেতে কাজ শিখেছে, কেউ শিখেছে হাতেকলমে কারিগরি বিদ্যা। আর বহু মধ্যবিত্ত পরিবার দেখেছে অনলাইনে কিছু নিজস্বতা দিয়ে ইনকাম হচ্ছে প্রচুর, লেগে থাকলে। ফলে স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছেটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছে অনেকে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠই বা নেবে কেন! যদি মাথায় সূর্য আর বৃষ্টির দেবতাকে নিয়ে ধর্না মঞ্চে স্থায়ী হতে হয়! সেখানেই বাচ্চাকে নিয়ে থাকতে হয়!

শিক্ষার মূল্যবোধে বদল ঘটেছে। স্বাধীন ব্যবসায় বাঙালির বিশেষ নাম না থাকলেও এখন চিত্র অন্য। আমারই ছাত্রী সহ ছাত্রসমদের মধ্যে দেখছি বিপণনে অতি আগ্রহ। ঘরে বসেই ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রী চাকরি ছেড়ে দিয়ে শাড়ির ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি ও প্রাচুর্যে ভরপুর একমাত্র অনলাইন ব্যবসায়। ডাক্তার ছাত্রী নিজের ভালোবাসার টানে ছবি আঁকা, হাতের কাজ কাজে লাগিয়ে গয়না তৈরি করে লাভের মুখ দেখছে। পাশাপাশি অন্য কাজও সামলাচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রী মহলে এক বিপরীত বার্তা হাওয়ায় হাওয়ায়।

অতীত, বর্তমান, তুল্যমূল্য বিচার ঝামেলার। রাজনৈতিক চাপানউতোর প্রজন্মের পর প্রজন্মের চোখ খুলে দিলেও খানিকটা সমঝে চলতে হয় বরাবরই। স্কিল ডেভেলপমেন্টের বদলে নির্ধারিত পাঠক্রমে ঢুকে থাকতে হয়েছে বহু বছর। ছাত্রছাত্রী রেজাল্ট ভালো করছে মানেই দুটো রাস্তা খোলা, ডাক্তারি আর ইঞ্জিনিয়ারিং। ২০০৫ থেকে ২০২০ কী তারও পর কিছুদিন এইভাবে চলেছে। আর জয়েন্টে পিছনে র‍্যাংক করেও ছাত্রছাত্রী বিদেশ বিভুঁইয়ে বিরাট অঙ্কের টাকায় ডিগ্রি নিতে গিয়ে বা স্কলারশিপেও ওখানেই থেকে গিয়েছে। স্থায়ী বাসিন্দাও হয়েছে কেউ কেউ। ফলে পরে যারাই আসছে সামনে উদাহরণ দেখছে, মেলাতে পারছে না নিজেদের সঙ্গে।

সাধারণের দৃষ্টির বিচারই আসল। এই যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী পাশ করছে, বিষয়গত সাম্মানিক, স্নাতকোত্তর পেরিয়ে চোখে স্বপ্ন নিয়ে গবেষণায় গিয়েছিল। গত দশ বছরে এই স্কলাররা যোগ্যতা অনুযায়ী, মান অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পায়নি। অধ্যাপনার কাজের সুখস্বপ্ন থেকে অনেকেই বিরত এখন। স্কুলগুলোও শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে, ছাত্রছাত্রী পূর্ণ পরিষেবা পাচ্ছে না।

অভ্যন্তরীণ এই সমস্ত সমস্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হতে হতেই বহির্জগতের একাধিক রুপোলি হাতছানিতে তলিয়ে যাচ্ছে কিশোর-কিশোরী মন থেকে যুবক-যুবতী। হায়ার সেকেন্ডারি শেষ করেই ফেসবুকের কল্যাণে বন্ধুকে বিয়ে করে এক ছাত্রী ঘর ছেড়েছিল। এক মাস না যেতেই প্রতারক চিনে নিতে পেরে ফিরে গিয়েছে বাবা-মা'র কাছে। পূর্ণ উদ্যমে অনার্সের ক্লাস করছে। সে সফল হবে তো! ভয় হয় ছোটদের এখন পরামর্শ, উপদেশ দিতে। তৃতীয় নয়নের মতো যন্ত্রের কাছে সমর্পিত হতে চলেছে বুদ্ধাঙ্ক। সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীকে পথ দেখাবে কে!

রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন আগেই বলেছিলেন শিক্ষাকে দানপানের উপযুক্ত করে তোলা চাই। ফুটো কলসিতে জল ভরা হল, তা পানের উপযুক্ত হল না, সে শিক্ষা কেবল বোঝা। বহন করেই চলতে হবে, বাহন করা যাবে না।

বাতাসে আরও এক ফিশফিশ স্কুলগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে। অশনিসংকেত কি ঘনিয়ে আসছে? কীসের সাক্ষী থাকব জানি না, তাকিয়ে আছি নতুনের দিকে। একঝাঁক ছোট মানুষ আমাদের স্বপ্ন জাগায় ভবিষ্যৎ আলোর কথা বলে। উৎসব আসে রমরম শব্দে। মুহূর্ত দুঃখ আতিশয্য ভূত ভবিষ্যৎ ভুলে 'একটাই জীবনের' আনন্দ ভাগ করে নেয়। সেখানে ধনী, দরিদ্র বা সব ধর্মের মানুষ এক এবং অনায়াস। সমস্ত জানলা খুলে দেওয়া যায় ভালোবাসা থাকলে। ইচ্ছেনদীটা ঠিকঠাক বাইতে পারলে। সমস্ত সুস্থ-অসুস্থতার ঊর্ধ্বে তরুণ চোখগুলোই নতুন কথা বলতে পারে। ওরা চাইলে ক্ষয়ে যাওয়া মূল্যবোধ উঠে দাঁড়াবেই একদিন। পৃথিবীও সবুজে ভরবে।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

বোল্লার যাদের খবর রাখেন না মানেকা গান্ধিরা

ঋষি ঘোষ

বলি চালু না বলি বন্ধ-এই দুই ভাবনার মধ্য দিয়ে যে সংকীর্ণ পথ, তাই এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে মা বোল্লাকালীর মন্দিরের দিকে। ভক্ত আর বিশ্বাসীর দুটি পথ দুটি দিকে বেঁকে যাওয়ার মতোই মেলায় রাস্তার ধারের ঢালু অংশে বসত ভৈরবীচক্র। ত্রিতাপজ্বালা ভুলতে সেখানে ভৈরবের সামনে এক আসনে বসতেন কুশমণ্ডির রামপ্রকাশ, বালুরঘাটের রমজান আর পুরাতন মালদার শুভদীপ।

সমাজতত্ত্ববিদ আশিস নন্দী তাঁর একটি লেখায় বলেছিলেন, যখন সমগ্রের সঙ্গে মিশে মানুষ ধর্মীয় আচারে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই সমূহের মনোবৃত্তি তার আচরণে প্রকট হয়ে ওঠে আর যখন এককভাবে সে কোনও আচার পালন করে, তখন তার সামনে কোনও সমগ্রের ধারণা তৈরি হয় না। তার সামনে ভিড় করতে থাকে ছোট ছোট ব্যক্তিগত প্রত্যাশা।

তাদের প্রার্থনা থাকে-এই বছর ধান বিক্রির সময় ধলতার কেটে নেওয়া পারসেন্টেজ যেন একটু কম হয়। লাভের টাকা যেন একটু বেশি তোলা যায় ঘরে। চাকরি হবে বলে সেই চার বছর আগে দু'লক্ষ টাকা এক নেতার আত্মীয়কে দিয়ে রেখেছিলেন রামপ্রকাশ। বাকিটা ফিরে এলে অন্তত একটা ছোট মুদিখানার দোকান দেওয়া যাবে রাজ্য সড়কের ধারে। বাবা যদি বাতলে দেন এমন কোনও পথ! বিয়ের পরও নববিবাহিতাকে ঘরে তুলছে না শ্বশুরবাড়ি থেকে। ভৈরবীচক্রের ধুনির আগুনের দিকে জলেভরা টকটকে লাল দুই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন প্রৌঢ় পিতা...মাঝেমধ্যে আড়চোখে দেখে নেন মেলার রাস্তায় চাদর জড়ানো জবুথবু দুই মহিলাকে। লম্বা দাড়িওয়ালা যে তরুণ পরমার্থতত্ত্ব জানার জন্য ঘোরাঘুরি করছিল, জানা গেল সে এসেছে এই অঞ্চলের লোকশিল্পীদের হাতে বানানো খমকের সন্ধানে।

রাত বাড়ে...বাবার প্রসাদের সঙ্গে সিক্সটি আপ আর পেচ্ছাপের গন্ধ মিলেমিশে আখড়ার বাতাস ভারী হয়ে উঠতে থাকে। দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে পাটকাঠির আগুন খুঁচিয়ে বৃদ্ধ আখড়াধারী জড়ানো গলায় বলে ওঠেন সেই মহাবাক্য-সবকুছ রাখ হ্যায়, রাখ হি সবকুছ হ্যায়। কতটা পথ পেরোলে পথিক চেনা যায়, বব ডিলানের হাত ধরে তা জানতেন বাঙালি গানওয়ালা, কিন্তু কতটা পথ পেরোলে লোকবিশ্বাস শেষপর্যন্ত বিশ্বাসের মর্যাদা পায়; তা জানা নেই কারও।

বোল্লাকালীর ইতিহাস নিয়ে সুনয়কান্তি মণ্ডলের চটি বইটি মেলার ছবির দোকানে ঝুলত। তাতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ থেকে শুরু করে কালীক্ষেত্র ফেসবুক পেজ পর্যন্ত সবার তথ্যঋণ উল্লেখ থাকে, থাকে না শুধু বোল্লামেলার আখড়াগুলির বিবরণ। স্থানীয়দের ফিশফাশে জানা যায়-এখন আখড়ার সংখ্যা অনেক কম। তা সত্ত্বেও আরোগ্যপ্রত্যাশী মানুষ ভিড় করেন। তাঁদের জীবনে বৃহৎ কোনও লক্ষ্য নেই। প্রাপ্তি আর প্রত্যাশাকে এক নীচু তারে বাঁধতে শিখেছেন তাঁরা। কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে মোটা দর্শনী দিয়ে 'স্পেশাল লাইন'-এ দাঁড়িয়ে মায়ের পা ছোঁয়ার সামর্থ্য যাঁদের নেই, তাঁদের জন্য রয়েছে রাস্তার ধারের খড় বিছানো মাঠ। বেটা, যাওয়ার আগে কিছু রেখে যাস! বড়জোর এই আহ্বানটুকু আসে পিছন থেকে।

তন্ত্রসিদ্ধ মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণের নির্মেঘ আকাশ বাঘের চোখের মতো ঝকঝক করতে থাকে। এই নীল আকাশের নীচে দুখি মানুষের ছোট ব্যক্তিগত পৃথিবী...আর পৃথিবীর পরে ওই নীলাকাশ! মানেকা গান্ধিরা তার কোনও খবরই রাখেন না।

(লেখক মালদার বাসিন্দা। অধ্যাপক)

বিন্দু বিসর্গ

কে কোনটা শুনতে চাও? একটু দাঁড়াও, টস করে নিই। –অভি

আলোচিত

সুহানাজি, তোমার পরিবার যখন জানল, তুমি কেবিসিতে আসবে, তখন তোমার বাবা শাহরুখ খান তোমায় কী বলেছিল আমার সম্পর্কে?

–অমিতাভ বচ্চন

আমি শুধু আপনাকে একটা কথা মনে করাতে চাই। আপনি আমার বাবার অনেক সিনেমায় তাঁর বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাই দয়া করে আমাকে সহজ প্রশ্ন করুন।

–সুহানা খান

আজ

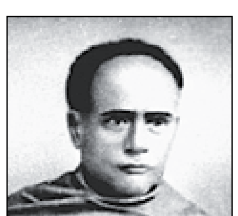

১৮৫৬ সালে আজকের দিনে কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথমবার বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কালীমতি দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের। ১৮৫৬ সালে ২৬ জুলাই পাশ হয়েছিল বিধবাবিবাহ আইন। ১৮৭২ সালে আজকের দিনে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দিয়ে পথ চলা শুরু করেছিল ন্যাশনাল থিয়েটার।

ভাইরাল

একেই বলে তিল কে তাল করা। গভীর রাতে মত্ত অবস্থায় মুম্বইয়ের রাস্তায় ঘুরছেন অভিনেতা সানি দেওল। এক অটোচালক তাঁকে অটোয় তুলছেন। 'মাতাল' অভিনেতার ভিডিও ভাইরাল হতেই বিতর্ক। প্রযোজক বিশাল রানা জানিয়েছেন, ভিডিওটি সানির আগামী ছবি 'সফর'-এর শুটিংয়ের একটি দৃশ্য।

জনমত

মার্কসবাদকে পরিত্যক্ত বলা অনুচিত

২২ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দুটি বিষম ভুল এবং সেই ভুলের বেয়াড়া মাশুল' শীর্ষক নিবন্ধে 'শ্যাওলার মতো ভেসে চলা জীবন'-এর কথা পড়ে বেশ ভালো লাগল।

তিনি নকশাল আন্দোলনের দিশাহীনতার কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে মার্কসিজম বিষয়টাই আজকের পৃথিবীতে প্রায় দুয়োরানি, পরিত্যক্ত নীতি বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। তিনি বলেছেন, কমিউনিজম বা সাম্যবাদের মার্কসীয় দর্শন স্বপ্ন হিসেবে খুব ভালো, কিন্তু বাস্তবসম্মত নয়। প্রথিতযশা সাহিত্যিকের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান রেখে সবিনয়ে দুটি কথা বলতে চাই।

নকশাল আন্দোলনে যতই ত্যাগ ও বীরত্বের দৃষ্টান্ত থাকুক না কেন, তা ছিল মার্কসবাদের নামে ব্যক্তিহত্যার সম্পূর্ণ ভ্রান্তনীতি। মোটেই মার্কসবাদ সম্মত নয়। ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সমাজ আজও দুনিয়ায় শক্তিশালী হলে তা যে চিরস্থায়ী নয়, সেই বৈজ্ঞানিক সমাজ দর্শনই মার্কস এঙ্গেলস ইতিহাসের বস্তুবাদী বিচারধারায় উদ্ভাবন করে গিয়েছেন। কিন্তু কোথাও তার ভুল প্রয়োগ হলে মার্কসীয় দর্শনটাই ভুল প্রমাণিত হয় না। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনকে পরাস্ত করে সমগ্র বিশ্বকে রক্ষা করেছে, নিজ দেশে সমাজতন্ত্র গঠনে বিপুল সাফল্যলাভ করেছে, সারা বিশ্বকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, দেশে দেশে মুক্তিসংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়েছে। একথা কে না জানে। কিন্তু প্রায় ৭০ বছর ধরে সাম্যবাদে উত্তরণের কর্মকাণ্ডের পর নেতৃত্বের কিছু গুরুতর ভুল বিচ্যুতির জন্যই ব্যর্থ হল। পৃথিবীর কমিউনিস্ট আন্দোলন তার থেকে শিক্ষা নিয়েছে।

পৃথিবীর বুকে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের উদয় হয়েছে তিনশত বছর আগে। সাম্রাজ্যবাদ আর ধনতন্ত্র মানবসমাজে চিরস্থায়ী হতে পারে না। কমিউনিজম বা সাম্যবাদ দূরের লক্ষ্য হতে পারে। তবে তা শুধু স্বপ্ন নয়, সমাজ বদলের ধারায় এক ঐতিহাসিক বাস্তব। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মতোই সমাজতন্ত্র অর্জনের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম চলতে থাকবে যতদিন না তা বাস্তবে রূপ পায়।

স্বাধীনতার আট বছর আগে জন্মগ্রহণ করে দেশবিভাগের অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। তবু শুধু স্বপ্ন নয়, ভারতেও একদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই বাস্তববাদী বিশ্বাস। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী মহান নেতাদেরও লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র ছাড়া ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার আর কোনও বিকল্প হতে পারে কি?

প্রশান্ত বকসি
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

পতিরামে স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড হোক

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এক পরিচিত নাম পতিরাম। পতিরামের পরিচিতি কখনও সংস্কৃতি-শিক্ষার মেলবন্ধনে, কখনও বা পার-পতিরামের সেই ঐতিহ্যবাহী হাটে অসংখ্য মানুষের সমাগমে। সময়ের সঙ্গে আজ পতিরামের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। জনসংখ্যাও আগের তুলনায় বেড়েছে। চতুর্ভুজ আকারে পতিরাম যেন প্রাণকেন্দ্র, যার একদিকে গঙ্গারামপুর, অন্যদিকে কুমারগঞ্জ, আবার একদিকে ত্রিমোহিনী অন্যদিকে বালুরঘাট। পাইকারি ও খুচরো ব্যবসার প্রায় প্রাণকেন্দ্র পতিরাম।

তবে দীর্ঘদিনের এক সমস্যার আজও সমাধান পাননি পতিরামবাসী। পতিরামে আজও কোনও স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড নেই। ফলে যানজটে ভোগান্তি নিত্যদিনের ঘটনা। বিশেষ করে হাটবার রবিবার ও বৃহস্পতিবারে অসংখ্য গাড়ির ভিড়ে চলাচলে সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রীদের। পতিরাম চৌরঙ্গি মোড়ে অনেক সময়ে যানজট এমনই পর্যায়ে পড়ে যে অনেককেই সমস্যায় ফেলে। এই অবস্থায় পতিরামে স্থায়ী বাসস্ট্যান্ডের দাবিটাই জোরালো হয়েছে সকলের কাছে। এই বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

স্কুলছুট সমস্যা প্রসঙ্গে কিছু কথা

গ্রামাঞ্চলে দশম ও দ্বাদশের টেস্টে ছাত্রছাত্রীদের অনুপস্থিতির বিষয়টি সমাজ তথা দেশের ক্ষেত্রে একটি ভয়ংকর দিককে ইঙ্গিত করে। কারণ, একটি দেশ তখনই সম্পূর্ণভাবে উন্নত হতে পারে যখন গ্রাম ও শহরের শিক্ষার অনুপাত, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যের পরিসংখ্যান সমান হয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য অষ্টম শ্রেণি থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সে বড় হয়ে কী বিষয় নিয়ে পড়তে চায় বা কী হতে চায়, সে বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা জরুরি। এখানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বন্ধুর মতো ছাত্রছাত্রীদের মনের ইচ্ছা শুনবেন ও সেভাবে তাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য পূরণের জন্য পড়াশোনার বিকল্প আর কিছু নেই সে সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের জানাবেন। এতে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার বাড়বে এবং আমরা বহু প্রতিভার মুখ দেখতে পাব।

ছাত্রীদের স্কুলমুখী করার জন্য এবং কিশোরী অবস্থায় তাদের বিয়ে রোধ করার জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা কার্যকরী হতে পারে। তাঁদের বোঝাতে হবে, সরকারি প্রকল্পের সুবিধার মাধ্যমে ছাত্রীটি লেখাপড়া শিখে তার ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করতে পারে। সেও অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে নিজের রোজগারের পথ সুনিশ্চিত করে পরিবারে সচ্ছলতা আনতে পারে এবং স্বাধীনভাবে নিজে জীবনযাপন করতে পারে। মেয়েটিকে স্বাবলম্বী করার জন্য শিক্ষাই যে একমাত্র পথ তা অভিভাবকদের বুঝিয়ে বলতে হবে।

প্রধানত স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা গ্রামাঞ্চলে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে দারুণভাবে সহযোগী হতে পারে। কারণ, শিক্ষকতা শুধুমাত্র পেশা নয়, এটি একটি ব্রত, একজন শিক্ষক সমাজসংস্কারক এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা আন্তরিকভাবে আগ্রহী হলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। এসব পদ্ধতি অবলম্বন করলে অবশ্যই গ্রামাঞ্চলের মানুষ শিক্ষার উপযোগিতা বুঝবেন, ফলে স্কুলছুট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমবে। বোঝাতে হবে দারিদ্র্য কখনোই শিক্ষাক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না। বরং সব বাধা সরিয়ে শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে সর্বতোভাবে আলোময় জীবনের সন্ধান দিতে পারে।

বীণা বল , শক্তিগড় শ্রীপল্লি, শিলিগুড়ি।

দুটি বিল পাশ করিয়ে নেহরুর নীতিকে শা'র কটাক্ষ

'পাক অধিকৃত কাশ্মীর আমাদের'

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। তার আগে জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। বুধবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ২টি বিল পাশ করিয়ে নিল সরকার পক্ষ। একটি জম্মু-কাশ্মীর রিজার্ভেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৩। অন্যটি জম্মু-কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৩। প্রতিবাদে কক্ষত্যাগ করে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা। তার আগে অবশ্য বিলের ওপর হওয়া বিতর্ককে কেন্দ্র করে একপ্রস্থ বাগযুদ্ধের সাক্ষী হয় সংসদের নিম্নকক্ষ।

জম্মু-কাশ্মীর বিল-বিতর্কে অংশ নিয়ে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে নিশানা করেন অমিত শা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমি সংসদে দাঁড়িয়ে বলছি, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলে ২টি ভুল নীতির কারণে কাশ্মীরকে বেশ কয়েকবছর ভুগতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় ভুল ছিল আমাদের বাহিনী যখন জিতছিল তখন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল। এর ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্ম হয়। যুদ্ধবিরতি ৩ দিন পরে হলে ওই এলাকাটি ভারতের অংশ হত। দ্বিতীয় ভুল ছিল আমাদের বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘকে জড়িয়ে ফেলা।'

শা জানান, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ভারতের অংশ। সেই নীতি মেনেই জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকার পাশাপাশি পাক অধিকৃত কাশ্মীরকেও বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে ভাগ করা হয়েছে। এদিন সেই আসন সংখ্যাও প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'জম্মুতে আগে ৩৭টি বিধানসভা কেন্দ্র ছিল। এবার তা বেড়ে ৪৩ হয়েছে। কাশ্মীরের আসন সংখ্যা ৪৬ থেকে হয়েছে ৪৭টি। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য আমরা ২৪টি আসন সংরক্ষিত রেখেছি। কারণ, ওটা আমাদের এলাকা।' তিনি আরও বলেন, 'মনোনীত সদস্যদের মধ্যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে একজন প্রতিনিধিকে রাখা হয়েছে।' অর্থাৎ, সব মিলিয়ে মোট ২৫ জন সদস্য ওই এলাকা থেকে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় জায়গা পাবেন। আর বিধানসভার আসন সংখ্যা ১০৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১৪।

২০১৯-এর ৫ অগাস্ট সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করে জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার আগে সেখানকার বিধানসভায় মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা ২ জন ছিল। তা বৃদ্ধি করে ৫ জন করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২ জন হবেন কাশ্মীর উপত্যকার বাসিন্দা। ওই মনোনীত সদস্যদের একজন মহিলা হবেন বলে শা জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য টেবিল চাপড়ে সমর্থন করেন শাসক শিবিরের সাংসদরা। বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাসের ব্যাখ্যা দিলেও কবে জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন হবে বিরোধীদের সেই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

এদিন সংসদে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রসঙ্গেও সরব হন শা। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে পণ্ডিতদের অভিবাসনের জন্য নাম না করে কংগ্রেসকে দায়ী করেন। তাঁর কথায়, 'যাঁরা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্য কাশ্মীর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন এই বিল তাঁদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে আনা হয়েছে। কাশ্মীর ছেড়ে যাওয়া সম্প্রদায়ের ২ জন প্রতিনিধিকে রাখা হবে। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা।'

> "প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আমলে ২টি ভুল নীতির কারণে কাশ্মীরকে বেশ কয়েকবছর ভুগতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় ভুল ছিল আমাদের বাহিনী যখন জিতছিল তখন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল। এর ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্ম হয়। যুদ্ধবিরতি ৩ দিন পরে হলে ওই এলাকাটি ভারতের অংশ হত।
> –অমিত শা, *কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী*

একনজরে

- লোকসভায় পাশ জম্মু-কাশ্মীর রিজার্ভেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, জম্মু-কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল
- বিধানসভা আসন বেড়ে হবে ১১৪
- পিওকে-র জন্য মোট ২৫টি আসন সংরক্ষিত
- কাশ্মীর ছেড়ে যাওয়া সম্প্রদায়ের ২ জন প্রতিনিধি থাকবেন বিধানসভায়

গিরিরাজের বিদ্রুপে তৃণমূল নেত্রীর 'ঠুমকা'

পরে 'জশন' বলে ডিগবাজি

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : ১০০ দিনের কাজের বকেয়া এবং ভুয়ো জবকার্ড বাতিল ইস্যুতে কেন্দ্রের সঙ্গে চাপানউতোর চলছেই। তারই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে সুর চড়াল তৃণমূল কংগ্রেস।

মঙ্গলবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাচের ব্যাপারে গিরিরাজ বলেন, 'গোটা বাংলা দুর্নীতিতে জর্জরিত। গরিব মানুষ তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সলমন খানের সঙ্গে নাচছেন, ঠুমকা লাগাচ্ছেন। এটা তাঁকে শোভা পায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য জগতে রয়েছেন।' তাঁর ওই মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, 'কে? ছাড়ুন তো ওদের কথা।' তিনি বলেন, 'আমি নাচ জানি না। আমি আদিবাসীদের সঙ্গে নাচি। ওঁদের সমর্থন করার জন্য। চলচ্চিত্র উৎসবে সেসব হয়নি। আমরা বলিউডকে সম্মান করি। এটা ছিল সম্মান প্রদর্শন। আর কিছু নয়।'

পরেও অবশ্য গিরিরাজ তাঁর মন্তব্য পালটে ফেলেন। তিনি বলেন, 'ঠুমকা আমি বলিনি। অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমি বলেছিলাম, বাংলা দুর্নীতিতে ডুবে আছে, আর মমতাদিদি জশন (আনন্দ উৎসব) মনাচ্ছেন। তৃণমূল আমার কথাকে বিকৃত করে বাড়িয়ে চড়িয়ে বলছে।'

যদিও তার আগেই তৃণমূল নেতারা কড়া বার্তা দেন গিরিরাজকে। দলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র এক ভিডিওবার্তায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীস্বরূপা। এহেন কদর্য ভাষা ও মানসিকতা নারীবিদ্বেষী মনোভাবের প্রতীক। বাংলার মহিলারা এর জবাব দেবে। কী উচিত কোনটা অনুচিত, তা বলার আপনি কে?'

গিরিরাজের মন্তব্যের নিন্দা করেন তৃণমূল সাংসদ ড. শান্তনু সেনও। তিনি বলেন, 'দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে এমন ভাষায় আক্রমণ করার সাহস পান কী করে গিরিরাজ? এই নিয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত।' বৃহস্পতিবার সংসদে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা।

বিধানসভায় এক সাংবাদিক বৈঠকে গিরিরাজের সমালোচনা করেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শশী পাঁজা। চন্দ্রিমা বলেন, 'চলচ্চিত্র উৎসবে সলমন খান অতিথি হিসেবে রাজ্যে এসেছিলেন। অতিথিকে সম্মান জানানো বাংলার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যদি নেচে থাকেন, তাতে অন্যায়ের কিছু নেই। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা বারবার অপমান করে যাচ্ছেন। বাংলার মানুষ এর জবাব এর আগেও দিয়েছেন, আবারও দেবেন।' তৃণমূলের মন্ত্রীরা বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনের সময় মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে দিদি ও দিদি ডাক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার মানুষ এই ধরনের অপসংস্কৃতি পছন্দ করেন না। তা সত্ত্বেও বিজেপি নেতাদের সংশোধন হয় না।'

> "গোটা বাংলা দুর্নীতিতে জর্জরিত। গরিব মানুষ তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সলমন খানের সঙ্গে নাচছেন। এটা তাঁকে শোভা পায় না।
> –গিরিরাজ সিং

> "একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা বারবার অপমান করে যাচ্ছেন। বাংলার মানুষ এর জবাব এর আগেও দিয়েছেন, আবারও দেবেন।
> –চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

টুকরো খবর

প্রথম মহিলা এইড-ডি-ক্যাম্প মনীষা পাধি

আইজল, ৬ ডিসেম্বর : মিজোরামের রাজ্যপাল হরিবাবু কম্ভমপতির এইড-ডি-ক্যাম্প বা ব্যক্তিগত সচিব পদে নিয়োগ করা

হল ভারতীয় বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন লিডার মণীষা পাধিকে। মণীষাই ভারতীয় বায়ুসেনার প্রথম মহিলা আধিকারিক যিনি এইড-ডি-ক্যাম্প (এডিসি) পদে নিযুক্ত হলেন। ২৯ নভেম্বর আইজলের রাজভবনে বায়ুসেনার মহিলা আধিকারিককে আনুষ্ঠানিকভাবে এডিসি-র দায়িত্ব দেওয়া হয়। নতুন পদ পাওয়ার আগে মণীষা বিদার, পুনে এবং ভাতিন্ডায় বায়ুসেনার দপ্তরে কাজ করেছেন।

....

ইউনেসকো সম্মান গুজরাটের গরবা'র

প্যারিস, ৬ ডিসেম্বর : গুজরাটি লোকনৃত্য গরবাকে 'অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' বলে স্বীকৃতি দিল ইউনেসকো। গরবার সম্মানে গর্বিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, গরবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত রাখতে ও আরও ছড়িয়ে দিতে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।' গরবাকে পুরস্কৃত করার জন্য ইউনেস্কোকে অভিনন্দনও জানান মোদি। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল বলেন, 'গরবা আমাদের গর্বিত করেছে। শুধু গুজরাট নয়, গোটা ভারতের কাছেও এটা গর্বের মুহূর্ত।' সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় এমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই অধরা সংস্কৃতি হিসাবে নির্দিষ্ট তালিকায় জায়গা দেয় রাষ্ট্রসংঘের এই সংস্থা।

....

১০০ ওয়েবসাইট নিষিদ্ধ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : 'ঘরে বসে আয় করুন'। আংশিক বা পুরো সময় কাজ করে হাজার হাজার টাকা আয়ের হাতছানি। দৈনিক পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে সমাজমাধ্যমে এই ধরনের ভুয়ো বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে লোভনীয় টোপে বিপুল টাকা খোয়াচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ঘরে বসে উপার্জনের আশায় বিজ্ঞাপনের ডাকে সাড়া দিয়ে সঞ্চয়ের সবটুকু খুইয়ে তাঁরা দ্বারস্থ হচ্ছেন পুলিশের। এই ধরনের আর্থিক প্রতারণায় অভিযুক্ত একশোর বেশি ওয়েবসাইট 'ব্লক' করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এমন বিজ্ঞাপনী প্রচারে ভুলে যাতে সর্বস্ব খোয়াতে না হয়, তার জন্য আমজনতাকে সাবধানও করেছে অমিত শা'র মন্ত্রক।

মধ্যপ্রদেশে সম্ভবত ফের দায়িত্বে মামা

১০ বিজেপি সাংসদের ইস্তফায় মন্ত্রিত্বের জল্পনা

নয়াদিল্লি ও ভোপাল, ৬ ডিসেম্বর : লোকসভা ভোটের আগে তিনটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটে জিতেও স্বস্তি নেই বিজেপির। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে কাদের শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী করা হবে তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে। এরই মধ্যে বিধানসভা ভোটে জেতা ১০ বিজেপি সাংসদ বুধবার সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁদের এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা হাজির ছিলেন। পরে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে ওই সাংসদদের নিয়ে দেখা করেন নাড্ডা। বিজেপির জয়ী সাংসদদের মধ্যে নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ প্যাটেল, রাকেশ সিং, উদয় প্রতাপ এবং রীতি পাঠক মধ্যপ্রদেশে জয়ী মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং, প্রহ্লাদ প্যাটেলও রয়েছেন। প্রহ্লাদ প্যাটেল জানিয়েছেন, শীঘ্রই তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকেও পদত্যাগ করবেন। এবার মোট ২০ জন সাংসদকে ভোটে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তাঁদের মধ্যে ১২ জন সাংসদ জয়ী হন। এদিন যে ১০ জন সাংসদ পদত্যাগ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ কিরোরীলাল মিনাও।

ভোটে জয়ী সাংসদদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে একটি বৈঠক বসেছিল। তাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা হয়েছেন। অপরদিকে ছত্তিশগড়ে জিতেছেন অরুণ সাও এবং গোমতী সাই। রাজস্থান থেকে নির্বাচিত হয়েছেন রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, দিয়া কুমারী এবং কিরোরীলাল মিনা। তবে এই ১০ জন এদিন পদত্যাগ করলেও ওই তালিকায় নাম ছিল না বাবা বালকনাথ এবং রেণুকা সিংয়ের।

মধ্যপ্রদেশে এবারও শিবরাজ সিং চৌহানকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা চলছে। বিজেপির একটি সূত্র জানিয়েছে, শিবরাজকে পঞ্চমবার মুখ্যমন্ত্রী করা নাও হতে পারে। সেই কারণেই নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ প্যাটেলদের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিধানসভায় প্রার্থী করা হয়েছে। কিন্তু আগামী বছর লোকসভা ভোটে শিবরাজকে সরিয়ে নেওয়াটা বিজেপির পক্ষে ঝুঁকির হতে পারে। কারণ, বিজেপির মধ্যপ্রদেশ জয়ে মোদি ম্যাজিকের পাশাপাশি 'লাডলি বহেনা'র মতো শিবরাজের একাধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প অন্যতম অনুঘটকের কাজ করেছিল। তিনি এদিন বলেন, 'বিজেপি সরকার বিআর আম্বেদকারের দেখানো পথে চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমরা সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষটির কল্যাণে কাজ করছি।' শিবরাজ মঙ্গলবার বলেছিলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে নেই। লোকসভা ভোটে মধ্যপ্রদেশের ২৯টি আসনে বিজেপিকে জেতানোই তাঁর লক্ষ্য। শিবরাজকে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে ফেরানো হোক বা না হোক, রাজস্থান-ছত্তিশগড়ে নতুন মুখ তুলে আনার পক্ষপাতী বিজেপি নেতৃত্ব।

যাঁরা ইস্তফা দিলেন

- ১০ বিজেপি সাংসদ বুধবার সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়েছেন
- মধ্যপ্রদেশ থেকে জয়ী নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ প্যাটেল, রাকেশ সিং, উদয় প্রতাপ এবং রীতি পাঠক
- ছত্তিশগড়ে জিতেছেন অরুণ সাও এবং গোমতী সাই
- রাজস্থান থেকে নির্বাচিত রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, দিয়া কুমারী এবং কিরোরীলাল মিনা

পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জেপি নাড্ডার সঙ্গে ১০ জন।

জব কার্ড ও মনরেগায় সাধ্বী-গিরিরাজের দুই সুর

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশে ভুয়ো জব কার্ড বাতিলে শীর্ষ বলে যে রিপোর্ট সামনে এসেছে তা মানতে অস্বীকার করলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। তিনি বলেন, 'এই রিপোর্ট ভ্রান্তিপূর্ণ। এই বিষয়ে কিছুই জানি না। পশ্চিমবঙ্গেই ভুয়ো জব কার্ডের সংখ্যা সর্বাধিক, উত্তরপ্রদেশে নয়।' বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আপ্তসহায়কদের নির্দেশও দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্য, 'এটা মূলত একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাতে অসুবিধার কিছুই নেই।' সাধ্বীর এহেন ডিগবাজিতে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এইভাবে রিপোর্ট কখনও পালটানো যায় নাকি? রিপোর্ট উনিই তো দিয়েছেন। সেটা এখন সংসদেরই সম্পত্তি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নিজেদেরই কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। এখন বিপদে পড়ে সুর পালটানোর চেষ্টা, হাস্যকর!'

এদিকে মঙ্গলবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, রাজ্যের ১০০ দিনের কাজে বকেয়া জটিলতা কাটাতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। আজ সেই দাবি নস্যাৎ করে বলেন, 'এই দাবি সম্পূর্ণ অসত্য। সুদীপ মিথ্যা বলেছেন। আমি কখনই এমন পরামর্শ দিইনি। উনি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তৃণমূলের নেতারা তাতে যথেষ্ট পারদর্শী।' তিনি বলেন, 'সুদীপবাবুর মতো একজন বর্ষীয়ান নেতার কাছে এহেন আচরণ কাম্য নয়।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে সুদীপের দাবি, 'এই বিষয়ে গিরিরাজজির দোষ দেখছি না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এই প্রস্তাবে কোনও অন্যায় ছিল না। হতে পারে দলগত কোনও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন তিনি। রাজ্যের কোনও বিজেপি নেতা হয়তো নালিশ ঠুকেছেন।'

ক্ষমা চাইলেন ডিএমকে সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : বিজেপি শুধুমাত্র গোমূত্র রাজ্যগুলিতেই জয়ী হয়। ডিএমকে সাংসদ এস সেন্থিলকুমারের এই মন্তব্যে নিন্দা করে বিজেপি। বুধবার শেষপর্যন্ত ক্ষমা চেয়ে নিলেন ডিএমকে সাংসদ এস সেন্থিলকুমার বলেন, 'আমার গতকালের অসাবধানতাবশত করা মন্তব্যে যদি কোনও সাংসদ, জনতার একাংশের আবেগে আঘাত লেগে থাকে তাহলে আমি তা প্রত্যাহার করে নিতে রাজি।' লোকসভার বিবরণী থেকে তা মুছে দেওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, কিন্তু তিনি মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিলেও বিজেপি বিতর্কের রেশ থিতু হতে দিতে রাজি নয়। এদিন লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, অর্জুনরাম মেঘওয়াল, অনুরাগ ঠাকুররা ডিএমকে সাংসদের মন্তব্যকে সামনে রেখে কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করেন। রাহুল গান্ধি ওই মন্তব্যকে সমর্থন করেন কিনা তাও জানতে চান তাঁরা।

রেবন্তের শপথে সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বৃহস্পতিবার শপথ নেবেন রেবন্ত রেড্ডি। হায়দরাবাদে ওই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। বুধবার একথা জানিয়েছেন খোদ সোনিয়া। এদিন সংসদের বাইরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সেখানে রেবন্ত রেড্ডির শপথে উপস্থিত থাকার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সোনিয়ার জবাব, 'সম্ভবত'। মঙ্গলবার রেবন্তকে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী করার কথা জানিয়েছিল কংগ্রেস। তারপরেই দিল্লিতে এসে সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন তিনি। সদ্য শেষ হওয়া বিধানসভা নির্বাচনে কেসিআরের নেতৃত্বাধীন বিআরএসের বিরুদ্ধে বিপুল জয় পেয়েছে কংগ্রেস। এই জয়ের কারিগর মনে করা হচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রেবন্ত রেড্ডিকে।

করণী সেনাপ্রধান খুনে বনধ রাজস্থানে

জয়পুর, ৬ ডিসেম্বর : করণি সেনার একটি গোষ্ঠীর প্রধান সুখদেব সিং গোগামেডি মঙ্গলবার আততায়ীদের হাতে খুন হওয়ায় উত্তপ্ত রাজস্থান। রাজপুত সম্প্রদায় এই হত্যাকাণ্ডের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছে। খুনের প্রতিবাদে, অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে বুধবার রাষ্ট্রীয় রাজপুত করণি সেনার ডাকা বনধে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। জয়পুরে বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিবাদীরা ভিলওয়াড়ায় ট্রেন থামিয়ে দিয়েছেন। রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র রাজ্যপুলিশের অধিকর্তা উমেশ মিশ্রর কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ব্যাপারে সামগ্রিক রিপোর্ট চেয়েছেন। সুখদেব সিং হত্যার তদন্তে পুলিশ বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে। এই ঘটনায় তিন অভিযুক্তের মধ্যে নীতিন ফৌজি সেনাবাহিনীতে কর্মরত। জানা গিয়েছে, নীতিন দু'দিনের ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। তখন এই ঘটনা।

ডিজিপি জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। একটি সূত্রের খবর, তিন আততায়ী রোহিত রাঠোর, নবীন শেখাওয়াত, নীতিন ফৌজি বিয়ের কার্ড দেওয়ার ভান করে সুখদেব সিংয়ের বাড়িতে ঢুকেছিলেন। তিনি কিছু বোঝার আগেই চলেছে গুলির বন্যা। নীতিনের সেনাবাহিনীতে থাকা নিয়ে পুলিশ রা কাড়েনি।

রেডিও জকি থেকে বিধায়ক

আইজল, ৬ ডিসেম্বর : মিজোরামের প্রথমসারির রেডিও জকি বেরিল ভান্নাইসঙ্গী বিধায়ক নির্বাচিত হলেন। এতদিন মুখর থাকতেন রেডিওতে। এবার সরব হবেন বিধানসভায়। ৩২ বছর বয়সি বেরিল মিজোরামের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হিসেবে আইজল দক্ষিণ-৩ আসনে জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)-এর হয়ে জিতেছেন। ইনস্টাগ্রামে বেরিলের অনুগামী সংখ্যা ২ লক্ষ ৫২ হাজার। রেডিও জকির জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে নির্বাচনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন। উতরেছেন সসম্মানে। শিলংয়ের নর্থ-ইস্টার্ন হিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরে উত্তীর্ণ বেরিল আইজল পুর কর্পোরেশনে কর্পোরেটরও ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে বেরিল বলেছেন, 'আমি একটা কথা মেয়েদের বলব, আপনাদের লিঙ্গপরিচয় কখনও আপনাদের ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারে না। আপনি কোন সমাজে আছেন সেটা বড় কথা নয়। যদি মনে করেন কাজ করবেন তাহলে তাতে মনোনিবেশ করুন।'

মিচাংয়ের জেরে হাবুডুবু চেন্নাই, আঁচ ওডিশাতেও

ভরাডুবির খাঁড়া ১২টি শহরের মাথায়

চেন্নাই, ৬ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় মিচাংয়ের জেরে বুধবার প্রবল বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ ওডিশার জেলাগুলিতে। অন্যদিকে ঝড়ে এখনও বিধ্বস্ত অবস্থা চেন্নাইয়ের। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরেও শহরের একাধিক রাস্তায় জল জমে আছে। নৌকা চলছে জলমগ্ন রাস্তায়। ঝড়বৃষ্টির কারণে শহরে ইতিমধ্যে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শহরের বহু এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন, অভাব পানীয় জলেরও। এখনও জলবন্দি কয়েক হাজার মানুষ। বন্ধ দোকানপাট। বিপন্নদের ত্রাণবিলি চলছে।

দুর্যোগের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সব স্কুল-কলেজ ও পরীক্ষা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে এমকে স্ট্যালিন সরকার। 'গত ৪০ বছরে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এতটা ক্ষতি হয়নি রাজ্যের', জানিয়েছেন এআইএডিএমকে সাংসদ পি রবীন্দ্রনাথ। ডিএমকে সাংসদ টিআর বালুর দাবি, 'মিচাংয়ের জেরে ক্ষয়ক্ষতিকে 'জাতীয় বিপর্যয়' বলে ঘোষণা করা উচিত কেন্দ্রের।'

ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টিতে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মোদি বলেন, 'বিপর্যস্ত এলাকাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরাতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন দিন-রাত এক করে খাটছে।'

এদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে তৈরি ঘূর্ণিঝড় ভারতের শহরগুলিকে কতটা বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে তা আরও একবার দেখিয়ে দিল মিচাংয়ের তাণ্ডব। চেন্নাইয়ে মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় ৪০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে বিমানবন্দর, রেলপথ, হাইওয়ে সহ গোটা শহর। পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে নিকাশি ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের জেরে। অন্ধ্রপ্রদেশেও ভয়ংকর প্রভাব পড়ে মিচাংয়ের।

২০২১ সালেই জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব নিয়ে ভারতকে সতর্ক করেছিল জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্সরকারি প্যানেল (আইপিসিসি)। তারা বলেছিল, সমুদ্রের জলস্তর বাড়তে থাকায় ভারতের অন্তত ১২টি উপকূলীয় শহর জলের তলায় চলে যেতে পারে। একই কথা সম্প্রতি বলেছে বিশ্ব ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত সংস্থা পটসড্যাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট রিসার্চ অ্যান্ড ক্লাইমেট অ্যানালিটিক্স। তাদের বক্তব্য, ভারত বিষুবরেখার কাছাকাছি থাকায় এই অঞ্চলে সমুদ্রের জলস্তর বাড়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে ভারতের উপকূলীয় শহরগুলির বন্যাকবলিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। একটানা প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে চেন্নাইয়ের মতো দশা হতে পারে চেন্নাই, মুম্বই, কোচি, বিশাখাপত্তনম, কলকাতা সহ দেশের অন্তত এক ডজন উপকূলবর্তী শহরের। শহরগুলি যে জলে ডুবে যাবে শুধু তা-ই নয়, একইসঙ্গে নোনা জল ঢুকে পড়ায় ক্ষতি হবে চাষাবাদ ও পানীয় জলের। উষ্ণায়নের জেরে উপকূলীয় শহর ছাড়াও বানভাসির আশঙ্কা রয়েছে বিহার, উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশের শহরগুলিতেও। জলাভূমি দখল হয়ে যাওয়ায় প্রবল বৃষ্টিতে ডুবে যেতে পারে রাজধানী দিল্লি সহ দেশের একাধিক শহর। ভারতের ৪০ শতাংশ জেলাই খরার পাশাপাশি বন্যাপ্রবণ বলে জানিয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণা সংস্থা।

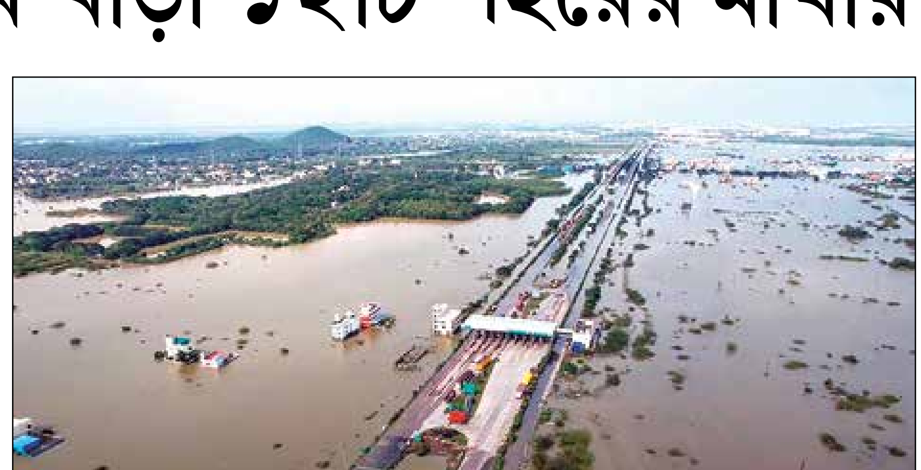

ভারী বৃষ্টিতে ডুবেছে গোটা চেন্নাই শহর। বুধবার আকাশ থেকে তোলা ছবি।

ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ

এ বছর যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য ভারতের প্রাকৃতিক অধ্যায়ের ভারতের ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, জলবায়ু অধ্যায়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই অধ্যায়গুলি থেকে ৫ মার্কস, ৩ মার্কস এবং ২ মার্কসের কোয়েসচন থাকবেই। তাই অধ্যায়গুলি ভালো করে আগে থেকেই প্রস্তুত করবে এবং সঙ্গে কিছু ছবি প্র্যাকটিস করে রাখবে যেমন, মৃত্তিকার শ্রেণিবিন্যাস বা স্বাভাবিক উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস চাইলে পাশে এদের অবস্থান অবশ্যই দেখাবে মানচিত্রে।

মাধ্যমিক ভূগোল

***প্রশ্ন 1. ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের ওপর জলবায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা করো।**

উত্তর : মানুষের কোনওরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে অভিযোজন করে যেসব উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে জন্মায় ও বৃদ্ধি পায় তাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও ভৌগোলিক বণ্টন জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলির দ্বারা যথা- উষ্ণতা, অধঃক্ষেপণ ও আর্দ্রতা এবং আলোকশক্তি ও বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

জলবায়ুর প্রধান নিয়ন্ত্রক সমূহ

(a) উষ্ণতার প্রভাব ঃ

উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতার প্রয়োজন হয় যাকে কাম্য উষ্ণতা বলে। প্রতিটি উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য উষ্ণতার সক্রিয় এককের প্রয়োজন হয়, যাকে তাপ ধ্রুবক বলে। যার উপর নির্ভর করে উদ্ভিদের শ্বসন, বাষ্পমোচন, অঙ্কুরোদগম, সালোকসংশ্লেষ প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়।

বিজ্ঞানী রনকিয়ার ১৯৩৪ সালে উষ্ণতার চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে চার ভাগে ভাগ করেন-

মেগাথার্মস:- এই শ্রেণির উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য সারা বছরই অধিক উষ্ণতার প্রয়োজন হয় গড়ে ২৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ।

মেসোথার্মস :- এই শ্রেণির উদ্ভিদের সারা বছর মাঝারি উষ্ণতার প্রয়োজন হয় গড়ে ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেমন ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের শাল, সেগুন, নিম, অর্জুন প্রভৃতি।

মাইক্রোথার্মস:- এই শ্রেণির উদ্ভিদের সারা বছর স্বল্প উষ্ণতার প্রয়োজন হয় গড়ে ১২ ডিগ্রি থেকে ১৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেমন নাতিশীতোষ্ণ ও পার্বত্য অঞ্চলের পাইন, ফার, বার্চ প্রকৃতি বৃক্ষ।

হেকিস্টোথার্মস :- এই শ্রেণির উদ্ভিদ দীর্ঘ শীত সহ্য করতে পারে গড়ে ১০ ডিগ্রি থেকে -৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেমন তুন্দ্রা জলবায়ু ও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের প্রভৃতি বৃক্ষ।

(b) অধঃক্ষেপণ ও আর্দ্রতার প্রভাব ঃ

ইহা উদ্ভিদের আকৃতি ও গঠনকে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞানী ওয়ারমিং, হ্যানসন ও চার্চিল জলের প্রয়োজন অনুসারে উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করেছেন যথা-

জলজ উদ্ভিদ-কচুরিপানা

সাধারণ উদ্ভিদ-আম, জাম কাঁঠাল।

জাঙ্গল উদ্ভিদ-ক্যাকটাস, ফণীমনসা, বাবলা।

লবণাম্বু উদ্ভিদ-সুন্দরী, গরান, গেউয়া

বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে উদ্ভিদের বণ্টন প্রভাবিত হয় যথা-

গড় বৃষ্টিপাত - উদ্ভিদ - অঞ্চল

25 cm -মরু উদ্ভিদ - ক্রান্তীয়

25-75 cm - ক্রান্তীয় - ক্রান্তীয় সাভানা তৃণভূমি

75-100 cm - পর্ণমোচী, জাঙ্গল, গুল্ম উদ্ভিদ

100-250 cm - চিরহরিৎ - নিরক্ষীয় অরণ্য

(c) আলোর প্রভাব ঃ

সালোকসংশ্লেষ, অঙ্কুরোদগম, বাষ্পমোচন, উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজে আলোকশক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আলোর চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভিদ গোষ্ঠীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যথা-

I) হেলিওফাইট বা আলোকপ্রিয় উদ্ভিদ-

এই শ্রেণির উদ্ভিদেরা পূর্ণ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

যেমন সূর্যমুখী, নয়নতারা, জবা প্রভৃতি।

II) স্কিও ফাইট বা ছায়াপ্রিয় উদ্ভিদ-

এই শ্রেণির উদ্ভিদ মৃদু সূর্যালোকে সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

যেমন পান, অর্কিড।

এছাড়াও বায়ুপ্রবাহ উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় ও অঙ্গস্থানিক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে যেমন বায়ুর মাধ্যমে বীজ, পরাগরেণু প্রভৃতি স্থানান্তরিত হয়।

***প্রশ্ন 2. ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদকে প্রধানত কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় এবং যে কোনও তিনটি সম্পর্কে চিত্র সহ ব্যাখ্যা কর।**

টিঙ্কু বড়াইক
শিক্ষক
সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক)
উদয়ন বিতান
আলিপুরদুয়ার

উত্তর : যে সমস্ত উদ্ভিদ কোনও স্থানের জলবায়ু ও মৃত্তিকা সহ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের পরিচর্যা ছাড়াই জন্মায় ও বিকাশলাভ করে তাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে। ভারতের মোট ভূমিভাগের ১৯.২৭ শতাংশ বনভূমি দ্বারা আবৃত। বিজ্ঞানী চ্যাম্পিয়ন ও পুরি ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু এবং মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানের উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক উদ্ভিদকে প্রধানত নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

1. পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্য
2. আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য
3. শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য
4. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য
5. ম্যানগ্রোভ অরণ্য
6. মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ

নিম্নে তিন প্রকার উদ্ভিদের ব্যাখ্যা করা হল-

(a) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য ঃ

1. অবস্থান ঃ

উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমঢাল, আন্দামান-নিকোবর ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রায় ১২ শতাংশ অঞ্চলজুড়ে এই অরণ্য দেখা যায়।

2. জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য ঃ

I. এই বনভূমি অধ্যুষিত অঞ্চলে গড়ে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়।

II. এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়।

III. অত্যাধিক বৃষ্টিতে ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে জন্মায় বলে গাছগুলো সারা বছর চিরসবুজ থাকে।

3. অরণ্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

I. এই অরণ্যের গাছের পাতাগুলি বড় হওয়ায় চাঁদোয়ার স্তর তৈরি করে। ফলে সূর্যের আলো মাটিতে প্রবেশ করতে পারে না।

II. গাছগুলি হয় শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয় এবং সংঘবদ্ধভাবে অবস্থান করে।

III. এই অরণ্যের তলদেশ লতাগুল্ম, আগাছা ও অর্কিড জাতীয় পরগাছা উদ্ভিদে পূর্ণ থাকে।

4. প্রধান উদ্ভিদ ঃ

শিশু রোজউড, আয়রন উড মেহগনি, রাবার প্রভৃতি।

5. ব্যবহার ঃ

I. এখানকার ভারী কাঠ আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

II. রাবার গাছ থেকে প্রাপ্ত কাঁচামাল টায়ার ও টিউব তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(b) ক্রান্তীয় মরু উদ্ভিদ ঃ

1. অবস্থান ঃ

রাজস্থানের থর মরুভূমি গুজরাট ও কাথিয়াবার অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমির বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল ও পঞ্জাবে এই অরণ্য দেখা যায়।

2. জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য ঃ

I. এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫ সেন্টিমিটারের কম হয় এবং উষ্ণতা ৩০ ডিগ্রি থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট থাকে।

II. এখানে বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবন বেশি হয় ফলে মাটি স্বল্প আর্দ্রতা যুক্ত হয়।

3. অরণ্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

I. স্বল্প বৃষ্টিপাতের কারণে উদ্ভিদগুলির পাতা খুবই ক্ষুদ্র ও কম হয় এবং বহু ক্ষেত্রে পাতাগুলি কাঁটায় পরিণত হয়।

II. মাটিতে জলের পরিমাণ কম থাকায় উদ্ভিদের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে।

III. উদ্ভিদগুলির পাতা ও কাণ্ড মোম জাতীয় পদার্থে ঢাকা থাকে ফলে বাষ্পীভবন রোধ হয়।

4. প্রধান উদ্ভিদ ঃ

ফণীমনসা, খেজুর, আকন্দ।

5. ব্যবহার ঃ

এই অরণ্যের ব্যবহারিক গুরুত্ব নেই বললেই চলে। তবে ঘাসের ওপর নির্ভর করে কিছু চারণ ভূমি গড়ে উঠেছে।

(c) ম্যানগ্রোভ অরণ্য ঃ

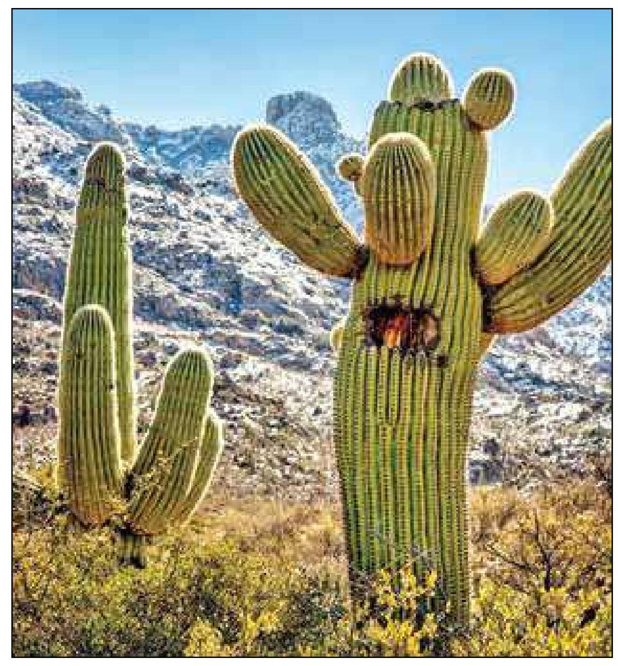

1.অবস্থান ঃ

গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, মহানদী অঞ্চল এবং আন্দামান নিকোবর রাজ্যের প্রায় ৭ শতাংশ অঞ্চলজুড়ে এই অরণ্য দেখা যায়। সুন্দরবন ভারতের তথা পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

2.জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য ঃ

I. এই অঞ্চলের উষ্ণতা ২৫ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং গড় বৃষ্টিপাত ১০০ থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার হয়।

II. উপকূল ও বদ্বীপ অঞ্চলের উষ্ণতা ও আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত আবহাওয়া এই বনভূমি সৃষ্টির পক্ষে আদর্শ।

III. প্রতিদিন দু'বার করে জোয়ারের জলে প্লাবিত অঞ্চল, কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত মাটি এই অরণ্য সৃষ্টির পক্ষে আদর্শ।

3. অরণ্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

I. জোয়ারভাটার প্রভাবে মাটি সবসময় স্যাঁতসেঁতে থাকায় উদ্ভিদগুলি চিরসবুজ প্রকৃতির হয়। তাই এদের চিরসবুজ উপকূলীয় বনভূমি বলা হয়।

II. নরম মাটিতে জন্মায় বলে গাছগুলিতে ঠেসমূল এবং জোয়ারের সময় শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার জন্য উদ্ভিদগুলির শ্বাসমূল দেখা যায়।

III. লবণাক্ত মাটিতে চারাগাছ জন্মাতে পারে না বলে গাছের ফলের মধ্যেই বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে।

4. প্রধান উদ্ভিদ ঃ

সুন্দরী, গরান, নারকেল, তাল।

5. ব্যবহার ঃ

I. সুন্দরী গাছের কাঠ বাড়িঘর ও নৌকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

II. এই বনভূমি থেকে প্রচুর পরিমাণে বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা হয় যেমন- মোম, মধু।

প্রস্তুতির সঙ্গে আস্থা রেখো আত্মবিশ্বাসে

উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিদ্যা

রাজ্যের স্কুলগুলোতে শেষ হয়েছে টেস্ট। উচ্চমাধ্যমিকের ফিজিক্স প্রশ্ন কেমন হতে পারে স্কুলে টেস্ট দিয়ে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা নিশ্চয় তোমাদের তৈরি হয়েছে। এবার লক্ষ্য উচ্চমাধ্যমিক।

উচ্চমাধ্যমিকের ফিজিক্স পরীক্ষা শুরু হতে আর মাস দুয়েক বাকি। স্কুল জীবনের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষা ভবিষ্যতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। উচ্চমাধ্যমিক ফিজিক্স পরীক্ষা নিয়ে কিছুটা চিন্তা থাকেই পড়ুয়াদের মধ্যে। এতগুলো টপিক, বিভিন্ন ভৌতরাশির সংজ্ঞা, সূত্র, প্রমাণ, ফর্মুলা এবং তার সঙ্গে Numericals ও বিভিন্ন ভৌতরাশির একক, এছাড়াও শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির একটা বাড়তি চাপ তো রয়েছেই। তবে ফিজিক্স পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হলে মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে হবে। এখনই লেগে পড়তে হবে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে। যেটুকু সময় হাতে রয়েছে সেই সময়টুকু পরিকল্পনামাফিক কাজে লাগিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খুব ভালোভাবে নিলে ফিজিক্স পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করা সম্ভব।

WBCHSE কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন অনুযায়ী পরীক্ষার আগে পর্যন্ত অনবরত অভ্যাস করে যাবে। ফিজিক্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার আগে মানসিক প্রস্তুতি যেমন প্রয়োজন, তেমনই দরকার বিশেষ কিছু পদ্ধতি মেনে প্রস্তুতি নেওয়া। ফিজিক্সে Theory এবং Numericals - এই দুটো অংশ থাকে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বছরভর গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান ভালো করে প্র্যাকটিস করেছ তারা আরও বেশি করে পরীক্ষার দিন পর্যন্ত অনবরত প্র্যাকটিস করে যাবে। বিশেষ করে যে সব অধ্যায়গুলোতে গাণিতিক সমস্যা বেশি করে আছে, যেমন - স্থির তড়িৎক্ষেত্র ও তড়িৎবিভব, ধারক ও ধারকত্ব, ওহম-এর সূত্র ও রোধ, প্রবাহীর চৌম্বক প্রভাব এবং চুম্বকত্ব, তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ, পরিবর্তী প্রবাহ, জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞানের মতো অধ্যায়গুলোর গাণিতিক সমস্যাগুলো বেশি করে সমাধান করবে। গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করার পর শেষে একক লিখতে ভুলবে না। অনেক সময় দেখা যায় তোমরা গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলেছ কিন্তু একক ভুল লেখার কারণে পুরো নম্বর পেতে ব্যর্থ হও। তাই অবশ্যই মনে করে নির্ধারিত ভৌতরাশির জন্য নির্ধারিত একক লিখতে হবে। ফিজিক্স মানে কিন্তু শুধুই গাণিতিক সমস্যা নয়। এখানে অনেক Theoretical অধ্যায় আছে যেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিকে অনেক নম্বর থাকে। যদি গাণিতিক সমস্যাগুলোতে একটু খামতি থাকে তাহলে এই Theoretical অধ্যায়গুলোতে আরও বেশি জোর দিতে হবে। অন্য অধ্যায়গুলোর Theoretical অংশেও ফোকাস দিতে হবে। তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বস্তুর দ্বৈত প্রকৃতি এবং বিকিরণ, পরমাণুর গঠন, পারমাণবিক ও নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান, তরঙ্গ আলোকবিজ্ঞানের মতো অধ্যায়গুলো পুরোপুরি Theoretical এবং মন দিয়ে এই অধ্যায়গুলো পড়লে এখান থেকে ভালো নম্বর তুলতে সমর্থ হবে।

এছাড়াও সিলেবাসের অন্তর্গত বিভিন্ন যন্ত্রসমূহ, যেমন- গ্যালভানোমিটার, পোটেনশিওমিটার, মিটার ব্রিজ, AC জেনারেটর, সাইক্লোট্রন, ডায়োড, অর্ধতরঙ্গ ও পূর্ণতরঙ্গ একমুখীকারক, ট্রানজিস্টার Theoretical অংশের অন্তর্গত। এগুলোও ভালোমতো পড়ে নিতে হবে। Theory-র Concept ক্লিয়ার থাকলে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করা অনেক সহজ হয়ে যায়। তাই Theory অংশটা খুব ভালো করে পড়তে হবে। লেখচিত্রের অংশটুকুও খুব ভালো মতো দেখে নিতে হবে। এছাড়া আলো ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন রেখাচিত্র খাতায় যত বেশি করে সম্ভব আঁকবে। যখন যে টপিক পড়ছ তা খাতায় নিজের ভাষায় লিখবে। যদি তুমি টপিকগুলো বুঝে যাও এবং নিজে সেগুলো খাতায় লেখো তাহলে সেই টপিকগুলো তোমার বেশি সময় ধরে মনে থাকবে। সমগ্র পাঠ্যবিষয়গুলোকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আরও একবার ভালো করে পড়ে নাও। পড়ার সময় সঙ্গে রেখো রিভিশন শিট। পড়ার সময় আমরা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় অনেক তথ্য পড়ি। রিভিশন শিট তোমায় এই প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য আলাদা করতে সাহায্য করবে। পড়ার সময় যে তথ্যগুলো পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সঙ্গে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, সেই তথ্যগুলোকেই আলাদা করে তুলে রেখো একটা রিভিশন শিটে।

পুরো পাঠ্যবইটি যতবার সম্ভব খুঁটিয়ে পড়তে হবে কারণ MCQ সহ অনেক ছোট প্রশ্ন আসে ফিজিক্স পরীক্ষায়। তাই এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর করতে হলে অবশ্যই পাঠ্যবই আরও খুঁটিয়ে পড়তে হবে। প্রশ্নপত্রে Section I -এ থাকবে MCQ। এই সেকশনে ১৪টি MCQ থাকবে। VSA- 1 mark-এর চারটি প্রশ্ন থাকবে। এছাড়াও 2 marks, 3 marks ও 5 marks-এর প্রশ্ন থাকবে। 2 marks -এর প্রশ্নগুলো (1+1), 3 marks-এর প্রশ্নগুলো (2+1) এবং 5 marks -এর প্রশ্নগুলো (3+2) অথবা (4+1) হিসেবে থাকতে পারে। পরীক্ষায় সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর লিখে ভালো নম্বর পেতে হলে বিভিন্ন কোয়েশ্চন ব্যাংক ও টেস্ট পেপারে থাকা বিগত বছরের প্রশ্নগুলো ও বিভিন্ন Sample paper- এর প্রশ্নগুলোর উত্তর সময় ধরে লেখার অভ্যাস করবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় সময়ই দেখা যায় বিগত বছরের প্রশ্নগুলো থেকে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়। এছাড়াও এমন কিছু বিশেষ টপিক থাকে যেগুলো থেকে কোনও না কোনও প্রশ্ন পরীক্ষায় চলেই আসে। এ ধরনের টপিকগুলো ভালো করে জানতে হবে ও পড়তে হবে। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর যেসব প্রশ্নের উত্তর একেবারে জানা সেগুলো দিয়ে শুরু করে পরের প্রশ্নে যাবে। হাতের লেখা যথাসম্ভব ভালো করবে, তাহলে পরীক্ষকের মনে ভালো ছাপ পড়ে যায় উত্তরপত্র দেখার সময়। এটাকে খুব সাধারণ পরীক্ষার মতো করেই নিতে হবে। স্কুলে যেভাবে প্রতিবছর পরীক্ষা দিয়ে এসেছ তেমনই মনে করতে হবে।

পার্থপ্রতিম ঘোষ
শিক্ষক
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক)
আলিপুরদুয়ার

নার্ভাস না হয়ে স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা দিতে হবে। নার্ভাস হলেই বিপদ।

ফিজিক্স পরীক্ষায় কোনও প্রশ্ন যদি একটু জটিলও লাগে তাহলেও মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার হলে একটা-দুটো প্রশ্নের উত্তর লিখতে শুরু করলেই স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। ভয় না পেয়ে আনন্দের সঙ্গে পরীক্ষা দাও। পরীক্ষার আগের দিন বেশি রাত পর্যন্ত জেগে পড়বে না। বরং একেবারে মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষার আগের রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে। পরীক্ষার দিন সাতসকালে উঠে আগের দিনের পড়াগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নেবে। সবশেষে বলব, নিজস্ব প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাসের উপর আস্থা রাখবে। ফলাফল নিয়েও কোনও দুশ্চিন্তা করবে না। মনে রাখবে পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না,বছরভর নিরলস পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল অবশ্যই পাবে।

বয়স্ক শিক্ষা

অমরজিৎ সিংহ রায়
শিক্ষক
বড়ম গোকুলপুর জুনিয়ার হাইস্কুল
দক্ষিণ দিনাজপুর

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞানে বয়স্ক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তোমাদের সুবিধার জন্য এই বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য আলোচনা করলাম। আশা করি, পুরো বিষয় মনোযোগ দিয়ে পড়লে তোমরা বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কিত যে কোনও প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞান

বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সে নিয়মিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদের জন্য শিক্ষামূলক যেসব সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়, সাধারণভাবে তাকেই বয়স্ক শিক্ষা বলা হয়। অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষা হল প্রথাগত শিক্ষাক্রমের বাইরে বয়স্ক মানুষের জন্য সংগঠিত সেই শিক্ষা ব্যবস্থা, যা তাদের জীবনধারা বিকাশে সাহায্য করে। শিখন, পঠন, গণিতের দক্ষতা দান, নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা ইত্যাদি হল বয়স্ক শিক্ষার মূল কথা।

বয়স্ক শিক্ষা মূলত দুই প্রকৃতির- বয়স্ক সাক্ষরতা এবং প্রবহমান শিক্ষা। বয়স্ক সাক্ষরতা হল যেসব বয়স্ক ব্যক্তি আগে কোনওদিন বিদ্যালয়ে যাননি তাঁদের শিক্ষা এবং প্রবহমান শিক্ষা হল সেই ধরনের বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা যাঁরা কোনও না কোনও সময় কিছু সময়ের জন্য হলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষা অর্জন করেছেন।

বয়স্ক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলা। সে কারণে সকল নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরতা ও শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭৮ সালের ২ অক্টোবর জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়। বিশেষত পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্কদের এই কর্মসূচিকে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

তবে বয়স্ক শিক্ষা বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৯৪৯ সালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বয়স্ক শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, শুধু সাক্ষর করে তোলাই বয়স্ক শিক্ষা নয়। গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনে প্রতিটি নাগরিক যাতে তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় সেই শিক্ষাও বয়স্ক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে।

Earnest Barker বলেছেন- বয়স্ক নিরক্ষর মানুষের জীবনদর্শন ও কাজকর্মের সঙ্গে সংগতি রেখে আংশিক সময় ভিত্তিতে যে শিক্ষা, তাকে বয়স্ক শিক্ষা বলে।

Brystu বলেছেন, দৈনন্দিন জীবনে মানুষ তার প্রয়োজনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যা কিছু শেখে ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়নে তাদের শক্তির যতটুকু অংশ ব্যয় হয় তার সবটুকুই বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত।

তবে বয়স্ক শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমন রামায়ণ, ভাগবত পাঠের আসর, কীর্তনের আয়োজন ইত্যাদি বিনোদনমূলক সম্পর্কে ভারতীয় মূল্যবোধ, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় থেকে শিক্ষালাভ করা যেত। এই প্রক্রিয়া ছিল জীবনব্যাপী, যা মানুষকে উন্নতির পথে ধাবিত হতে সাহায্য করত, জ্ঞানের আলোক প্রসারিত করতে সাহায্য করত।

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ যুগে পাশ্চাত্য ধাঁচে শিক্ষা কাঠামো প্রতিষ্ঠার যুগে বয়স্ক শিক্ষা একটি পৃথক বিষয় হিসেবে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সরকারি নীতির মধ্যে ধীরে ধীরে স্থান করে নিয়েছিল।

১৯৩৮ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা পর্ষদ কর্তৃক আয়োজিত মিটিংয়ে একটি বয়স্ক শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষামন্ত্রক একটি নির্দেশনা প্রকল্প রচনা করেন। ১৯৩৮ সালে দিল্লিতে প্রথম সর্বভারতীয় বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলন বসে এবং ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর যে কমিশন বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে তা হল কোঠারি কমিশন। কমিশনের মতে, বয়স্কদের দ্রুত পরিবর্তনশীল জগৎ এবং জটিলতর হয়ে ওঠা সমাজকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। বয়স্ক ব্যক্তিরা যেসব কাজে যুক্ত সেইসব কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে।

পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষানীতিতেও বয়স্ক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলনে বিধিমুক্ত বয়স্ক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের নিজেদের সম্পর্কে ও তাদের চারপাশের সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে চেতনার বিকাশ। নাগরিকতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ছিল শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে বয়স্ক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও সঠিক পরিকল্পনার অভাব, জনসচেতনতার অভাব প্রভৃতি নানা কারণে বয়স্ক শিক্ষার আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটেনি।

সবশেষে বলা যায়, গণশিক্ষার প্রসার ছাড়া আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি কখনোই সম্ভব নয়। নিরক্ষরতার সংখ্যা যেখানে জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশ সেখানে গণতন্ত্র সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে না। তাই বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও তার সঙ্গে স্বাস্থ্যশিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, মার্জিত রুচি অনুযায়ী অবসর বিনোদনের শিক্ষা দিতে হবে। এটি শুধুমাত্র সরকারি চেষ্টায় সম্ভব হবে না। এই জাতীয় সমস্যা সমাধান হবে তখনই যখন সব শিক্ষিত দেশবাসী সমবেতভাবে নিরক্ষর প্রতিবেশীকে উৎসাহ দেবেন শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবার জন্য।

জেনে রেখো

১) বয়স্ক শিক্ষাকে সামাজিক শিক্ষা বলে অভিহিত করেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

২) Dr. Laubach পঞ্জাবে একটি সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলেন যার স্লোগান ছিল- 'প্রত্যেকে একজন ব্যক্তিকে শেখাও'।

৩) ১৯৪৯ সালে মোহনলাল সাক্সেনার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়, যার কাজ ছিল বয়স্ক শিক্ষার বিস্তারের বিষয়টি পর্যালোচনা করা।

৪) জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি কার্যকর হয় ১৯৭৮ সালে।

৫) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বয়স্ক শিক্ষা বা সামাজিক শিক্ষার পরিবর্তে বয়স্ক সাক্ষরতা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

৬) স্বাধীনতার পরে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে, বয়স্ক শিক্ষা জাতীয় পর্ষদ (National Board of Adult Education) গঠিত হয়।

৭) NAEP-এর সম্পূর্ণ নাম- National Adult Education Programme।

৮) বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-

ক) বয়স্ক নিরক্ষরদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার ঘটানো।

খ) সামাজিক উন্নতিতে সহায়তা করা।

৯) বয়স্ক শিক্ষার দুটি সমস্যা লেখো।

(ক) শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বয়স্কদের আগ্রহের অভাব।

(খ) সঠিক পরিকল্পনার অভাব।

১০) জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

(ক) নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বয়স্ক ব্যক্তিগণকে সচেতন করে তোলা।

(খ) পড়া, লেখা ও গণিত- এই 3R এর জ্ঞান প্রদান করা।

কটন ক্যান্ডি ডে

কখনও গোলাপি, কখনও নীল রংয়ের এই 'বুড়ির চুল' বা 'হাওয়াই মিঠাই' মেলা, রাস্তার পাশে কিংবা শপিং মলে দেখতে পাওয়া যায়। খেতে সুস্বাদু এই তুলোর মতো দেখতে মিষ্টি জিনিসটি বিশেষত ছোটদের খুব প্রিয়। ৭ ডিসেম্বর কটন ক্যান্ডি ডে পালন করা হয়।

রাতভর ভোগান্তি রোগীদের, ক্ষোভ পুর প্রশাসকের

মেডিকেল অতিষ্ঠ ডিজে, বাজিতে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন অনুষ্ঠান বাড়িতে উচ্চস্বরে বাজল ডিজে, ফাটল শব্দবাজি। রাতভর সাউন্ড বক্স ও বাজির আওয়াজে চোখের পাতা এক করতে পারলেন না রোগীরা। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়েছে হৃদরোগীদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিয়েবাড়িতে যান পুরপ্রশাসকও। অভিযোগ, তারপরেও বন্ধ হয়নি সাউন্ড বক্স। শেষমেশ পুলিশ গিয়ে বক্স বন্ধ করে। মঙ্গলবার রাতে রায়গঞ্জ মেডিকেল সংলগ্ন ইন্দিরা কলোনির এই ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বিয়েবাড়ি সহ অনুষ্ঠান চললেই জোরে ডিজে বাজানো হয়। এব্যাপারে নীরব মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার রাতে ঠিক কী ঘটেছিল? রোগীর পরিজনদের দাবি, রাত সাড়ে নটা নাগাদ ইন্দিরা কলোনি এলাকায় উচ্চস্বরে সাউন্ড বক্স বাজার পর রায়গঞ্জের পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাসকে ফোন করা হয়। এরপরে মেডিকেল কলেজে আসেন সন্দীপবাবু। রোগীদের সমস্যার কথা শুনে তিনি অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়ে সাউন্ড কমানোর নির্দেশ দেন। যদিও সাউন্ড বক্স সামান্যক্ষণ বন্ধ থাকার পর ফের চালানো হয়। এরপর পুলিশ এসে বন্ধ করে।

এদিন মেডিকেলে চিকিৎসাধীন এক রোগী সংগীতা সাহা জানালেন, 'আমি জ্বর ও পেটের ব্যথা নিয়ে ভর্তি হয়েছি। গতকাল ডিজের আওয়াজে সারারাত ঘুমোতে পারিনি। এর আগেও দেখেছি, এলাকায় কোনও অনুষ্ঠান হলে উচ্চস্বরে সাউন্ড বক্স বাজতে। এখানে মাথাব্যথা, হার্টের রোগী সকলেরই খুব সমস্যা হয়। মেডিকেল কর্তৃপক্ষ কেন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না জানি না।'

মেডিকেলে আসা এক রোগীর পরিজন শ্যামল বর্মনের কথায়, 'স্ত্রীকে হৃদরোগের সমস্যায় মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করেছি। যেভাবে ডিজে বাজছিল আমার নিজের বুকটাই কেমন করছিল, তাহলে ভেতরে থাকা রোগীদের কী অবস্থা হবে? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।'

> স্ত্রীকে হৃদরোগের সমস্যায় মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করেছি। যেভাবে ডিজে বাজছিল আমার নিজের বুকটাই কেমন করছিল।
>
> –শ্যামল বর্মন, আত্মীয়

রায়গঞ্জ মেডিকেলের এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'এবিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। যা বলার পুলিশ বলবে। আমরা রোগীর সমস্যা লিখিত আকারে চেয়েছি, সেই অভিযোগ হাতে পেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'বিষয়টি শুনেছি। পুলিশকে বলা হয়েছে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। হাসপাতালের রোগীদের সমস্যা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না। রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে এবিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।'

কী ঘটেছিল

- মঙ্গলবার রাতে ইন্দিরা কলোনি এলাকায় উচ্চস্বরে সাউন্ড বক্স বাজতে থাকে
- রোগীদের সমস্যার কথা শুনে মেডিকেলে আসেন পুরপ্রশাসক সন্দীপবাবু
- তিনি অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়ে সাউন্ড কমানোর নির্দেশ দেন
- যদিও সাউন্ড বক্স কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার পর ফের চালানো হয়

যানজটে তিতিবিরক্ত শিলিগুড়ি মোড়

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জ শহরে ঢোকা বা বের হতেই হাঁসফাঁস আমজনতার। অতিরিক্ত বাস, লরি, ছোট গাড়ির জন্যে তীব্র যানজটে আটকে থাকতে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শিলিগুড়ি মোড়ে স্কুল, কলেজ থাকায় অফিস টাইমে সমস্যা আরও তীব্র। এরকম পরিস্থিতিতে চার লেনের বাইপাস দ্রুত খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে নিত্যযাত্রীরা।

সমস্যা কোথায়?

- শিলিগুড়ি মোড় সংলগ্ন রাস্তাটি তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ। ফলে জ্যাম লেগে গেলে তা কাটিয়ে উঠতে সময় লেগে যায়
- যানবাহনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বাড়তে থাকায় যানজট লেগেই থাকে
- পাশেই স্কুল, কলেজ, অফিস চত্বর থাকায় সবসময় মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে
- এলাকায় একের পর এক সারি সারি গ্যারেজ গড়ে উঠেছে। যার জন্যে গাড়ি বের করতে ঢোকাতে জ্যাম লেগে যায় এলাকায়

প্রশাসনের উদ্যোগ

- রাত ১০টা অবধি সিগন্যালিং চালু
- সিগন্যাল পালনে কঠোর মনোভাব ট্রাফিকের
- রাস্তার ধারে পথচারীদের জন্যে রেলিং
- সংশ্লিষ্ট এলাকায় অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন

পুরসভার বক্তব্য

চার লেনের বাইপাস চালু করাতে না পারাটা আমাদের ব্যর্থতা। শহরের গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি মোড়ে মাঝেমধ্যেই তীব্র যানজট তৈরি হচ্ছে। জাতীয় সড়ক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। পাঁচ বছরে ওই বাইপাস চালু হলে শহরের মানুষকে প্রাণ হাতে করে চলতে হত না।

–অরিন্দম সরকার
উপ পুরপ্রশাসক, রায়গঞ্জ পুরসভা

ভুক্তভোগীদের কথা

বাসে চেপে শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জের সুদর্শনপুরের বাড়িতে ফিরছিলেন নার্সিং পড়ুয়া শেফালি দেবনাথ। কিন্তু রায়গঞ্জ কুলিক পাখিরালয় থেকে শুরু হওয়া বাস, লরি, অটোর জ্যাম সামলে ১ কিমি পথ পার হতে সময় লাগে প্রায় ১ ঘণ্টা।

শিলিগুড়ি মোড়ের নিত্যযন্ত্রণা হল যানজট। এত বেশিসংখ্যক লরি, বাস এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে, যে সেই লাইন ক্লিয়ার হতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। –উৎপল সেন, শিক্ষক

ধান কেনার জন্য কিছুদিন আগেও বাসে চেপেই ভাটোল সহ রামপুর, ভগীলতা, মহারাজা যেতাম। সম্প্রতি দূরপাল্লার লরি ও বাসের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়েছে। তাই বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিয়েই মোটর সাইকেলে যাতায়াত করছি।

–দেবব্রত সিংহ, ব্যবসায়ী

শেষবিদায় প্রাক্তন মন্ত্রীকে

কলকাতায় চোখদান, দেহদান মালদায়

নিউজ ব্যুরো

৬ ডিসেম্বর : মরনোত্তর দেহ দান করে গিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী নারায়ণ বিশ্বাস। সেই অঙ্গীকার মেনে বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ তাঁর দেহ তুলে দেওয়া হল মালদা মেডিকেল কলেজে। দক্ষিণ দিনাজপুরের সিপিএম নেতারা ছাড়াও মালদা মেডিকেল কলেজে প্রয়াত নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন মালদার জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র, জামিল ফিরদৌস, প্রণব চৌধুরী বিশ্বনাথ ঘোষ, কৌশিক মিশ্র, সিটু নেতা নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যু হয় নারায়ণবাবুর। ওদিনই দুপুরে নারায়ণবাবুর দেহ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের রাজ্য দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে সড়ক পথে দক্ষিণ দিনাজপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। অম্বর মিত্র বলেন, 'নারায়ণ বিশ্বাস একসময় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ছিলেন। একাধিকবার রাজ্যের মন্ত্রিত্ব সামলেছেন। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন নারায়ণবাবু। মঙ্গলবার কলকাতায় তাঁর চক্ষু দান করা হয়েছে। মালদা মেডিকেলে নারায়ণবাবু দেহদান করেছিলেন। আমরা নারায়ণবাবুর দেহ মেডিকেল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলাম।'

উল্লেখ্য, মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রথম দেহ দান করেছিলেন প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সৌমেন পান্ডে। পরবর্তীতে সিপিএম নেতা জীবন মৈত্র, সুনীল সেন, মলয় ভট্টাচার্য, সমর রায় সহ অনেক বামপন্থী নিজের দেহদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতা থেকে নারায়ণবাবুর দেহ এসে পৌঁছায় বালুরঘাটে জেলা কার্যালয়ে। বুধবার সকালে বালুরঘাটে শ্রদ্ধা জানানোর পর নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুরে। প্রথমে নিয়ে মরদহে নিয়ে যাওয়া হয় আলয় অনাথ আশ্রমে। এরপর তাঁর বাসভবনে। নিয়ে যাওয়া হয় সিপিএমের এরিয়া কমিটির কার্যালয়েও। প্রতিটি জায়গায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানতে মানুষের ঢল নামে। শ্রদ্ধা জানতে হাজির হয়েছিলেন বিজেপির বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাস, তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি মৃণাল সরকার। পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের তরফে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

বালুরঘাটে সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় নারায়ণ বিশ্বাসকে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, সিপিআইএম নেতা মানবেশ চৌধুরী, নন্দলাল হাজরা, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। দলীয় কার্যালয়ে পর শহরে একটি শোক মিছিল করা হয়। প্রাক্তন মন্ত্রীর মরদেহ নিয়ে শোক মিছিল করা হয় বালুরঘাট শহরে।

বুনিয়াদপুরেও ঘড়িতে তখন ১০টা বেজে ৪০ মিনিট। কর্মী সমর্থকরা আগে থেকেই অর্ধনমিত দলীয় পতাকা হাতে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে। বুনিয়াদপুর দলীয় কার্যালয়ের সামনে তখন দলীয় নেতৃত্ব, কর্মী–সমর্থক ছাড়াও অন্য রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের ভিড়। কার্যালয়ে পৌঁছায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দক্ষিণ দিনাজপুর সিপিএমের জেলা সম্পাদক নারায়ণ বিশ্বাসের মরদেহ। লড়াকু নেতাকে একবারের জন্য চোখের দেখা দেখতে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমান।

আমার পাড়া
পুরাতন মালদা পুরসভা, ওয়ার্ড ৬

সমস্যার দ্বিতীয় নাম ইদগাহ মাঠ

রেলকুঠি কাঞ্চনপাড়া, চালিশাপাড়া, কাজিদারা, শাহজাহানপাড়া, কলাইবাড়ি বাগানপাড়া ও রামচন্দ্রপুরের একাংশ নিয়ে পুরাতন মালদার ৬ নম্বর ওয়ার্ড। ওয়ার্ডের বাসিন্দার সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশি হলেও ভোটার সংখ্যা ৩ হাজার। এলাকাবাসীর ইদগাহ মাঠের সংস্কার, টিনের শেড, আধুনিক ফ্লাড লাইটযুক্ত খেলার মাঠ, কমিউনিটি হল, নিকাশিনালা, রাস্তার দাবি রয়েছে। চালিশাপাড়া, কাজিদারা, রামচন্দ্রপুর ওয়ার্ডের পুরোনোপাড়ায় পুরপরিষেবা নিয়ে অভিযোগ না থাকলেও অন্য এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন কাউন্সিলারও। এমন নানা সমস্যা পাড়ায় ঘুরে দেখলেন পুরাতন মালদার উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক জসিমুদ্দিন আহমেদ।

কাজিদারা ও চালিশাপাড়ার ইদগাহ মাঠের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আমরা এই ইদগাহ ময়দানের সংস্কারের দাবি জানাচ্ছি। মাঠে মাটি ফেলে উঁচু করার প্রয়োজন রয়েছে, সেই সঙ্গে নিকাশি ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই ইদগাহে ১০ হাজারেরও বেশি নমাজ আদায় হয়। পাশাপাশি মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে টিনের শেডও প্রয়োজন।

–সাইয়ুব আলি, বাসিন্দা

আমাদের রামচন্দ্রপুর এলাকায় খেলাধুলোর কোনও মাঠ নেই। পাড়ার ছেলেরা খেলার জন্য নদীর ধারে যায়। মাঠ সংস্কার করে খেলাধুলোর উপযোগী করে তুললে ভালো হয়। পাশাপাশি মাঠে ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করলে প্রতিযোগিতামূলক খেলা করা যায়। বিষয়টি একটু প্রশাসনের দেখা উচিত।

–মিলন পাল, বাসিন্দা

আমাদের কলাইবাড়ি বাগানপাড়ায় পাকা রাস্তা নেই। নিকাশির অবস্থাও বেহাল। বর্ষাকালে চরম বিপাকে পড়তে হয় আমাদের। আমরা অনেকবার সমস্যার কথা জানিয়েছি। কিন্তু জানি না কবে পাকা রাস্তা পাব।

–সাহেদুল শেখ
বাসিন্দা

জান্নাতুন নেসা, কাউন্সিলার

এই ওয়ার্ড সম্প্রীতির ওয়ার্ড। ইদ, কালীপুজো, দুর্গাপুজো সব অনুষ্ঠান ভালোমতো হয়। ওয়ার্ডবাসীর জন্য ২৪ ঘণ্টা আমার ফোন খোলা থাকে। ওয়ার্ডের কোথাও কোনও সমস্যা হলে, আমি নিজে যাই। চালিশাপাড়ার কমিউনিটি হল, কাজিদারা ইদগাহ ময়দান থেকে মৌলপুর হাসপাতাল পর্যন্ত নিকাশিনালার সমস্যার কথা জানি। রেলকুঠি বটগাছতলায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। কলাইবাড়ি বাগানপাড়ায় রাস্তা ও নিকাশিনালার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া নদীর ধারে খেলার মাঠের সংস্কার প্রয়োজন। পুরবোর্ডে সমস্যার কথা তুলে ধরছি।

প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে মাংস কেটে বিক্রি বন্ধের দাবি

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ৬ ডিসেম্বর : শহরের বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় প্রকাশ্যে চলছে নৃশংসভাবে পশুহত্যা এবং মাংস বিক্রি। প্রকাশ্যে পশুহত্যার মতো নৃশংস দৃশ্য দেখে শিউরে উঠছেন পথচলতিরা। শিশুদের মধ্যে এর গভীর প্রভাব পড়ছে। শিশুর মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে শহর এবং সংলগ্ন এলাকায় বেআইনি এবং প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে পশুহত্যা বন্ধের দাবিতে সরব হলেন গঙ্গারামপুরের বিশিষ্টরা। এবিষয়ে দ্রুত সক্রিয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে গঙ্গারামপুর পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

গঙ্গারামপুর শহরের কালীতলা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা, রবীন্দ্র ভবন, শপিং প্লাজা, শিববাড়ি শ্মশান সংলগ্ন এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় প্রকাশ্যে দীর্ঘদিন ধরে ছাগল হত্যা করে তার মাংস বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতা টানতে বীভৎসভাবে মৃত ছাগলের দেহ রাস্তার পাশে ঝুলছে। অন্যদিকে, ছাগল বা খাসির মাংস টাটকা কিনা প্রমাণ পেতে প্রকাশ্যে ছাগল হত্যার দৃশ্য এবং রক্তপাতকে প্রত্যক্ষ করার পর মাংস ক্রয় করছেন। কার্যত প্রকাশ্যে পশুহত্যা আইন অর্থাৎ দি প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমালস অ্যাক্ট ১৯৬০কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যে পশুহত্যা ও মাংস বিক্রির কারবার চলছে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে শহরতলী এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে পশুহত্যা এবং বীভৎসর মৃত পশুকে ঝুলিয়ে রাখবার বিরোধিতায় সরব হলেন বিশিষ্টরা।

ডঃ গোবিন্দ পাল
সাহিত্যিক

গঙ্গারামপুর শহর সংলগ্ন কালীতলা ব্রিজের দু'পাশে প্রকাশ্যে ছাগল হত্যা করে বিক্রি করা হয়। এর পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে পশুহত্যা করে হয় মাংস বিক্রি। যাতায়াত করার সময় এমন নৃশংস দৃশ্য দেখে অনেক সময় আমাদের আঁতকে উঠতে হয়। শিশু মনের গভীর বিরূপ প্রভাব পড়ে। প্রকাশ্যে এসব বন্ধ হওয়া উচিত। এসব দৃশ্য দূষণের মতো ঘটনা। এবিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত।

অভিজিৎ সরকার
অধ্যাপক

দি প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমালস অ্যাক্ট ১৯৬০' অনুযায়ী প্রকাশ্যে গবাদিপশু না কাটার নিদান রয়েছে। পাশাপাশি অসুস্থ, গর্ভবতী বা শিশু গবাদি কাটা যাবে না বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আইনকে উপেক্ষা করে প্রকাশ্যেই মাংস বিক্রি হচ্ছে। এসব দ্রুত বন্ধ হওয়া উচিত। আমরা মাংস বিক্রির বিরোধিতা করছি না। আমরা শুধু প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে পশুহত্যার বিরোধিতা করছি। এনিয়ে প্রশাসনকে দ্রুত কড়া পদক্ষেপ করা উচিত।

রাজীব সাহা
অধ্যাপক

গঙ্গারামপুর শহর সহ সংলগ্ন এলাকায় প্রকাশ্যে পশুহত্যা করে মাংস বিক্রি হচ্ছে। ঠিক এই কারণে বাচ্চাকে নিয়ে বাজারে যাওয়ার আগে অনেকবার ভাবতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে বীভৎসভাবে মৃত পশুর দেহ ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। এসব দেখে আঁতকে উঠতে হচ্ছে। রাস্তার ধারে কিংবা ভরা বাজারে পশুহত্যার মতো ঘটনা না ঘটানোই ভালো।

প্রশান্ত মিত্র
পুরপ্রধান, গঙ্গারামপুর

এবিষয়ে ইতিমধ্যে আমাদের আলোচনা হয়েছে। খুব দ্রুত প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে পশুহত্যা বন্ধ করা হবে। জনবহুল এলাকায় যাতে প্রকাশ্যে পশুহত্যা না হয়, তার জন্য কড়া পদক্ষেপ করবে পুরসভা। এনিয়ে বৃহস্পতিবার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

আমরা সবসময় আড়াল করে পশুহত্যা করে থাকি। তবে বেশ কিছু খদ্দের দাঁড়িয়ে থেকে পশুহত্যা দেখার পরে মাংস কেনেন। অনেকে রক্ত না দেখতে পেলে বাসি মাংস বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। কাজেই মাঝেমধ্যে আমরা নিরুপায় হয়ে যাই।

মাংস বিক্রেতা

বর্ষবরণের প্রস্তুতি

বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : প্রত্যেক বছরের মতো এবারও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এবারও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণী ও কৃতী ৫ জনকে সংবর্ধিত করা হবে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুম্বইয়ের বিখ্যাত সংগীতশিল্পী কুনাল গাঞ্জাওয়ালা সংগীত পরিবেশন করতে আসবেন বালুরঘাটে। এবার প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষ সেই অনুষ্ঠান বালুরঘাট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মাঠে করতে চলেছে। বুধবার বিকেলে মাঠ পরিদর্শন করেন বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সম্পাদক পবিত্র মহন্ত।

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Nasir Hossain, সাং – মহারাজনগর, হরিপুর, পুকুরিয়া, জেলা – মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার নং 16315, তাং 20/11/2015) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 29/11/23 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Pizza Nesha থেকে Raika Parvin করা হইল। যা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

(M–104925)

জেলা শাসককে অভিযোগ পড়ুয়াদের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : নিজস্ব ভবন, স্থায়ী অধ্যাপক, কর্মী কিছুই নেই। পরিকাঠামোহীন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এদিন অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দিতে গিয়ে পড়ুয়াদের নানা অভিযোগ শুনতে হল দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসককে। স্থায়ী ক্লাসরুম, পরিচ্ছন্ন টয়লেট, স্থায়ী অধ্যাপক, হস্টেল, লাইব্রেরির দাবি জানানো হয় জেলা শাসককে।

জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণাও হাসিমুখে ওই অভিযোগ শুনে সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে পড়ুয়াদের প্রতিশ্রুতি দেন। গত অগাস্ট মাসে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অফলাইন ক্লাস চালু হওয়ার পর এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাস তথা গার্লস কলেজের ভবনে পড়ুয়াদের নিয়ে মোটিভেশনাল বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত মিত্র, রেজিস্ট্রার অমিত রায় সহ অন্যরা। পড়াশোনা থেকে শুরু করে ক্যারিয়ার গড়ার পথপ্রদর্শক হিসেবে নানা বিষয়ে অনুপ্রেরণা দেন পড়ুয়াদের। বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত পড়ুয়ায় এদিন জেলা শাসকের সমস্ত বক্তব্য মন দিয়ে শোনেন।

পড়ুয়াদের সঙ্গে কথোপকথনে জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা। বুধবার বালুরঘাটে।

বালুরঘাট মাহিনগর বিমানবন্দরের পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি চিহ্নিত হওয়ার পর থেকে জটিলতা তৈরি হয়েছে। বিমানবন্দরের রানওয়ের সম্প্রসারণের জন্য যেমন ওই জমি পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, তেমনি নতুন ভবনের জন্য ও রাজ্য সরকার অনুমোদন না দেওয়ায় নিজস্ব ভবন পাওয়াও অনিশ্চিত হয়ে রয়েছে। তবে সে সব সমস্যার মধ্যেই দুই বছর আগে বালুরঘাট শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে অস্থায়ী ক্যাম্পাস বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়ে যায়।

তবে এতদিনেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী নিয়োগের জন্য পদই তৈরি করা যায়নি। ফলে উপাচার্য ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও অধ্যাপক, কর্মী, স্থায়ী রেজিস্ট্রার, কন্ট্রোলার কিছুই নেই। সব মিলিয়ে নানা সংকটে এই বিশ্ববিদ্যালয়। গত অগাস্ট মাসে বালুরঘাট গার্লস কলেজের একটি ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অফলাইন ক্লাস চালু করা হয়েছে। ওই ভবনও ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ছেড়ে দিতে হবে। এমন সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অফলাইন ক্লাস কোথায় হবে তা নিয়েও চিন্তায় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অনামিকা মান্না জানান, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও স্থায়ী ক্লাসরুম নেই। স্থায়ী অধ্যাপকও নেই। অনেক দূর থেকে আমরা এখানে পড়তে আসছি। কিন্তু থাকার জন্য হস্টেল নেই। এমনকি পঠনপাঠনের জন্য লাইব্রেরিও নেই। ফলে আমাদের সমস্যা হচ্ছে। এই বিষয়গুলি আজ আমরা জেলা শাসককে জানিয়েছি।'

দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত মিত্রের বক্তব্য, 'আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জেলা শাসক পড়ুয়াদের ক্লাস নিলেন। এটা খুবই আনন্দের বিষয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যাগুলি এদিন পড়ুয়ারাও জানিয়েছে। পাশাপাশি আমরাও উচ্চশিক্ষা দপ্তর সহ জেলা শাসককে এর আগে চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছি।'

দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'অফলাইন ক্লাস শুরু হবার পর এদিন প্রথমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম। পড়ুয়াদের সঙ্গে আজ কথা বললাম। কেমন পড়াশোনা চলছে, খোঁজ নিলাম। তাদের পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা শুনেছি।'

প্রশাসনের উদ্যোগে বন্ধ কিশোরীর বিয়ে

করণদিঘি, ৬ ডিসেম্বর : এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল প্রশাসন ও পুলিশ। করণদিঘির দোমোহনা পঞ্চায়েতের বাসপাড়া গ্রামের ঘটনা।

ওই নাবালিকার বাবা কৃষিকাজ করেন। সে দোমোহনার রহতপুর হাই মাদ্রাসার দশম শ্রেণির ছাত্রী। পরিচিতদের মাধ্যমে এক যুবকের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেওয়ার কথা পাকাপাকি করার জন্য পাত্রপক্ষের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল। বিয়ের দিনেই এই খবর চাউর হতেই জেলা চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার দপ্তরে ১০৯ নম্বরে ফোন করে জানায় মেয়েটির সহপাঠী। মেয়েটির বাবা ২০ হাজার টাকা ঋণও করেন। সকালে অনুষ্ঠানের আগেই গ্রামে যান করণদিঘি ব্লকের যুগ্ম বিডিও বাপ্পাদিত্য রায় সহ পুলিশ অফিসার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীরা। বাপ্পাদিত্য রায় জানান, 'আজ আইন ও অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ের সমস্যা সহ সমস্ত কিছু বোঝানোর পরে নাবালিকার পরিবার অনুষ্ঠান বাতিল করেন। আজ নাবালিকা, তাঁর বাবা ফইজুদ্দিন ও মা রোসনারা খাতুনকে মেয়ে সাবালিকা না হওয়া অবধি বিয়ে না দেওয়া ও কাউন্সিলিং করার জন্য জেলা সিডব্লিউসি অফিসে ডাকা হয়েছে।' নাবালিকার বাবা ফইজুদ্দিনের মতে, 'আমরা ভুল করে নাবালিকা মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। প্রশাসনের কর্তারা আমার ভুল ভেঙে দিয়েছে। নাবালিকা মেয়েদের বিয়ে দিলে কী সমস্যা হয়, তা খোলসা করে জানার পরে আমি খুবই লজ্জিত।'

ভোট প্রস্তুতিতে সর্বদলীয় বৈঠক

বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হল দক্ষিণ দিনাজপুরে। বুধবার বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবনে সর্বদলীয় বৈঠক করলেন জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক। বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বৈঠকের প্রধান বিষয় ছিল, 'এবারের নতুন ভোটারদের ইভিএম সম্পর্কে অবগত করা'। এর জন্য জেলা জুড়ে ক্যাম্পেন করা হয়। মোট ৮০টি ইভিএমে এই ক্যাম্পেন করা হবে জেলার ছয়টি বিধানসভাতেই। ১১ তারিখ থেকে এই ক্যাম্পেন শুরু হবে।

বিশ্বে চতুর্থ এলআইসি

নিউজ ব্যুরো

৬ ডিসেম্বর : দেশের বৃহত্তম বিমা সংস্থা লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানি তথা এলআইসি'র মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হল। আর্থিক সমৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের সেরা পঞ্চাশটি বিমা সংস্থার তালিকায় চতুর্থ স্থান পেয়েছে ভারতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ওই সংস্থা। বিশ্বের সেরা বিমা সংস্থাগুলির এই তালিকা প্রকাশ করেছে এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স।

২০২২ সালের জীবন, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য বিমার ভিত্তিতে ওই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বসেরা ৫০টি বিমা সংস্থার মধ্যে এশিয়ার ১৭টি সংস্থা স্থান পেয়েছে। প্রথম হয়েছে জার্মানির একটি সংস্থা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে চিন ও জাপানের একটি করে সংস্থা। এলআইসি চতুর্থ স্থান পাওয়ায় দেশের আর্থিক অগ্রগতির প্রমাণ আরেকবার এল বিশ্বের সামনে। তবে এখানেই থেমে না থেকে প্রথম স্থান দখলের দিকে এলআইসি এগিয়ে যাবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সেমিনার

চাঁচল, ৬ ডিসেম্বর : দু'দিনের আন্তজার্তিক সেমিনারের আয়োজন করা হল চাঁচল কলেজে। বুধবার কলেজের অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে ও উইমেন্স সেল ও আইকিউএসির উদ্যোগে এদিন এসকেসি সেমিনার হলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের তাবড় অধ্যাপকরা। সেমিনারের বিষয় 'জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড উইমেন রাইটস: এক্সপ্লোরিং উইমেন ভয়েসেস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েনসেস ইন সাউথ এশিয়া। ৬-৭ ডিসেম্বর চলবে এই অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন টিআইসি অজিত বিশ্বাস, তুলিকা কর, অধ্যাপক বাপি মিশ্র, সঞ্চারী রায় মুখার্জি, সুব্রত সাহা প্রমুখ।

গৌড়বঙ্গে নতুন ডিন

মালদা, ৬ ডিসেম্বর : গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইকিউএসি পদে মনোনীত হলেন অধ্যাপক দেবব্রত দেবনাথ। আগে এই পদে ছিলেন অধ্যাপিকা জ্যোৎস্না সাহা। অন্যদিকে সাংবাদিকতা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অনুষদের ডিন হিসেবে মনোনীত হলেন অধ্যাপক বাপি মিশ্র। এর আগে এই পদে ছিলেন অধ্যাপক শ্যামাপদ মণ্ডল। উপাচার্য রজত কিশোর দে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ...। *বুধবার গাজোলে ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।*

রতুয়ায় ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কাজ বন্ধ গ্রামবাসীদের

বৃষ্টির ফোঁটায় বেআব্রু নতুন রাস্তার কঙ্কাল

শেখ পান্না

রতুয়া, ৬ ডিসেম্বর : যে কোনও ভোটের আগে মানুষের মন পেতে শাসক পক্ষের বড় ভরসা রাস্তা। সেই কারণেই প্রতি ভোটের আগে রাস্তার সংস্কার, মেরামতি থেকে নতুন রাস্তাও তৈরি হয়। কিন্তু সেই রাস্তা যে শাসকের প্রতি মানুষের আস্থা কমিয়েও দিতে পারে, তা সম্ভবত বোঝেন না ঠিকাদাররা। সেই ছবিই দেখা গেল রতুয়ায়। একদিন আগের ঢালাই রাস্তার উপর কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই বেরিয়ে এল ভিতরের কঙ্কাল। সদ্য ঢালাই রাস্তার উপর পাতলা সিমেন্টের আস্তরণ ভেদ করে পাথর বেরিয়ে আসছে। যত মোটা করে ঢালাই করার নির্দেশ ছিল, তার কাছাকাছিও যায়নি রাস্তার পুরুত্ব। ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা মঙ্গলবারই কাজ বন্ধ করে দেন। বুধবারও রাস্তার কাজ করতে দেওয়া হয়নি ঠিকাদারকে। ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া-১ ব্লকের বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের আজিজটোলা চাঁদপুর গ্রামে।

প্রায় ৬৫ মিটার এই ঢালাই রাস্তা নির্মাণের জন্য টেন্ডার ডেকেছিল রতুয়া-১ পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃপক্ষ। এই কাজের জন্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবারই ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়। কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঠিকাদার সংস্থা শিডিউল মেনে কাজ করছে না। এমনকি ঠিকাদার শিডিউলও দেখাচ্ছে না। তারা নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ করছে। রাস্তা তৈরিতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি সিমেন্ট পর্যন্ত ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না। এই কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে গতকালই গ্রামবাসীদের একাংশ কাজ করতে বাধা দেন। অভিযোগ, এর জন্য তাঁদের ঠিকাদার সংস্থার হুমকির মুখে পড়তে হয়। এদিন গোটা গ্রামের মানুষ এই ইস্যুতে এককাট্টা। অবশ্য গ্রামবাসীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন রতুয়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শাহানাজ বেগম। গ্রামবাসীদের অভিযোগ সঠিক হলে তিনি ওই ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা জেসারত আলি জানাচ্ছেন, 'গ্রামে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। তবে কাজ অতি নিম্নমানের। শিডিউল অনুযায়ী সিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না, এমনকি ছ'ইঞ্চির জায়গায় তিন ইঞ্চি ঢালাই করা হয়েছে। আমরা কাজ আটকে দিয়েছি। আগে প্রশাসনিক আধিকারিকরা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখুন। তারপর শিডিউল মেনে কাজ করা হোক।'

চাঁদপুর গ্রামের আমির আলি, মহম্মদ আলমদের অভিযোগ, ঠিকাদার সংস্থা নিম্নমানের কাজ করছিল বলে তাঁরা কাজ বন্ধ করে দেন। এতে এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সাদ্দাম হোসেন তাঁদের পুলিশের ভয় দেখান। তাতেই সবার সন্দেহ, রাস্তার কাজের এই জালিয়াতিতে সাদ্দাম হোসেনও জড়িত। তাঁরা প্রশাসনের কাছে সঠিক কাজের দাবি জানাচ্ছেন।

এপ্রসঙ্গে রতুয়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শাহানাজ বেগম বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। এখনি জানলাম। বিষয়টি বিডিওকে জানাব। গ্রামবাসীদের অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হলে ওই ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

একাধিক ট্রেন বাতিল

প্রথম পাতার পর

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকেই শুরু হয়ে যায় উত্তরের পর্যটনের ভরা মরশুম। বড়দিন, নববর্ষে টানা 'বড়' ছুটি থাকায় অনেকেই সেই সময়টায় বেড়াতে আসেন উত্তরবঙ্গে। বিশেষ করে সরকারি স্কুলে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় এই সময়টায় বিশেষ চাহিদা থাকে হোটেল-রিসর্টগুলিতে। ট্রেন-বিমানের টিকিটের আকাল শুরু হয়ে যায়। এবারও ঠিক তাই হয়েছিল। কিন্তু ট্রেন বাতিলের খবরে অনেকেই হোটেল-রিসর্টের বুকিং বাতিল করতে শুরু করেছেন।

কলকাতার ১৬ জনের একটি দল ১৫ ডিসেম্বর থেকে তিনদিনের জন্য মাদারিহাট ও লাটাগুড়িতে বেড়াতে আসবে বলে ঠিক ছিল। সেইমতো টিকিটও করা ছিল কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে। বুক করা ছিল রিসর্টও। কিন্তু ট্রেনটিই বাতিল হয়ে যাওয়ায় তারা পুরো সফর বাতিল করেছে। পর্যটকদলটির তরফে সতীশ শর্মা বলছেন, 'ট্রেন বাতিল হওয়ায় বিকল্প কোনও বুদ্ধি পাইনি। তাই ঘোরার পরিকল্পনাই বাতিল করতে হল।'

কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চেপে লাটাগুড়িতে ঘুরতে আসার কথা ছিল হাওড়ার ৬০ জনের একটি দলের। ট্রেন বাতিল হওয়ায় শেষমেশ তাঁরা আস্ত বাস ভাড়া করে বেড়াতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। দলটির তরফে বেসরকারি সংস্থার কর্মী অয়ন কর্মকারের কথায়, 'ট্রেন, রিসর্ট সবকিছুর বুকিং হয়ে গিয়েছিল। তীরে এসে কি আর তরী ডোবানো যায়! তাই বাসে করেই আসব ঠিক করেছি। পকেটে টান পড়ছে ঠিকই, কিন্তু আনন্দ মাটি করতে চাই না।'

অয়নদের মতো সামর্থ্য বা সুযোগ সবার আসে না। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা বেছে নিচ্ছেন বুকিং বাতিলের পথ। পর্যটন ব্যবসায়ীরা যা হিসেব দিচ্ছেন, তাতে বড়দিনে খাঁখাঁ করতে পারে ডুয়ার্সের প্রায় সবক'টি রিসর্টই। ক্ষতির অঙ্কটা কত হতে পারে? জবাব অবশ্য দিতে পারছেন না কেউই। প্রত্যেকেই বলছেন, বুকিং বাতিল হতে হতে কোথায় গিয়ে ঠেকে, আগে সেটা দেখা জরুরি। নইলে হিসেব কষা কঠিন।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরাম-এর যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব দে'র কথায়, 'রেলের এই সিদ্ধান্তের জেরে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে আমাদের। ইতিমধ্যেই বহু পর্যটক বুকিং বাতিল করেছেন। শেষে গিয়ে এই সংখ্যাটা কোথায় দাঁড়ায়, সেটাই দেখার।' বড়সড়ো আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচতে বৃহস্পতিবার রেলের দ্বারস্থ হয়েছে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের তরফে এদিন লাটাগুড়ির স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম-কে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলছেন, 'ডুয়ার্সের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ রক্ষাকারী একমাত্র ট্রেন কাঞ্চনকন্যা। ডুয়ার্সের এই বিপুল পরিমাণ পর্যটন ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে রেল বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করুক। আমরা সেই দাবিই জানিয়েছি।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

এদিকে, এই ট্রেনগুলি বাতিল বা আংশিক বাতিল হওয়ায় তিস্তা-তোর্ষার মতো ট্রেনের উপর চাপ বাড়তে পারে। তবে কুয়াশার মরশুমে প্রতিবারই বাতিল হয়ে যায় তিস্তা-তোর্ষা। এবারও তেমন হলে আলিপুরদুয়ার-কলকাতা যাতায়াতে ভয়ংকর সমস্যা তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। সেক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে বাগডোগরা হয়ে বিমানে যাতায়াত করা ছাড়া গতি নেই। আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা রজত সাহা বলছেন, 'পরিবারের চিকিৎসা সহ বিভিন্ন কাজে নিয়মিত কলকাতায় যেতে হয়। এ মাসেও কলকাতা যাওয়ার টিকিট করা ছিল। কিন্তু ট্রেন বাতিল হওয়ায় সমস্যা হবে।'

চাঁচল কলেজের আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অজিত বিশ্বাস।- সংবাদচিত্র

মমতার কনভয় পৌঁছোতেই বদলে গেল থিম সং

প্রথম পাতার পর

নেতৃত্বে দলের নেতা-কর্মীরা এখানে জমায়েত হয়েছিলেন। জিরো পয়েন্টে দলের নেতা-কর্মীদের দেখে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় দাঁড়িয়ে যায়। সেখানেও খাদা পরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান তাঁরা। সবাইকে ভালোভাবে দলের কাজ করার আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কার্সিয়াং মোটরস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর পর অনীত থাপা, জিটিএর ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান সহ অন্য নেতা-নেত্রীরা মুখ্যমন্ত্রীকে খাদা পরিয়ে স্বাগত জানান।

বহু সাধারণ মানুষও মুখ্যমন্ত্রীকে এক ঝলক দেখার জন্য রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিয়ে আর তাঁর সফরকে ঘিরে যেন একটা উৎসবের চেহারা নিয়েছিল মোটরস্ট্যান্ড, স্টেশন এলাকা। অনীত খাদা পরানোর পরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে প্রায় এক-দেড় মিনিট কথা বলেন। তারপর সরাসরি পাঙ্খাবাড়ি রোডে তাজ টি রিসর্টের উলটো দিকের আমাস্টে রিসর্টে চলে যান। এখানেই আগামী তিনদিন তিনি থাকবেন।

অনীত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে এসেছেন। পাহাড়ের জন্য তিনি নিশ্চয়ই কিছু ভালো খবর নিয়েই এসেছেন। আমরা এখানকার উন্নয়নে রাজ্যের তরফে নতুন প্রকল্প ঘোষণার ব্যাপারে আশাবাদী।'

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে তিনি রাতে রিসর্টেও যান। মুখ্যমন্ত্রী কার্সিয়াংয়ের বাংলোয় পৌঁছে যাওয়ার পর সব রাস্তা যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

গঙ্গায় ভেসে উঠল চাষির দেহ

কালিয়াচক, ৬ ডিসেম্বর : দুইদিন নিখোঁজ থাকার পর বুধবার সকালে গঙ্গায় ভেসে উঠল এক তরমুজ চাষির দেহ। মৃত চাষির নাম সেলিম শেখ (৫৩)। বাড়ি কালিয়াচক-১ পঞ্চায়েতের রমাশংকরটোলা গ্রামে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। তরমুজ চাষির মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালে বেশ কয়েকজন চাষি মিলে গঙ্গার ওপারে ছোট্ট ডিঙিতে তরমুজ চাষ করতে গিয়েছিলেন সেলিম শেখ। নির্দিষ্ট কাজকর্ম সেরে সকলে বাড়ি ফিরে আসলেও ফেরেননি সেলিম। তারপরেই পরিবারের লোকজন তাঁর খোঁজ করতে শুরু করেন। দুপুর একটা নাগাদ চরে অনেকেই তাঁকে দেখে থাকলেও তারপর থেকে কারও সঙ্গেই তাঁর আর যোগাযোগ হয়নি। ফলে কেউই তাঁর খবর বলতে পারেননি। কোথাও খোঁজ না পেয়ে মঙ্গলবার রাতে কালিয়াচক থানায় নিখোঁজ ডায়ারি করেন পরিবারের লোকজন। কিন্তু বুধবার সকালে চর বাবুপুর এলাকায় গঙ্গায় তাঁর দেহ ভেসে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরিবারের লোকজন মৃতদেহ শনাক্ত করেন।

রমাশংকরটোলার বাসিন্দা আমিন শেখ বলেন, 'গঙ্গার ওপারে আমাদের এলাকার অনেকের প্রচুর জমি আছে। দুপুরে বাড়ি ফেরার সময় সেলিমকে দেখেছিলাম। কিন্তু তারপর আর ওর খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমরা নৌকা নিয়ে খুঁজলেও কোথাও পাওয়া যায়নি। ওপারের চরেও খোঁজাখুঁজি করা হয়। বুধবার সকালে ওর মৃতদেহ গঙ্গায় ভেসে ওঠে।'

সেলিম শেখের ছেলে আরমান শেখ বলেন, 'দুদিন থেকে বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। গঙ্গায় বাবার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। কীভাবে গঙ্গায় ডুবল, বুঝতে পারছি না।'

আসন নিয়ে বিতর্ক

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্ধকারে রেখেই কলকাতার একটি ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট আসন সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়ে ২৫ জনকে এমবিএ কোর্সে ভর্তি করা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না নিয়েই ওই সংস্থা ২৫০জন পড়ুয়া ভর্তি নিয়েছে। উপাচার্য দীপককুমার রায় বলেন, 'ওই সংস্থার সঙ্গে মউচুক্তি স্বাক্ষর ২০১৭ সালে হয়েছিল। আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ওনারা আবেদন করেছেন। ইসিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।

পাচারের আগে উদ্ধার গোরু

বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে পাচারের আগেই ১২টি বলদ গোরু আটক করল ১৩৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন দুপুরে পতিরাম থানার পাগলিগঞ্জ এলাকার আটইর গ্রাম থেকে ওই বলদগুলি উদ্ধার করা হয়। বিএসএফের এক আধিকারিক জানিয়েছে, এই সব বলদগুলি আনা হয়েছিল হরিয়ানা থেকে। আটইর গ্রামের অমূল্য বিশ্বাসের গোডাউনে ৮টি এবং খোকন বর্মনের বাড়ি থেকে ৪টি বলদ উদ্ধার করা হয়।

সচেতনতা শিবির

বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : সোনা কেনার প্রতি ঝোঁক কমবেশি সকলেরই রয়েছে। দামি এই ধাতুর তৈরি অলংকারে অনেকদিন ধরেই বসছে হলমার্ক। কেন হলমার্ক, বুধবার এই বিষয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করে ভারতীয় মানক ব্যুরো। আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় বালুরঘাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাকক্ষে। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মানক ব্যুরোর বেশ কয়েকজন পদস্থকর্তা, জেলা বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্প সমিতির সভাপতি গোপাল পোদ্দার। আলোচনা সভায় অংশ নেন শহরের প্রায় ৪০জন স্বর্ণ ব্যবসায়ী।

বিজেপির বৈঠক

বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার বালুরঘাটের বিজেপি জেলা কার্যালয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, জেলা ইনচার্জ শংকর চক্রবর্তী, জেলার প্রাক্তন সভাপতি বিনয়কুমার বর্মন প্রমুখ।

প্রয়াণ দিবস

বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : ভারতের সংবিধানের প্রণেতা বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবসে তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বুধবার রঘুনাথপুর ডঃ বিআর আম্বেদকর লাইব্রেরি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের তরফে দিনটি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথপুর ডঃ বি আর আম্বেদকর লাইব্রেরি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের সম্পাদক কমল হালদার।

বেদখল সরকারি পুকুর উদ্ধারে উদ্যোগী পঞ্চায়েত

সেটিং-ম্যানেজের নকশিকাঁথায় বংশীহারী

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ৬ ডিসেম্বর : সারা রাজ্যে সরকারি সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। এটা আজ আর নতুন কী কথা! শুধু বেদখল নয়, সেখানে নীচ থেকে উপর মহলের সঙ্গে সেটিং তত্ত্ব কেউ উড়িয়ে দিচ্ছেন না। এর জেরে অনেক চুনোপুঁটি কয়েকদিনের মধ্যে রাঘববোয়াল হয়ে উঠেছে। সরকারি সম্পত্তির বেদখল, জবরদখলের তালিকায় ছোট-বড় পুকুরও বাদ যায়নি। তবে এবার বংশীহারী ব্লকে বিভিন্ন মানুষের ভোগদখলে থাকা সরকারি পুকুর উদ্ধারে উদ্যোগী হল বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতি।

বংশীহারী ব্লকের পঞ্চায়েত এলাকায় ছোট বড় মিলিয়ে মোট সরকারি পুকুরের সংখ্যা ৭২১টি। তারমধ্যে বংশীহারী ব্লকের ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েতে ১৭০টি, গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতে ২৮৫টি, এলাহাবাদ পঞ্চায়েতে ৫২টি ও মহাবাড়ি পঞ্চায়েতে ২১৪টি সরকারি পুকুর রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পুকুরগুলি স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় ভোগদখল করে আসছিলেন এলাকার প্রভাবশালী লোকেরা। পুকুরগুলির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক পুকুর অবশ্য পঞ্চায়েত থেকে লিজ নিয়ে কয়েকজন মাছ চাষ করে আসছেন। কয়েকমাস আগে পঞ্চায়েত ভোটে পঞ্চায়েত সমিতির দখল নেয় তৃণমূল। সভাপতি নির্বাচিত হন গণেশ প্রসাদ। তিনি চেয়ারে বসে পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন জনের বেআইনিভাবে দখলে থাকা সমস্ত সরকারি পুকুর উদ্ধারে সচেষ্ট হন।

বংশীহারী ব্লক মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক বিশ্বজিৎ মিশ্র বলেন, 'কিছুদিন আগে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ প্রসাদ ব্লকের সমস্ত সরকারি পুকুরের সংখ্যা জানাতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি বিভিন্ন পঞ্চায়েতের সমস্ত সরকারি পুকুরের হিসেব নিয়ে সভাপতি মহাশয়কে দিই। আমাদের চারটি পঞ্চায়েতের খাস পুকুরের সংখ্যা ৭২১ টি। শুনেছি, পঞ্চায়েত সমিতির তরফে সমস্ত সরকারি পুকুর টেন্ডার ডেকে লিজ দেওয়া হবে।'

বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ প্রসাদ বলেন, 'আমাদের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ৭২১টি সরকারি পুকুর রয়েছে। কয়েকটি বাদে সমস্ত পুকুর অনেকদিন থেকে এলাকার প্রভাবশালী লোকেরা বেআইনিভাবে দখল করে মাছ চাষ করে আসছেন। ফলে আর্থিকভাবে পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমনিতেই বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন। সেজন্য স্থির করেছি, সমস্ত সরকারি পুকুর টেন্ডার ডেকে লিজ দেওয়া হবে। ফলে কিছু টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির কোষাগারে ঢুকবে। স্থির হয়েছে ১ থেকে ২০০ শতক পর্যন্ত পুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত, ২০১ থেকে ৫০০ শতক পর্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতি ও তার বেশি আয়তন যুক্ত পুকুরের লিজ দেবে জেলা পরিষদ। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যিনি সবচেয়ে বেশি দর দেবেন, তাঁকেই পুকুরটি মাছ চাষের জন্য দেওয়া হবে। তবে লিজের টাকা ব্যাংকে গিয়ে পঞ্চায়েত কিংবা পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিলে জমা দিয়ে রসিদ দেখালেই তাঁকে অনুমতি দেওয়া হবে। এভাবে আমরা পুকুরগুলি লিজ দিয়ে আয় বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি। আমি ইতিমধ্যে সমস্ত পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে পুকুরগুলি লিজ দেওয়ার ব্যাপারে লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছি। এতদিন যেসব ব্যক্তি স্থানীয় পঞ্চায়েতকে ম্যানেজ করে বিনা পয়সায় যেসব সরকারি পুকুর দখল করে আসছিলেন, সেসব একদিকে বন্ধ হবে, তেমনি অপরদিকে আমাদের তহবিলেও কিছু টাকা ঢুকবে। ফলে আর্থিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ লাভবান হবে।'

চোখ খোলে মমতার প্রশাসনের

প্রথম পাতার পর

চালকদের দাবিমতো ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য না থাকায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ থেকে ক্রান্তি ব্লকের নগরডাঙ্গি এলাকার এক বাসিন্দাকে কাঁধে করে মায়ের মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

এই ঘটনাও বেশ শোরগোল ফেলেছিল। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই নির্দেশ কোনও কাজে আসেনি। হাসপাতাল চত্বরে কীসের জোরে এত সাহস দেখাতে পারেন অ্যাম্বুল্যান্সচালকরা? মর্জিমতো তাঁরা দ্বিগুণ-তিনগুণ ভাড়া হাঁকেন। অসহায় রোগীদের কাছ থেকে টাকাপয়সা প্রায় লুটেপুটে নেন। আকছার এমন ঘটনা ঘটলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চোখ বন্ধ করে থাকে। চিমটি না কাটলে তাদের ঘুম ভাঙে না।

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের অসীম দেবশর্মার পাঁচ মাসের ছেলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে মারা গেলে অভাবী পরিবার বিপাকে পড়ে। অ্যাম্বুল্যান্সে ছেলের দেহ নিয়ে যেতে চাইলে চালকরা ৮ হাজার টাকা দাবি করেন। অত টাকা না থাকায় পরিবারটি মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনও কাজ হয়নি। শেষমেশ জামাকাপড়ের ব্যাগে সন্তানের দেহ ভরে বাসে বাড়িতে ফেরে পরিবারটি। এই ঘটনার পরেও হইচই হয়েছিল।

সবক্ষেত্রেই এ রকম ঘটনার পর কয়েকদিন হইচই হয়। নানা ধরনের পদক্ষেপের কথা বলা হয়। বিরোধী দলগুলি সংবাদমাধ্যমের সামনে নেচেকুঁদে কার্যত বিপ্লব করে। দু'দিন মিডিয়ায় গরমাগরম আলোচনা চলে। তারপর সবকিছু ঠান্ডা হয়ে যায়। প্রশাসন আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতেই থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একবার শিলিগুড়িতে দলীয় কর্মসূচিতে এসেছিলেন। দিনটি ছিল শনিবার। রবিবার সকালে ফিরে যাবেন জেনে আমরা সাংবাদিকরা শিলিগুড়ি সার্কিট হাউসে অপেক্ষা করছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী বেরোনোর সময় কিছু যদি বলেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর জানতে পারলাম বুদ্ধবাবু বেরিয়ে গিয়েছেন। ফ্লাইটের নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন।

কেন? পরে জানা গেল, সকালে বুদ্ধবাবু নকশাল নেতা কানু সান্যালের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কানুবাবু প্রয়াত হয়েছেন। তখন জানা যায়নি, কানুবাবুর গ্রাম নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যার কথা তিনি বুদ্ধবাবুকে বলেছিলেন কি না। সেই গ্রামে এখনও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছায়নি। শোনা যায়, গ্রামবাসী ঝোরার জল খাচ্ছেন। ২০১৪ সালে দার্জিলিংয়ের তৎকালীন সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়া কানুবাবুর গ্রামটি দত্তক নিয়েছিলেন। এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে তিনিও কিছু করেননি।

শোনা গিয়েছিল, সরকার উদ্যোগী হয়েছিল। ওই পর্যন্তই। শেষমেশ স্থানীয় বাসিন্দারা আদালতে মামলা করেন। ভাবুন একবার, পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসীকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাঝেমধ্যে দাবি করেন, নব্বই শতাংশ কাজ তিনি করে দিয়েছেন। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন।

গত ১২ বছরে মানুষের জন্য তিনি এত কাজ করেছেন যা আগে কোনও সরকার করতে পারেনি বলে তিনি জোর গলায় চিৎকার করেন। তাহলে সেবদোল্লাজোতের দীপু হালদার, শান্তি নাগেশিয়া, ছোটন মুন্ডাদের সামান্য পানীয় জলের জন্য আদালতে যেতে হয় কেন? কেন বামনগোলার আইগনতারার গৃহবধূকে হাসপাতালে যাওয়ার পথে মরতে হয়? কিংবা কালিয়াগঞ্জের অসীম দেবশর্মাকে মৃত সন্তানের দেহ লুকিয়ে ব্যাগে ভরে বাসে বাড়িতে ফিরতে হয় কেন?

এরপরও কি প্রশাসনের দায়িত্ব নেই? নাকি ওই গনতকার মন্ত্রীর মতো প্রশাসনের কর্তারাও বলবেন ভাগ্যে ছিল তাই ...।

ভোগান্তি বালুরঘাটে

প্রথম পাতার পর

মধ্যেই ছিল। করোনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে দুটি বাজার আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সব ব্যবসায়ীরা ফিরে এলেও পাইকার ও কৃষকরা এখানে ফিরে আসেননি। এতে আমাদের ব্যবসা অনেক কমে গিয়েছে। তাঁরা রাস্তা দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রশাসনে অভিযোগ জানিয়েও এই সমস্যা মেটাতে পারিনি। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তাই আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। আজ থেকে বালুরঘাট শহর ও সংলগ্ন এলাকার সমস্ত সবজি বাজার বন্ধ। তহ বাজারের সমস্ত ব্যবসাও বন্ধ।'

আরেক ব্যবসায়ী গোপাল সাহা বলেন, 'আমরা বারবার জেলা প্রশাসন ও পুরসভাকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছি। জেলা প্রশাসনের তরফে পুরসভাকে সমস্যা মেটানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরসভা সেই দায়িত্বপালন করেনি। তাই বাধ্য হয়েই আমাদের বনধের রাস্তায় হাঁটতে হচ্ছে।'

এদিন বাজারে এসে ঘুরে যাওয়া ক্রেতা দীপচাঁদ প্রসাদ জানালেন, 'পাইকারি ব্যবসায়ীরা আন্দোলন সেতুর কাছে রাস্তায় ব্যবসা করছেন। তাঁরা তহ বাজারে ফিরতে চাইছেন না। এর প্রতিবাদে তহ বাজারের ব্যবসায়ীরা বনধ পালন করছেন। এতে আমাদের খুবই সমস্যা হচ্ছে। আমরা চাই, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হোক।'

আরেক ক্রেতা দীপক ঘোষ বলেন, 'আমি দু'দিন বাজারে আসিনি। বাজার বন্ধ থাকবে বলে জানতাম না। আজ বাজার করতে আসি। বাজার করতে না পেরে সমস্যায় পড়েছি। শহর সহ সংলগ্ন সব এলাকাতেই বাজার বন্ধ থাকায় সমস্যা আরও বেড়েছে। প্রশাসন দ্রুত এই সমস্যা মেটাক।'

বালুরঘাটের পুরপ্রধান অশোক মিত্র জানান, 'আমরা দু'পক্ষের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি সমাধান সূত্র বের হবে। তবে এনিয়ে বনধ সমর্থন করি না।' অন্যদিকে জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা পুরসভাকে বিষয়টি দেখতে বলেছি। ঘটনার উপর আমরা নজর রাখছি।'

পুজো ঘিরে মিলন উৎসব

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : অশোকপল্লির লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পুজো হয়ে উঠেছে সর্বজনীন পুজো। এদিন লোকনাথ কৃপাসিন্ধু মন্দিরে তৃতীয় বর্ষ মহামিলন উৎসব পালিত হল। মা বীণাপাণি পরিবারের উদ্যোগে এই তৃতীয় বর্ষ মহামিলন উৎসব পালন করা হয়। সকালে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পাদুকা সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করা হয়। সন্ধ্যায় ভক্তিমূলক সংগীতানুষ্ঠানের পাশাপাশি বিকেলে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বামনগোলায় মৃতদেহ উদ্ধার

বামনগোলা, ৬ ডিসেম্বর : ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবককে উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বুধবার। ঘটনাটি ঘটেছে বামনগোলার নালাগঞ্জে। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ হালদার (২৩)। বামনগোলা থানার আইসি শংকর সরকার বলেন, 'বুধবার সকালে একটি ঘর থেকে ওই যুবককে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।'

চোলাই মদের কারবারি গ্রেপ্তার

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : বেআইনি চোলাই মদের কারবার করার অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে এদিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। সেই নির্দেশ পেয়ে এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগারে নিয়ে যায় পুলিশ। ধৃতের নাম রঞ্জিত চৌধুরী (৪৪)। তাঁর বাড়ি কালিয়াগঞ্জের পাহাড়গাঁও এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্টে মামলা রজু করে আবগারি দপ্তর। এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ধৃতকে ২ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কালিয়াচকে পথ অবরোধ

কালিয়াচক, ৬ ডিসেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন ব্যবসায়ী। দুর্ঘটনার জন্য উত্তেজিত জনতা জাতীয় সড়কে উঠে বিক্ষোভ দেখান। পরে কালিয়াচক থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে, আহত যুবকের নাম ফারুক শেখ(৩২) বাড়ি বালিয়াডাঙা এলাকায়।

রক্তদান শিবির

পতিরাম ও বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর ব্লাড ব্যাংকে রক্তসংকট মেটাতে এগিয়ে এল পতিরাম প্রতিশ্রুতি ক্লাব। বুধবারের রক্তদান শিবিরে ৩২ জন রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন পতিরাম পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ ঘোষ ও পঞ্চায়েতের সমিতির সদস্যা শুক্লা সাহা কর্মকার।

জেলার রক্তসংকট মেটাতে বুধবার পতিরাম তালতলা মোড়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল প্রতিশ্রুতি ক্লাব। এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট ব্লাড সেন্টারের চিকিৎসক দেবব্রত দত্ত, প্রতিশ্রুতি ক্লাবের তরফে রতন সরকার প্রমুখ। এদিন ৩১জন রক্তদান করেন।

‘আমাকে কি টি২০ বিশ্বকাপে প্রয়োজন?’

বিসিসিআই-কে প্রশ্ন রোহিতের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : মিশন দক্ষিণ আফ্রিকার বাজনা বাজছে। টিম ইন্ডিয়া ইতিমধ্যেই জোহানেসবার্গের পথে রওনাও হয়ে গিয়েছে।

এমন অবস্থায় নিয়মিতভাবে সামনে আসছে ভারতীয় ক্রিকেটে দুই সুপারস্টার বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে নানা জল্পনা। আগামীর সংশয়ও। জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে দিল্লিতে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য ভারতীয় দল নির্বাচন হয়েছিল, সেই নির্বাচনি বৈঠকে অধিনায়ক হিটম্যান (লন্ডন থেকে জুমের মাধ্যমে বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন) ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তা ও জাতীয় নির্বাচকদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁকে আগামী জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি২০ বিশ্বকাপের জন্য প্রয়োজন রয়েছে কিনা। জবাবে বোর্ডের শীর্ষকর্তারা তো বটেই, রোহিতকে আগামী জুনের টি২০ বিশ্বকাপ খেলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন অজিত আগরকাররাও। ভারত অধিনায়ক রোহিত নিজে এই ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত

টি২০-র জার্সিতে রোহিত শর্মাকে আর দেখা যাবে কিনা তা নিয়েই চর্চা।

নিয়েছেন, এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরমহল থেকে বলা হচ্ছে, রোহিত মার্কিন মুলুকে টি২০ বিশ্বকাপে খেলবেন। কিন্তু তারপরও জল্পনা থামেনি। বরং হিটম্যান যেভাবে প্রশ্ন তুলেছেন, তা অনেককেই চমকে দিয়েছে। তিনি কেন এমন প্রশ্ন তুললেন, সেটা নিয়েও বিতর্ক চলছে এখনও।

বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষ কর্তার দাবি সত্যি হলে, ঘরের মাঠে গত ১৯ নভেম্বর নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে হার এখনও মানতে পারেননি হিটম্যান। তিনি নিজে তো বটেই, সমগ্র ক্রিকেটমহলই জানে চার বছর পর ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্ধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপে ৪০ বছরের রোহিত খেলবেন না। তাহলে কি আমেরিকার মাটিতে আগামী জুনের টি২০ বিশ্বকাপ রোহিতের কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে? এমন প্রশ্নেরও জবাব নেই।

তবে রোহিতের আন্তর্জাতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনাটা চলছে প্রবলভাবেই। হয়তো চলবেও।

ব্যাটারদের জন্য কঠিন পরীক্ষা, মানছেন দ্রাবিড়

আগ্রাসী ক্রিকেটের হুমকি প্রোটিয়া কোচের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : মেয়াদ বাড়ার পর প্রথম সফর।

তিন সিরিজের মিশন দক্ষিণ আফ্রিকা। টি২০ দিয়ে শুরু। শেষে দুই ম্যাচের টেস্ট টক্কর। লাল বলের যে চ্যালেঞ্জকে সবচেয়ে কঠিন মনে করছেন ভারতীয় দলের হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়। দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসের মাঝেও তাই বাড়তি সতর্ক ‘দ্য ওয়াল’।

ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ইতিহাসে ব্যর্থতাই বেশি। বিশেষত টেস্টে। সিরিজ জয়ের স্বাদ অধরা এখনও পর্যন্ত। গত সফরেও ওডিআই এবং টেস্ট, দুই সিরিজেই হারতে হয়েছে। যে সিরিজে কোচের দায়িত্বে ছিলেন আবার দ্রাবিড়ই।

খেলোয়াড় এবং কোচ হিসেবে পুরোনো অভিজ্ঞতা থেকে ‘মিস্টার ডিপেন্ডেবল’ জানেন, শুধু গেমপ্ল্যান থাকলেই চলবে না। স্বচ্ছ ধারণা প্রয়োজন দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশ, পরিস্থিতি সম্পর্কে। গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন।

দ্রাবিড় বলেছেন, ‘ব্যাটারদের জন্য নিঃসন্দেহে কঠিন মঞ্চ। পরিসংখ্যান দেখলে তা বেশ পরিষ্কার। বিশেষত, সেঞ্চুরিয়ান

মাইসুরুর চামুন্ডি হিল মন্দিরে পুজো দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হলেন দ্রাবিড়।

ও জোহানেসবার্গে ব্যাটিং কঠিন। উইকেটে মুভমেন্ট রয়েছে। রয়েছে পেস। বাউন্সের হেরফেরও আছে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নিজস্ব গেমপ্ল্যান থাকা জরুরি। দরকার পরিকল্পনা নিয়ে স্বচ্ছ ধারণারও। সঙ্গে পরিশ্রম এবং সঠিক প্রস্তুতি।’

ব্যাটারদের কী করা উচিত, সেই রাস্তাও বাতলে দিলেন রোহিত-বিরাটদের হেডস্যর। পরিষ্কার জানালেন, ক্রিজে সেট হয়ে গেলে তার পুরোদস্তুর সুফল তুলে ফিরতে হবে। শুধু ভালো শুরু করলে হবে না, ইনিংসকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। দ্রাবিড়ের কথায়, দলগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি ব্যক্তিগত নৈপুণ্য সাফল্যের অন্যতম শর্ত মিশন দক্ষিণ আফ্রিকায়।

দ্রাবিড় বলেন, ‘প্রত্যেকেই একইরকম খেলবে, আশা করা ভুল। তবে দল তাদের কাছে কী প্রত্যাশা করছে, সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। খেলোয়াড়দের দায়িত্ব মাঠে নেমে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা। চাপ সামলানোর জন্য মানসিক দৃঢ়তা গুরুত্বপূর্ণ। আরও একটা বিষয় হল, কেউ সেট হয়ে গেলে, তাকে চেষ্টা করতে হবে ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্স করার।’

শুধু পিচ, পরিস্থিতি নয়, প্রোটিয়া শিবিরের তরফেও উড়ে আসছে গোলাগুলি। দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দলের হেডকোচ শুকরি কনরাড প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। চাপ তৈরি করেছেন সেদেশের মাটিতে ভারতীয় দলের অতীত ব্যর্থতার কথা তুলে। মনে করিয়ে দিয়েছেন, হোম সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে কখনও টেস্ট সিরিজ হারেননি তাঁরা। আসন্ন সিরিজেও সেই গর্বের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

ভারত ভালো দল হলেও, নিজের টিম নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। দলের উদ্দেশে কনরাডের বার্তা, টিম ইন্ডিয়াকে শুরু থেকে চেপে ধরতে হবে। মাথা তুলতে দিলেই বিপদ। প্রথম বল থেকে কোমর বেঁধে ঝাঁপাবেন। দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণাধীন টিম ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলায়, সেটাই দেখার।

দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার আগে আইপিএল সতীর্থ রশিদ খানের সঙ্গে দেখা করলেন শুভমান গিল।

বছরের সেরা লিও মেসি

নিউ ইয়র্ক, ৬ ডিসেম্বর : লিওনেল মেসির মুকুটে নতুন পালক জুড়ল। বুধবার টাইম ম্যাগাজিনের তরফে ২০২৩ সালের সেরা অ্যাথলিট হিসেবে বেছে নেওয়া হল আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে। ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ের অন্যতম কান্ডারি চলতি বছরে আটবার ব্যালন ডি’অর জিতে রেকর্ড গড়েছেন। প্যারিস সাঁ জাঁ ছাড়ার সময় তাঁর পুরোনো ক্লাব বার্সেলোনা ও সৌদির দল আল হিলালের লোভনীয় প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন ও মার্কিন মুলুকে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়ানোয় এগিয়ে এসেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই ইন্টার মায়ামি প্রথম ট্রফি জিতেছে। এই দিকগুলি বিবেচনা করেই লিওকে বছরের সেরা অ্যাথলিট বেছে নেওয়া হয়েছে।

জিম সেশনের এই ছবি পোস্ট করে ঋষভ পন্থ লিখলেন, ‘প্রত্যাবর্তনের চেষ্টায়।’

দক্ষিণ আফ্রিকায় আকাশ, দুশ্চিন্তায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ। এবার নকআউটের লড়াই।

চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার লক্ষ্যেই আজ বেলার দিকে মুম্বই থেকে রাজকোটে পৌঁছে গেল বাংলা দল। দিনের বাকি সময়টা বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিলেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা।

সঙ্গে চলল শনিবারের গুজরাট ম্যাচ নিয়ে ভাবনা ও পরিকল্পনা। শনিবারের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের আগে কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তায় বাংলা শিবির। সৌজন্যে দলের সেরা জোরে বোলার আকাশ দীপ। আজ সকালেই মুম্বই থেকে বেঙ্গালুরু হয়ে ভারতীয় ‘এ’ দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন আকাশ। শনিবারের গুজরাট ম্যাচে আকাশের পরিবর্ত কে হবেন, তা নিয়েই আপাতত বেশ দুশ্চিন্তায় বাংলা

রাজকোটে অনুষ্টুপরা

টিম ম্যানেজমেন্ট। দলের সহকারি কোচ সৌরাশিস লাহিড়ি সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে মোবাইলে বলছিলেন, ‘আকাশ আমাদের দলের সেরা জোরে বোলার। ওর অভাব পূরণের কাজটা সহজ হবে না। যারা রয়েছে, তাদেরই বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে মাঠে সেরাটা দিতে হবে। তরুণদের জন্যও বড় সুযোগ।’

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ভারতীয় ‘এ’ স্কোয়াডে রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণও। আকাশ, অভিমন্যুদের ছাড়াই নক আউট পর্বের ম্যাচ খেলতে হবে বাংলাকে। ওপেনার অভিমন্যুর অভাব যদিও বা বাকিরা সামলে দিয়েছেন বিজয় হাজারের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে। কিন্তু আকাশের বদলি কে হবেন? বঙ্গ শিবিরে রয়েছে দুটি নাম। ঈশান পোড়েল ও গীত পুরি। প্রথম জনের ফিটনেস সমস্যা রয়েছে। অপরজন এখনও বিজয় হাজারের কোনও ম্যাচ খেলেননি। এমন অবস্থায় আগামীকাল রাজকোটের সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার মাঠে অনুশীলনে নামতে চলেছে বাংলা দল। দলের অন্দরের খবর, আগামীকাল ও পরশু, দুই দিনের অনুশীলনের মাধ্যমেই আকাশের পরিবর্ত বেছে নেবে বাংলা। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার পথে রওনা হয়ে যাওয়া আকাশকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে বাংলা শিবির।

দলের সঙ্গে যাননি চাহার, টেস্টে অনিশ্চিত সামি

র‍্যাংকিংয়ে রমরমা ভারতের, রশিদকে সরিয়ে শীর্ষে রবি

বেঙ্গালুরু, ৬ ডিসেম্বর : আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে ভারতের দাপট।

দল এবং ব্যক্তিগত বিভাগে ভারতের আধিপত্যের ছবি। সদ্য প্রকাশিত তালিকায় টেস্ট, ওডিআই এবং টি২০- তিন বিভাগেই এক নম্বর দলের শিরোপা টিম ইন্ডিয়ার। ব্যক্তিগত ব্যাটিং, বোলিং, অলরাউন্ডারদের সেরার টক্করে সাফল্যের প্রতিফলন।

টেস্ট ছাড়া বাকি দুই ফর্ম্যাটে এক নম্বর ব্যাটারের সিংহাসনে ভারতীয়। ওডিআইয়ে শুভমান গিল, টি২০-তে সূর্যকুমার যাদব। বোলিংয়ে ওডিআই ছাড়া বাকি দুই বিভাগেও সেরা রবি বিষ্ণোই (টি২০) ও রবিচন্দ্রন অশ্বীন (টেস্ট)। সঙ্গে এক নম্বর টেস্ট অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। বারোটির মধ্যে ৮টিতেই শীর্ষস্থানই ভারতের কবজায়।

বিষ্ণোই তালিকায় নবতম সংযোজন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টি২০ সিরিজে সাফল্যের (৫ ম্যাচে ৯ উইকেট) সুবাদে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন ভারতীয় লেগস্পিনার। বছর তেইশের বিষ্ণোই (৬৯৯ পয়েন্ট) পিছনে ফেলেছেন আফগানিস্তানের তারকা স্পিনার রশিদ খানকে (৬৯২)। সেরা পাঁচের প্রত্যেকেই স্পিনার। বাকি তিনজন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা, আদিল রশিদ ও মহেশ থিকশানা। অক্ষর প্যাটেল এবং অর্শদীপ সিং যথাক্রমে রয়েছেন ১১ ও ২০তম স্থানে।

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের শুরুতেই ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। বাবার অসুস্থতার কারণে দলের সঙ্গে যেতে পারেননি দীপক চাহার। বেঙ্গালুরু থেকে সূর্যকুমারের নেতৃত্বাধীন টি২০ দল জোহানেসবার্গ উড়ে গিয়েছে। কিন্তু বাবার অসুস্থতার দরুন পরিবারের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেন দীপক।

জানান, বাবার অবস্থা সংকটজনক ছিল। ঠিক সময়ে হাসপাতালে না গেলে পরিস্থিতি খারাপ হত। দীপক বলেছেন, ‘আমাকে ক্রিকেটার হিসেবে গড়ে তোলার সবটুকু কৃতিত্ব বাবার। ওঁর জন্য আজ আমি এই জায়গায় পৌঁছেছি। আমার কাছে বাবার গুরুত্ব আলাদা। এরকম পরিস্থিতিতে রেখে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।’

দীপক জানিয়েছেন, হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। কথা হয়েছে নির্বাচক কমিটির সদস্যদের সঙ্গেও। বাবা সুস্থ হলেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

টি২০-র এক নম্বর বোলার হয়ে প্রোটিয়াদের চ্যালেঞ্জ নিতে যাচ্ছেন রবি বিষ্ণোই (বাঁয়ে)। দক্ষিণ আফ্রিকাগামী বিমানে কুলদীপ যাদব, রিঙ্কু সিং, অর্শদীপ সিং, তিলক ভার্মা, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপরা।

আট বিভাগে এক নম্বর টিম ইন্ডিয়া

টেস্ট দল
ওডিআই দল
টি২০ দল
ওডিআই ব্যাটার : শুভমান গিল
টেস্ট বোলার : রবিচন্দ্রন অশ্বীন
টেস্ট অলরাউন্ডার : রবীন্দ্র জাদেজা
টি২০ ব্যাটার : সূর্যকুমার যাদব
টি২০ বোলার : রবি বিষ্ণোই

১০ তারিখ প্রথম টি২০। ম্যাচে দীপককে পাওয়া যাবে নাকি বিকল্পের পথে হাঁটবেন নির্বাচকরা, পরিষ্কার নয়।

মহম্মদ সামিকে নিয়েও রয়েছে টানাপোড়েন। সাদা বলের জোড়া ফর্ম্যাট থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র টেস্ট দলে রয়েছেন। কিন্তু গোড়ালির সমস্যায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে সামিকে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা। বিশ্বকাপে ইনজেকশন নিয়ে গোড়ালির সমস্যার মধ্যেই খেলেছিলেন। সমস্যা এখনও মেটেনি।

হাতে বেশ কিছুদিন সময় থাকলেও তা মিটবে জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। টিম ঘোষণার সময় সামির ফিটনেসের বিষয়টি উল্লেখও করে দেন অজিত আগরকাররা। বিসিসিআই সূত্রের খবর, সামির চোট নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরই পদক্ষেপ করা হবে। প্রোটিয়া সফর গুরুত্বপূর্ণ হলেও ঝুঁকি নেওয়া হবে না। আশঙ্কা সত্যি হলে সামিকে বিশ্রাম দিয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরবর্তী হোম সিরিজেই ফেরানো হবে।

অধিনায়ক রোহিতের প্রশংসায় ম্যাককুলাম

ভারতকে ‘বাউন্সার’ ছুড়লেন কালিস

জোহানেসবার্গ, ৬ ডিসেম্বর : দশ তারিখ সফরের প্রথম ম্যাচ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পেস-বাউন্সি উইকেটেই পরীক্ষা হতে চলেছে ভারতের। তার আগেই অবশ্য ভারতীয় দলের উদ্দেশ্যে জ্যাক কালিসের ‘বাউন্সার’। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারের দাবি, ভারত ভালো দল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাকে ঘরের মাঠে হারানো কঠিন।

সাম্প্রতিক পারফরমেন্সে ভারত এগিয়ে থাকলেও, হোম সিরিজে নিজের দেশকেই এগিয়ে রাখছেন ক্যালিস। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বরাবরই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে ভারত। অতীত রেকর্ডও সুখকর নয়। গত সফরে (২০২১-’২২) টেস্টে ২-১ এবং ওডিআইয়ে ৩-০ ব্যবধানে হেরেছিল ভারত। কালিসের দাবি মতে, ছবিটা বদলানো সহজ নয় টিম রাহুল দ্রাবিড়ের পক্ষে।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘সন্দেহ নেই ভারত ভালো দল। কিন্তু বাস্তব হল আমাদের ঘরের মাঠে হারানো কঠিন। যেই জিতুক টেস্ট সিরিজ আকর্ষণীয় হবে। সেঞ্চুরিয়ান দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য পারফেক্ট মঞ্চ। ভারত সেখানে নিউল্যান্ডসে সুবিধা পাবে। কয়েকটা সেশনের পারফরমেন্স তফাত গড়ে দেবে।’

টি২০ সিরিজ দিয়ে সফর শুরু করবে ভারত। তারপর ওডিআই এবং সব শেষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। বক্সিং ডে টেস্ট (২৬-৩০ ডিসেম্বর) সেঞ্চুরিয়ানে। নিউ ইয়ার টেস্ট হবে কেপটাউনের নিউল্যান্ডসে (৩-৭ জানুয়ারি)। এদিকে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের হেডকোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম আবার রোহিত শর্মার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নতুন বছরে ৫ ম্যাচের লম্বা টেস্ট সিরিজ খেলতে দল নিয়ে ভারতে পা রাখবেন। মানছেন, ইংল্যান্ডের বাজবল ক্রিকেটের আসল পরীক্ষা হবে ভারতের মাটিতেই।

এদিন ম্যাককুলাম অবশ্য মাতলেন রোহিত-বিরাট কোহলিদের নিয়ে। বলেছেন, ‘রোহিতের নেতৃত্ব ভালো লাগে। একটা আগ্রাসী ব্যাপার রয়েছে। ঝুঁকি নিতে জানে। হাতে একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটারও রয়েছে। যে রসদটাকে দারুণভাবে ব্যবহার করছে রোহিত। শুধু ভারতীয় দল নয়, আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্যও ও দুর্দান্ত অধিনায়ক।’

বিরাটকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরে থাকার সময় তরুণ বিরাটকে সামনে থেকে দেখেছেন। প্রথম দর্শনে আগামীর সুপারস্টার মনে হয়েছিল। স্বপ্নটাকে যেভাবে বাঁচিয়ে রেখে সফল করে তুলেছে বিরাট, তা প্রশংসনীয়। ম্যাককুলামের কথায়, কোটি কোটি ভক্তের প্রত্যাশার চাপ মাথায় নিয়ে বড় মঞ্চে পারফর্ম করে দেখিয়েছে। সমস্ত সাফল্য, প্রশংসা, পুরস্কার বিরাটের প্রাপ্য।

> সন্দেহ নেই ভারত ভালো দল। কিন্তু বাস্তব হল আমাদের ঘরের মাঠে হারানো কঠিন। যেই জিতুক টেস্ট সিরিজ আকর্ষণীয় হবে। সেঞ্চুরিয়ান দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য পারফেক্ট মঞ্চ। ভারত সেখানে নিউল্যান্ডসে সুবিধা পাবে। কয়েকটা সেশনের পারফরমেন্স তফাত গড়বে।
> –জ্যাক কালিস

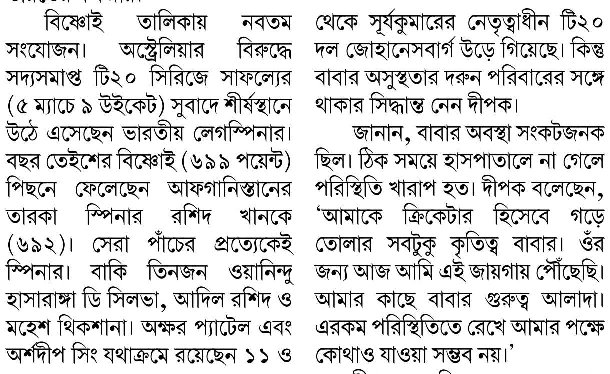

ওয়ার্নারের পাশে এবার অজি অলরাউন্ডার

ক্যানবেরা, ৬ ডিসেম্বর : উসমান খোয়াজা, জর্জ বেইলির পর এবার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। দেশের প্রাক্তন, বর্তমান তারকাদের একে একে পাশে পাচ্ছেন ডেভিড ওয়ার্নার।

পাঁচ বছর আগের স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারির স্মৃতি উসকে ওয়ার্নারকে আক্রমণ করেছিলেন প্রাক্তন অজি পেসার মিচেল জনসন। যা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সমাজ গত কয়েকদিন ধরে সরগরম। ওয়ার্নারকে আক্রমণের কারণ মঙ্গলবার প্রকাশ্যেও এনেছেন জনসন। কিন্তু তারপরও তাঁর পক্ষে কথা বলার মতো লোক পাওয়া যাচ্ছে না। বরং খোয়াজা, বেইলির পর তারকা অজি অলরাউন্ডার ম্যাক্সওয়েল বুধবার ওয়ার্নারের সমর্থনে এগিয়ে এলেন।

ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, ‘জনসন-ওয়ার্নার বিতর্কে আলটপকা মন্তব্য করে খবরের শিরোনাম হতে চাই না। তবে আমার চোখে ওয়ার্নার অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের একজন যথার্থ চ্যাম্পিয়ন। ওয়ার্নারকে প্রথম টেস্টে সুযোগ দেওয়া নিয়ে নির্বাচকদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। পারথে ডেভিকে (ডেভিড ওয়ার্নার) দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। এবারের গ্রীষ্মে ওয়ার্নারের ব্যাটে বড় রান অপেক্ষা করছে।’

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা এবি ডিভিলিয়ার্স আবার চাইছেন নিজেদের মধ্যে ঝামেলা মিটিয়ে নিক জনসন ও ওয়ার্নার। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ‘মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি’ এবি বলেছেন, ‘ব্যক্তিগত ঝামেলা গোটা পৃথিবীকে জানিয়ে কী লাভ? আমার মতে, ফোন করে নিজেদের সমস্যা মিটিয়ে নিলেই তো হয়ে যায়। হয়তো ড্রেসিংরুমের কোনও ক্ষত জনসনের মনে রয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারজন্য জনসমক্ষে মুখ খোলার কোনও প্রয়োজন নেই।’

জনসন ও ওয়ার্নার- দুইজনের বিরুদ্ধেই খেলেছেন ডিভিলিয়ার্স। সেই অভিজ্ঞতা থেকে প্রোটিয়া তারকার মনে হয়েছে, ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ার্নার অত্যন্ত আগ্রাসী। জনসনের মানসিকতাও প্রায় একই ধরনের। সেটাই সমস্যার কারণ হতে পারে, মত ডিভিলিয়ার্সের। তিনি বলেছেন, ‘মাঠে বিপক্ষকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ার মুডে থাকে না ওয়ার্নার। কিন্তু মাঠের বাইরে ও একেবারে শান্ত স্বভাবের মানুষ। আইপিএলে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসে খেলার সময় ওয়ার্নারকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। জনসনও একই ধরনের। এটাই হয়তো সংঘাতের কারণ।’

প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে শতরানের পর শান মাসুদ। বুধবার ক্যানবেরায়।

ওয়ার্নারকে আক্রমণের জেরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধারাভাষ্য দিতে পারবেন না জনসন। কিছুদিন আগে জনসন আসন্ন সিরিজে ধারাভাষ্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ধারাভাষ্যকারদের যে তালিকা বুধবার প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ৪২ বছরের জনসনের নাম নেই।

জনসন-ওয়ার্নারের ঝামেলা নিয়ে পাকিস্তান শিবিরের মাথাব্যথা নেই। বরং তারা প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে চারদিনের প্রস্তুতি ম্যাচের মাধ্যমে প্রথম টেস্টের ড্রেস রিহার্সালে ব্যস্ত। বুধবার প্রস্তুতি ম্যাচে শতরান করে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে রাখলেন পাকিস্তানের নতুন টেস্ট অধিনায়ক শান মাসুদ (অপরাজিত ১৫৬)। ইমাম-উল-হক (৮) ব্যর্থ হলেও আরেক ওপেনার আব্দুল্লাহ শফিক (৩৮) ব্যাটিং ঝালিয়ে রাখলেন। পারথের বাউন্সি পিচে প্যাট কামিন্সদের মুখোমুখি হওয়ার আগে রান পেলেন প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজমও (৪০)। তবে ব্যাটিংয়ে নেমেই মাসুদের স্ট্রেট ড্রাইভ নন-স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ধরতে গিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ট্রোলড হলেন তিনি। উইকেটরক্ষক-ব্যাটার সরফরাজ আহমেদের (৪১) ফর্ম পাক শিবিরকে স্বস্তি জোগাবে। যার ফলে প্রথমদিনের শেষে পাকিস্তানের স্কোর ৩২৪/৬।

যতদিন হাঁটতে পারব, ততদিন আইপিএল খেলব : ম্যাক্সওয়েল

সিডনি, ৬ ডিসেম্বর : কিছুদিন আগেই ভারতের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ জিতেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। এক পায়ে ব্যাট করে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিশতরানের নজিরও রয়েছে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের।

এহেন ম্যাক্সওয়েল আপাতত নিজের দেশে। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া বিগ ব্যাশ লিগের জন্য তৈরি হচ্ছেন। কিন্তু এখনও তাঁর মন পড়ে রয়েছে ভারতে। আরও স্পষ্ট করে বললে, আইপিএলে। কারণ অজি অলরাউন্ডারের দাবি, আইপিএল দুনিয়ার সেরা ক্রিকেট লিগ। আর এই ক্রিকেট লিগ তাঁর কেরিয়ার বদলে দিয়েছে। অজি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অলরাউন্ডার ম্যাক্সওয়েল আজ তাই ঘোষণা করেছেন, তিনি যতদিন হাঁটতে পারবেন, ততদিন আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাবেন। ম্যাক্সওয়েলের কথায়, ‘দুনিয়ার নানা প্রান্তে যতগুলো ক্রিকেট লিগ খেলেছি, তার মধ্যে আইপিএলই সেরা। আমার কেরিয়ারে আইপিএলের বিরাট অবদান রয়েছে। অনেক কিছু শিখেছি এই আইপিএল থেকে। তাছাড়া বিরাট কোহলি, এবি ডিভিলিয়ার্সদের মতো ক্রিকেটারদের সঙ্গে এক সাজঘরে কাটানোও বিশাল অভিজ্ঞতা। তাই আমি চাই, যতদিন হাঁটতে পারব ততদিন আইপিএল খেলব।’

২০২৪ সালের জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপ। কুড়ির বিশ্বকাপের আগে ভারতে আইপিএল খেলার পরামর্শ ম্যাক্সওয়েল তাঁর সতীর্থদেরও দিচ্ছেন। বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন স্টার্সের অধিনায়ক গ্লেন আজ বলেছেন, ‘আপাতত টি২০ ক্রিকেটের দিকেই মূল ফোকাস রয়েছে আমার। ঘরের মাঠে বিগ ব্যাশ যেমন খেলব। তেমনই আগামী বছর ভারতের মাটিতে আইপিএল খেলার প্রস্তুতিও চালিয়ে যাব। আর আইপিএলের পরই রয়েছে কুড়ির বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়া দলে আমার সব সতীর্থকে বলতে চাই প্রাক টি২০ বিশ্বকাপ ভারতের মাটিতে আইপিএল খেলার জন্য। যদি নিলামে সুযোগ আসে, তাহলে ভারতে অবশ্যই আইপিএল খেলো। অভিজ্ঞতা বাড়বে। যা ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও কাজে লাগবে।’

ফিল্ডার-ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হার ভারতের

ইংল্যান্ড–১৯৭/৬
ভারত–১৫৯/৬

রেণুকা সিং তিন উইকেট নিলেও ফিল্ডারদের ব্যর্থতায় জয় এল না ভারতের।

মুম্বই, ৬ ডিসেম্বর : ভারতীয় সিনিয়ার মহিলা দলের হেড কোচ হিসেবে বুধবার নতুন ইনিংস শুরু করলেন অমল মুজুমদার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে নামার আগে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে অমল জানিয়েছিলেন, মেয়েদের থেকে আগ্রাসী ক্রিকেট চাইছেন। ফিল্ডিং ও ফিটনেসের কোনও সমঝোতা করা চলবে না।

বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দেখা গেল, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের ফিল্ডিং সেই বছর দুয়েক আগের অবস্থাতেই রয়েছে। ভারতীয় ফিল্ডারা এদিন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে অন্তত গোটা তিনেক ক্যাচ ফেললেন। ড্যানিয়েল ওয়াট (৭৫), ন্যাট স্ক্রিভার–ব্রান্টরা (৭৭) দুই হাতে সেই সুযোগের ফায়দা তুললেন। নিটফল, শুরুর ধাক্কা সামলে ইংল্যান্ড ১৯৭/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। যা ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপ টপকাতে পারেনি। ভারত প্রথম টি২০ হারল ৩৮ রানে।

অথচ টসে জিতে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরর ফিল্ডিং নেওয়ার পর শুরুটা দুর্দান্ত করেছিল ভারত। গত বছর মহিলাদের আইপিএলের দুই আবিষ্কার–শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ও সাইকা ইশাকের অভিষেক হয় এদিন। চোট সারিয়ে ফেরা রেণুকা সিং (২৭/৩) প্রথম ওভারে চতুর্থ ও পঞ্চম বলে জোড়া উইকেট নিয়ে ওয়াংখেড়ের দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ২/২ হয়ে যাওয়ার পরই খেলা ধরে নেন ওয়াট (৭৫) ও স্ক্রিভার–ব্রান্ট (৭৭)। তাদের ১৩৮ রানের পার্টনারশিপ হরমনপ্রীতদের সমস্ত উন্মাদনায় জল ঢেলে দেয়। রেণুকা সফল হলেও তাঁর ওপেনিং বোলিং পার্টনার পূজা বস্ত্রকারের (৪৪/০) দিনটা একেবারেই ভালো গেল না। ভুলে ভরা বোলিংয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল জঘন্য ফিল্ডিং।

১৯৭–এর বিশাল স্কোর তাড়া করতে গেলে ওপেনিং জুটিকে বুনিয়াদ রাখতে হয়। কিন্তু দলের ২০ রানের মাথায় ফিরে যান তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা (৬)। তিন নম্বরে নেমে জেমিমা রডরিগেজও (৪) পুরোপুরি ব্যর্থ। শেফালি ভার্মার (৫২) সঙ্গে ৪১ রানের পার্টনারশিপে ভারতীয় ইনিংসকে হরমনপ্রীত (২৬) ট্র্যাকে ফেরানোর চেষ্টা অবশ্য করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় অধিনায়ককে সোফি এক্লেস্টোন ফিরিয়ে দেন। শুরুটা ভালো করেছিলেন শিলিগুড়ি উইকেটকিপার–ব্যাটার রিচা ঘোষ। কিন্তু তিনি ২১ রানের বেশি এগোতে পারেননি। এক্লেস্টোনের (১৫/৩) বলে শেফালি ভার্মা ফিরতেই ভারতের জয়ের আশা শেষ হয়ে যায়। ভারত ৬ উইকেটে ১৫৯ রানে আটকে যায়।

বাগানের মান বাঁচালেন সাদিকু

মোহনবাগান–২ (সাদিকু ২)
ওড়িশা এফসি–২
(জাহু ২ পেনাল্টি ১)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : আইএসএলে মোহনবাগানের বিজয়যাত্রা জগন্নাথদেবের রথের চাকায় ধাক্কা খেয়ে আটকে যাওয়ার মুখে নায়ক হলেন আর্মান্দো সাদিকু।

একটা সময় ছিল, ময়দানে বড় ক্লাবগুলোর গাঁট ছিল টালিগঞ্জ অগ্রগামীর মত দলগুলি। মোহনবাগানের কাছে যেন প্রায় সেরকমই হয়ে উঠেছে প্রায় ওড়িশা এফসি। তবু এদিন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই জারি রাখার সুফল পেল মোহনবাগান। ৯৪ মিনিটে হেক্টর ইউসতের হেড করে নামিয়ে দেওয়া বলে সাদিকুর শটটা অমরিন্দার সিংকে টপকে গড়িয়ে গড়িয়ে গোলে যেতেই মাঠে উপস্থিত হাজার দশেক সমর্থক আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। নাহলে ফের একবার ওড়িশার বিরুদ্ধে মুখ কালো করে ফিরতে হত। সদ্যই ২–৫ গোলে হারের দগদগে ঘা'য়ে খানিকটা হলেও প্রলেপ লাগলো বলা যায়। এদিন জাহুকে বসিয়ে দিয়েই জেতা ম্যাচটা ফেলে এলেন সের্জিও লোবেরা। এদিনের ম্যাচের লড়াইটা এত ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেছিল যে ম্যাচটা শেষ হতেই হুয়ান ফেরান্দোকে দেখা গেল রয় কৃষ্ণার দিকে তেড়ে যেতে। একইসঙ্গে দিয়োগে মৌরিসিওরও লাল এবং কৃষ্ণার হল হলুদ কার্ড।

এদিন হুগো বৌমৌস ওয়ার্ম আপের সময়ে চোট পাওয়ায় মাঝমাঠের শক্তি অর্ধেক হয়ে যায় ম্যাচ শুরুর আগেই। ফলে জেসন কামিন্সকে প্রথম একাদশে নিয়ে আসায়, হাতে পরিবর্তও কমে যায় মোহনবাগানের। এমনিতেই এদিন রিজার্ভ বেঞ্চে সব কলকাতা লিগের ফুটবলারদের রাখেন হুয়ান ফেরান্দো। মনবীর সিং–দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা এদিনও ছিলেন গ্যালারিতেই। হুগো না থাকায় মোহনবাগানের মাঝমাঠ বলে শুরু থেকেই আর কিছু ছিল না। তবু সাহাল ও অনিরুদ্ধ কিছুটা চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দুজনেই চোট পেয়ে যাওয়ায় একটা সময়ে তাঁদের তুলে নিতে বাধ্য হন ফেরান্দো। যদিও তারপরেই দুটো গোল এল মোহনবাগানের। এদিন রয় কৃষ্ণাকে শুরুতে বেঞ্চে রাখলেও তাঁকে ৬২ মিনিটে মাঠে নামাতে বাধ্য হলেন ওড়িশা কোচ। কারন বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেখাতে গিয়ে তার আগে তিনি নিজেই বিপদ ডেকে আনেন জাহুকে বসিয়ে দিয়ে। যার জেরে ৫৮ মিনিটে কিয়ান নাসিরির মাইনাস থেকে সাদিকু বাঁ–পায়ে ফ্লিক করে দর্শনীয় গোল করেন।

জোড়া গোলের পর সেলিব্রেশন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আর্মান্দো সাদিকুর। ছবি : ডি মণ্ডল

মাত্র ১০ মিনিটে একটা সুযোগ ছিল মোহনবাগানের কাছে। কিন্তু কিয়ানের বাড়ানো বল বক্সের মধ্যে ফাঁকায় পেয়েও সাদিকু উপর দিয়ে মারেন। ৫২ মিনিটেও একইভাবে বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন তিনি। তাঁর থেকেও বেশি প্রশ্ন ওঠা উচিত কামিন্সকে নিয়ে। সাদিকু তবু সুযোগ নষ্ট করার পাশাপাশি একটা গোলও করেছেন। সেখানে কামিন্সকে তো সারা ম্যাচে নজরেই পড়ল না। ২৩ মিনিটে আরও একটা সুযোগ তৈরি হতে হতেও হয়নি। সাদিকুর ব্যাক হিল থেকে সাহালের থ্রু ধরার জন্য কিয়ান সময়ে পৌঁছতে পারেননি। ৩৭ মিনিটে আশিস রাইয়ে তোলা বল নরিন্দার গেহলটের কাঁধে লাগলে মোহনবাগান পেনাল্টি দাবি করেছিল। রেফারি ক্রিস্টাল জন কর্নপাত করেননি।

৩০ মিনিটে প্রথম গোল। ইশাক রালতের ক্রশ থেকে পুইতিয়া লালথাঙ্গার হেড হাতে লাগিয়ে ফেলেন শুভাশিস বসু। একজন ডিফেন্ডারের টেকনিক্যাল জ্ঞান থাকলে সে কখনই দুটো হাত বার করে রাখবে না। অথচ শুভাশিস সেটাই করে পেনাল্টি পাইয়ে দিলেন ওড়িশাকে। আহমেদ জাহুর এসব ক্ষেত্রে ভুল হয় না গোল করতে। ১–০ এগিয়ে যাওয়া ওড়িশা এরপর আরও তেড়েফুরে খেলা শুরু করতেই ম্যাচ থেকে হারিয়ে গেল মোহনবাগান। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে মৌরিসিওর মাইনাসে টোকা মেরে জাহুর দ্বিতীয় গোল। ম্যাচের শেষদিকে কৃষ্ণার তোলা বল একা বিশাল কেইথকে পেয়েও তাঁর গায়ে মারেন এবং ফিরতি বল ফের প্রাঞ্জল ভূমিজ পোস্টে না মারলে ।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, ব্রেন্ডান, ইউস্তে, শুভাশিস, আশিস, সাহাল (গ্লেন (টাংরি), অনিরুদ্ধ (নামতে), লিস্টন, কিয়ান (সুহেল), কামিন্স ও সাদিকু।

উত্তরের খেলা

জয়ী বুনিয়াদপুর

বালুরঘাট, ৬ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার বুনিয়াদপুর কেআইটিএম ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ২ উইকেটে মডার্ন ক্লাবকে হারিয়েছে। এদিন বালুরঘাট স্টেডিয়ামে মডার্ন টসে হেরে ৩৫.৩ ওভারে ১৯৬ রানে অলআউট হয়। শুভম চৌহান ৫১ রান করেন। বান্টিকুমার দাসের অবদান ৩৬। সাগর বিশ্বাস ৩১ রানে ৩ উইকেট নেন। ভাল বোলিং করেন রামকৃষ্ণ মণ্ডল (১৮/২)। জবাবে বুনিয়াদপুর ৩৫.২ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯৮ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রাসেল হোসেন ৩৬ রানে অপরাজিত থাকেন। রহিমুল ইসলামের অবদান ৩৬। শুভম ২৪ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। বৃহস্পতিবার খেলবে নব যুবক ড্রামাটিক ক্লাব ও যাত্রিক ক্লাব।

পয়েন্ট ভাগ

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার রায়গঞ্জ আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে বুধবার বৃষ্টির কারণে পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হল। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ৪০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৬২ রান রান করে। জবাবে আইডলস ৫.৫ ওভারে ১৯/৩ স্কোরে ছিল। এরপরই বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে আম্পায়াররা ম্যাচ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। দুই দলকে এক পয়েন্ট করে দেওয়া হয় বলে জানান সংস্থার সহ–সচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার খেলবে ঐক্য সম্মিলনী ও অভিযান।

জয়ী ২০০৩

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তনীদের জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগে ২০০৩ প্রাক্তনী ৫ উইকেটে ২০০৭ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। বুধবার টসে হেরে ২০০৭ প্রাক্তনী ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮২ রান তোলে। জেনকিন্স স্কুলের মাঠে বিজয় সরকার ২৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা রতন দাস ২১ রানে ৩ উইকেট পান। জবাবে ২০০৩ প্রাক্তনী ৮.২ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৩ রান তুলে নেয়। রতন ২৮ রান করেন। এল্লিস বর্মন ১৯ রানে ২ উইকেট পান। বৃহস্পতিবার খেলবে ২০০৮ প্রাক্তনী ও ২০১৩ প্রাক্তনী।

প্রথম দিনেই পড়ল ১৫ উইকেট

বলে হাত লাগিয়ে আউট মুশফিকুর

ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর : বিচিত্রভাবে আউট হলেন মুশফিকুর রহিম। ১৪৬ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে বলে হাত লাগিয়ে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' (ফিল্ডারদের বাধা দেওয়া) নিয়মে আউট হলেন এই ৩৬ বছর বয়সি ব্যাটার। তাঁর আগে ১৯৫১ সালে ইংল্যান্ডের লিওনার্ড হুটন এই লজ্জার তালিকায় নাম তোলেন।

এর আগে 'হ্যান্ডলিং দ্য বল' নামে আলাদা আইন ছিল। কিন্তু ২০১৭ সালে তাকে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড'–এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এখন কোনও ব্যাটার বলে হাত লাগিয়ে আউট হলে তা 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড'–এর আওতায় পড়ে। এর নিরিখে হ্যান্ডলিং দ্য বল–এর নিয়ম অনুযায়ী টেস্ট ক্রিকেটে আউট হওয়া ব্যাটারদের তালিকায় আটে আছেন মুশফিকুর। তালিকায় একমাত্র ভারতীয় হিসেবে আছেন মহিন্দর অমরনাথ।

টেস্টে হ্যান্ডলিং দ্য বলে আউট

ব্যাটার	দেশ	ম্যাচ	সাল
উইলিয়াম এনডিন	দক্ষিণ আফ্রিকা	ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯৫১
অ্যান্ড্রু হিলডিচ	অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান	১৯৭৯
মহসিন খান	পাকিস্তান	পাকিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া	১৯৮২
ডেমন্ড হেইনস	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারত	১৯৮৩
গ্রাহাম গুচ	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া	১৯৯৩
স্টিভ ওয়া	অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত	২০০১
মাইকেল ভন	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ড বনাম ভারত	২০০১
মুশফিকুর রহিম	বাংলাদেশ	বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড	২০২৩

হাত দিয়ে বল থামানোর চেষ্টা করছেন বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম। বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শের–ই–বাংলা স্টেডিয়ামে।

বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শের–ই–বাংলা স্টেডিয়ামে চলা দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন ৪০.৪ ওভারের ঘটনা। কাইল জেমিসনের বল ব্যাকফুটে অনায়াসে ডিফেন্ড করেন মুশফিকুর। তারপর পিচে পড়ে বল লাফিয়ে উঠলে আচমকা হাত দিয়ে সরিয়ে দেন তিনি। বল উইকেটে লাগার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। কিউয়ি ক্রিকেটাররা আউটের আবেদন করলে তৃতীয় আম্পায়ার মুশফিকুরকে আউট দেন। ২৯তম ওভারেও একইভাবে বল সরানোর চেষ্টা করেন তিনি।

ক্রিকেট আইনের ৩৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী আউটটি 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড'–এর আওতায় পড়ে। ৩৭.১.২ নম্বর ধারা অনুযায়ী, বল ডেলিভারি হওয়ার পর ব্যাট না ধরা হাতে ব্যাটার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বল আটকানোর চেষ্টা করেন, তাহলে তা এই আউটের আওতায় পড়বে।

হাস্যকর মুহূর্তটি দেখে ম্যাচের ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় প্রাক্তন বাংলাদেশি অধিনায়ক তামিম ইকবাল বলেই ফেলেন, 'যে ক্রিকেটার ৮০তম টেস্ট খেলছে, তার জানা উচিত যে কোন কাজটা করা ঠিক, কোনটা নয়। নেটে ব্যাটাররা হাতে করে বোলারদের বল ফিরিয়ে দেয়। এটা অনেক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়। তবে এটা কোনও অজুহাত হতে পারে না।' প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক মাইকেল ভন ২০০১ সালে ভারত সফরে এসে 'হ্যান্ডলিং দ্য বল'–এর শিকার হয়েছিলেন। মুশফিকুরকে কটাক্ষ করে এদিন সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমাদের ক্লাবে তোমায় স্বাগত। একমাত্র প্রকৃত ক্রিকেটাররাই এর অংশ।'

ঘটনাবহুল দিনে স্পিনাররা শাসন করলেন। বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ১৭২ রানে অলআউট হওয়ার পর দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ৫ উইকেটে ৫৫ রান। ব্ল্যাক ক্যাপসের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন মিচেল স্যান্টনার ও গ্লেন ফিলিপ্স। ২টি উইকেট আজাজ প্যাটেল ও অন্যটি টিম সাউদির নেওয়া। এদিকে টাইগারদের হয়ে ৩ উইকেট মেহেদি হাসান মিরাজ ও ২টি তাইজুল ইসলামের ঝুলিতে।

৭ গোলের থ্রিলারে জয়ী আর্সেনাল

লুটন, ৬ ডিসেম্বর : ডেকলান রাইসের শেষ মুহূর্তের গোলে বড় স্বস্তি পেল আর্সেনাল। মঙ্গলবার অ্যাওয়ে ম্যাচে লুটন টাউনকে ৪–৩ গোলে হারিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় পেল তারা। এই জয়ে লিগ দখলের লড়াইয়ে ৫ পয়েন্টের লিড পেয়ে গেল মিকেল আর্তেতার দল। এদিন ২০ মিনিটে বুকায়ো সাকার অ্যাসিস্টে ম্যাচের প্রথম গোল আসে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির পায়ে। মিনিট পাঁচেক পর কর্ণার থেকে হেডারে ঘরের দলকে সমতায় ফেরান গ্যাব্রিয়েল ওশো। বিরতির আগে আর্সেনালকে ফের এগিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসুস। ৪৯ মিনিটে ফের একইভাবে সমতায় ফেরে লুটন। এবারের গোলদাতা এলিজা আদেবায়ো। গোলরক্ষক ডেভিড রায়া বল ধরার জন্যে বেশি এগিয়ে আসায় খালি স্পেসেবল জালে পাঠিয়ে দেন আদেবায়ো। ৫৭ মিনিটে আর্সেনালের ডিফেন্স কাটিয়ে বাঁ পায়ের শটে ঘরের দলকে লিড প্রদান করেন রস বার্কলে। যদিও সেই লিড দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কাই হাভার্জের দৌলতে। ৬০ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাকে ডিফেন্স আগে থাকার সুযোগ কাজে লাগিয়ে আর্সেনালকে সমতায় ফেরান তিনি। দারুণ অ্যাসিস্টে নিজের উপস্থিত বুদ্ধির প্রমাণ দেন জেসুস। এরপর বেশকিছু সুযোগ তৈরি করলেও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় আর্সেনাল। ৭৭ মিনিটে সাকা সঠিক জায়গায় বল পাঠালেও তা লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের শটে গোলপোস্টের ওপরে চলে যায়। ৯০ মিনিটেও স্কোর ৩–৩ থাকায় পয়েন্ট ড্রপের চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল আর্তেতার। তবে ম্যাচের শেষলগ্নে মার্টিন ওডেগার্ডের শট থেকে হেডারে গোল করে প্রায় ড্র হওয়া ম্যাচ আর্সেনালকে জেতান রাইস। ৩ পয়েন্ট পেয়ে মোট ৩৬ পয়েন্টে লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখছে গানার্সরা। এদিন ৪ গোল খেলেও নিজের রক্ষণে নজর কেড়েছেন লুটন গোলকিপার থমাস কামিন্সকি। ম্যাচ শেষে লুটনের লড়াই ও সমর্থকদের তৈরি করা পরিবেশের প্রশংসা করেন আর্তেতা। তিনি বলেছেন, 'লুটন এদিন সেট পিসে খুব ভালো খেলেছে। তাদের খেলা আমাদের জয়ের জন্য লড়াই করতে বাধ্য করে। সবশেষে এটি একটি সুন্দর জয় ছিল।'

আর্সেনালকে জেতানোর পর উল্লাস ডেকলান রাইসের। মঙ্গলবার রাতে।

সুপার কাপে নেই মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : আই লিগে এই মুহূর্তে অপ্রতিরোধ্য মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ৭ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা। আই লিগে ফোকাস ধরে রাখতেই জানুয়ারি মাসে ওড়িশায় হতে চলা সুপার কাপে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহমেডান ক্লাব। এই নিয়ে ক্লাবের সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজু জানান, 'আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএল খেলা। সুপার কাপের জন্য দলের ফোকাস নষ্ট করা যাবে না। তাছাড়া চোট–আঘাতেরও সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তাই বিনিয়োগকারীদের সম্মতি নিয়েই আমরা সুপার কাপে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' বুধবার চার্চিল ব্রাদার্সকে ২–০ গোলে হারিয়ে আই লিগে তৃতীয় স্থান পোক্ত করল শিলং লাজং। অন্য ম্যাচে ইন্টার কাশীর সঙ্গে ২–২ গোলে ড্র করল রাজস্থান এফসি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি
১৭ তম মৃত্যু বার্ষিকী
তিরোধান -
৭ই ডিসেম্বর ২০০৬
স্বর্গীয়া কানন বালা সাহা
স্বর্গীয়া কানন বালা সাহা স্মরণে শোকাহত পরিবারবর্গ
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in